দেশীয় ভাষানভিজ্ঞের প্রতিফল

যে দেশে যে ভাষার চলন থাকে, সে দেশীয় মনুষ্যদিগের সকল অভিপ্রায় সেই ভাষায় ব্যক্ত হয়, কিন্তু ঐ সকল ভাষার শব্দ অনেক এবং তাহার অর্থও নানা প্রকার আছে, দেশীয় লোকেরাও সকল শব্দের সকল অর্থ বুঝিতে পারেন না, অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়, অতএব জ্ঞানি লোকেরা কহেন, যদি ভিন্ন দেশীয় লোকেরা অপর দেশের ভাষার ব্যবহার করেন, তবে তাহার শব্দ এবং শব্দার্থ শিক্ষায় বিশেষরূপে মনোযোগ করিবেন কারণ আপনারা শব্দ বোধে অনভিজ্ঞ হইলে, অন্যের নিকট এক শব্দ অন্য প্রকার বলিতে পারেন, এবং শব্দার্থ না জানিলে এক শব্দের তাৎপর্য্য অন্য রূপে বলেন, তাহাতে শ্রোতারা এক বিষয় অন্য প্রকার বুঝিয়া, যদ্যপি বিপরীত ব্যবহার করেন, তবে অনিষ্ট সম্ভাবনাও আছে, ইহার এক উদাহরণ বলি মনোযোগ কর।

ধান্য নগরে মাধবদাস নামে এক ক্ষত্রিয় ছিলেন, তিনি প্রথমাবস্থায় যুদ্ধ শিক্ষা করিয়া অস্ত্র শস্ত্র চালনে নিপুণ হইলেন, এবং ঐ বিদ্যার প্রভাবেই অনেক রাজ্য হস্তগত করিলেন, তৎপরে যখন দেখিলেন রাজ্য সাধন বিষয়ে তাঁহার অভিলাষের শেষ হইয়াছে, তখন কামলপুর নামক সুশোভিত রাজধানীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এই সময়ে ধান্য নগর হইতে মাধবদাসের

আত্মীয় পরিবারাদির আগমন হইল এবং জ্ঞাতি কুটুম্বেরাও ক্রমে কামলপুরে আসিয়াছিলেন; অনন্তর এক দিবস মাধবদাসের গুরু পুরোহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন, মাধবদাস কামলপুরে রাজা হইয়াছেন, তাঁহার আত্মীয় পরিবার জ্ঞাতি কুটুম্বেরাও সেই স্থানে গেলেন, তবে আমরা ধান্য নগরে কি অবলম্বনে রহিলাম, চল কামলপুরে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, তিনি অবশ্য আমাদিগকেও নিকটে রাখিবেন; এই পরামর্শ করিয়া গুরু পুরোহিত কামলপুরে গমন করিলেন কিন্তু তৎকালীন মাধবদাসের দ্বারে অনেক দ্বারী ছিল, তাহারা বিদেশীয় লোক, সংস্কৃত ভাষার কিছুই জানে না, অথচ ঐ গুরু পুরোহিত সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন, রাজাকে সমাচার দেহ ধান্য নগর হইতে গুরু পুরোহিত আসিয়াছেন, দৌবারিকদিগের নিকট বারম্বার এই কথা বলেন তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না, অতএব দৌবারিকেরা বড় বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল, রাজার নিকট সমাচার না দিলে তাহাদিগের দণ্ড হইবে, অতএব এক ব্যক্তি ঐ কথা শুনিয়া রাজ সমীপে বলিতে গেল, কিন্তু রাস্তাতে২ আনুপূর্ব্বিক ভুলিয়া গিয়া হিন্দি ভাষায় কহিল, মহারাজ গুরু নগর হইতে ধানা আসিয়াছে, কি আজ্ঞা হয়। রাজা ভাবিলেন তাঁহার এক গ্রামের নাম গুরু নগর, বুঝি সেই স্থান হইতে ধানা আসিয়া থাকিবে অতএব কহিলেন ধান্য নিয়া গোলায় রাখ, পরে বিবেচনা হইবে। এই কথা শুনিলে দৌবারিক

নিকটে গিয়া কহিল, তোমারদিগকে গোলায় রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, চল, সেই স্থানে রাখিয়া আসি, তাহাতে গুরু পুরোহিত ভাবিলেন গোলা নামে এক উত্তম গৃহ আছে, সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে, ইহার পরে রাজা আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন; এবং গোলার কপাট খুলিয়া যখন ধান্যের উপর বসিতে কহিল, তৎকালেও মনে করিলেন এ দেশের এই ব্যবহার থাকিবে যে গুরু পুরোহিত আসিলে তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ শস্যের ভাণ্ডারে বসাইতে হয়, এই জন্যই বুঝি গোলায় লইয়া আসিল। কিন্তু যখন চাবি দিয়া দৌবারিক চলিয়া গেল, সন্ধ্যা পর্য্যন্তও কেহ জিজ্ঞাসা করিলেক না, তখন তাঁহারা মনে করিলেন আমাদিগের দুঃখের কোন কারণ ঘটিয়াছে, নতুবা মাধবদাস যথার্থ জানিতে পারিলে কখন এরূপ করিত না, অতএব গুরু পুরোহিত এবং দুই তিন জনে মহা কোলাহল চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালেও দৌবারিকেরা কপাট খুলিয়া দিলেক না, বরং বাহিরে থাকিয়া আরো তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। পরে ঐ কোলাহলে রাজার কর্ণগোচর হইল যে ধান্যের গোলায় লোক বদ্ধ রহিয়াছে, অতএব রাজা দৌবারিকগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ধান্যের গোলার মধ্যে কেন গোলমাল হইতেছে, তাহাতে দৌবারিক কহিল, আমি তখন বলিয়াছি গুরুপুর হইতে ধান্য আসিয়াছে, কি আজ্ঞা হয়, তাহাতে মহারাজ ধান্য গোলাতে রাখিতে অনুমতি করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়াছি

এই স্থানে ভাগ্যরাই চীৎকার করিতেছে, ইহাতে রাজা কহিলেন, ওরে মূর্খ, এ যে মনুষ্যের চীৎকার শুনিতেছি জানোয়ার কি মনুষ্যের ন্যায় চীৎকার করিতে পারে, কেমন ধান্য রাখিয়াছিস, এই স্থানে লইয়া আয়, বিবেচনা করি তৎপরে দৌবারিক গিয়া গোলার কপাট খুলিয়া গুরু, পুরোহিত, ভৃত্য তিন ব্যক্তিকে আনয়ন করিলে মাধবদাস মহালজ্জিত হইলেন এবং নানা প্রকার স্তুতি বাক্যে তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া ঐ দৌবারিককে তাড়না দিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে দেশের ভাষার শব্দ পদার্থ জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞ হইলে তাহার এ দশা হইত না এবং গুরু পুরোহিতেরাও এত দুঃখ পাইতেন না।

[সংবাদ ভাস্কর—ইং ১৮৪২ সাল।]

খন্দ জাতি।

খন্দ জাতির বাসস্থান পর্ব্বতের উপরিভাগে, ঐ স্থান সমুদ্রের জল হইতে দুই তিন সহস্র ফুট উচ্চ হইবে; তাহাদের দেশেতে শীত, গ্রীষ্ম উভয়ই অধিক হয় এবং শীত গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তও অতি শীঘ্র হইয়া থাকে আর সকলে জানেন, উদ্ভিদাদিতে বরফ অতিদুর্লভ, কিন্তু খন্দের দেশে তাহার অভাব নাই।

খন্দদিগের মধ্যে জাতি বিষয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে বটে কিন্তু পর্ব্বতীয়দিগের নীচ স্থলবাসি হিন্দুদিগের ন্যায় জাতি বিষয়ে ভাক্তিবাই নাই খন্দ দেশেতে পাঁচ প্রকার

জাতি আছে, তাহার মধ্যে অনেক প্রমাণেতে সন্ধি জাতি-কেই সকলের প্রধান বোধ হয় সন্ধিজাতির প্রধান ব্যবসায় মদ্য প্রস্তুত করণ, এবং অসভ্য নীচ লোকেরা মদ্য দর্শন মাত্রেতেই যেরূপ আনন্দিত হয় খন্দ জাতিরাও সেই রূপ আনন্দে মদ্য পান করে, তাহাদের মধ্যে পাজি নামে অপর এক জাতি আছে তাহারা বাণিজ্য করে। বিবেচনা করিলে তাহাদিগকেই খুমশূর দেশের সদাগর বলিতে হয় এবং কাকর নামে যে অপর জাতি আছে তাহারা যোদ্ধা, তাহা-দিগের অস্ত্র টাঙ্গী এবং ধনুর্ব্বাণও সঙ্গে থাকে বিশেষতঃ ধনুর্ব্বিদ্যাতে অতি সুশিক্ষিত হয়, লক্ষ্য করিয়া তীর মারিলে প্রায় তাহা ব্যর্থ হয় না। অপর দলানামক জাতিরা সকলের পরিধানার্থ বস্ত্র নির্ম্মাণ করে, কার্পাসের গাছ পর্ব্বতের মধ্যেই জন্মে কিন্তু দলা জাতিরা সুতা কাটে কি না তাহা বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন তাহারা নীচের দেশ হইতে সুতা নিয়া গিয়া থাকে। পাদ্যা নামে যে জাতি আছে লোকে কহে নীচের হিন্দুরা সেই দেশে গিয়া বাস করিয়া পাদ্যা হইয়াছে। এই জাতিরা কৃষি কর্ম্ম করে এবং মুটিয়ার কার্য্যও করিয়া থাকে আর সকলে বলে সকল প্রকার বাণিজ্য কর্ম্মেতেও তাহারা নিপুণ বটে। পূর্ব্বে যে নরবলির কথা বলা গিয়াছে তাহা এই লক্ষ্মীছাড়া জাতির কর্ম্ম। ঐ পাঁচ জাতির কতক লোক অন্য জাতির অন্ন আহার করে কিন্তু সকলে নহে, পূর্ব্বোক্ত যোদ্ধা জাতিরা কেবল পাদ্যা জাতির অন্নগ্রহণ করে না, কিন্তু অন্য সকল জাতির ঘরেই খাইয়া থাকে। অন-গ্রহণ বিষয়ে পাদ্যা জাতির আচার বিচার নাই তাহারা সকল

জাতির ঘরেই খাইয়া থাকে। গন্ধি জাতির এই নিয়ম, তাহারা কেবল আপনাদিগের জাতির ঘরে আহার করে, অতিরিক্ত কোন জাতির অন্নই খায় না। প্রধান জাতিরা কেবল গোমাংস ব্যতীত সকল প্রকার মাংসই ব্যবহার করে, কিন্তু পান্ধা জাতিরা গোমাংসও খায় না। কোন জাতির প্রতিই মদ্যপান নিষেধ নাই, তবে যাহার যেমন ইচ্ছা সে সেইরূপ করে, কিন্তু মদ্য পাইলে উহারা সকলেই মনোনীত পান করে ফলতঃ ঐ দেশের তাবৎ পাহাড়ীদের যে সকল দোষ তাহাতে তাহাদিগের শরীরে আছে।

গুমশুরের লোকেরা ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞান। তাহারা পৃথিবীকেই দেবীজ্ঞান করে এবং পৃথিবীকে ধরণী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে, আর আকাশকেও দেবতা বলে। এ দেশে নর বলি দানই যে বাহুল্যরূপে চলিত ছিল সেই কুব্যবহার এক্ষণে সকলে জানিয়াছেন। প্রতিবৎসর কার্পাসের অঙ্কুরোৎপত্তি সময়ে অথবা মাসী পূর্ণিমাতে এক ২ গ্রামে হইয়া থাকে, সেই কালে নরবলি দেয়। এই নরবলির সৃষ্টি কি কারণ হইয়াছিল তাহার গল্প এইরূপ শুনা গিয়াছে। খন্দ জাতিরা কহে তাহাদিগের সহস্র পুরুষ পূর্বের লোকেরা যখন দক্ষিণ দেশীয় দাতা পর্বত হইতে উঠিয়া এই পর্বতে আসিলেন তখন আত্মা রাণী তাঁহাদিগকে আনেন কিন্তু তৎকালে এই পর্বতময় মাটি এমত দ্রব ছিল যে পায়ের দাগ বসিয়া যাইত, অতএব লোকের বসতির উপযুক্ত ছিল না, পরে হঠাৎ এক দিবস আত্মা রাণীর অঙ্গুলী কাটিয়া পৃথিবীতে রক্ত পড়িবামাত্রই মাটি শক্ত হইল এবং তাহাতে

বাস করিতে পারিলেন পরে আত্মা রাণী জানিলেন মনুষ্যের রুধিরে মৃত্তিকা শক্ত হয় অতএব আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গলা কাটিয়া পৃথিবীকে রক্ত দিয়া মরিলেন এই কারণ এইক্ষণেও লোকেরা নরবলিকে বহুমূল্য জ্ঞান করে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যে প্রকার পাহাড়ি আছে তন্মধ্যের গৃহ সকল যেরূপ নহে তথাকার লোকেরা পর্ব্বতীয় পশু সকলকে বশ করিয়া উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যস্থলে চাস এবং বাণিজ্য করে তাহারা বৃহৎ নগর করিয়া থাকিতে ভাল বাসে না কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম করিয়া থাকে এবং গৃহ সকল কাষ্ঠ দিয়া নির্ম্মাণ করে কিন্তু সর্ব্বপ্রকার তাহাদের গ্রামে সকল গৃহ এক সমান হয়।

খন্দজাতির আচরিত ব্যবহার কিঞ্চিৎ জানা গিয়াছে তাহারা অন্য দেশীয় অজ্ঞান লোকদের ন্যায় স্ত্রীলোকে পুরুষে স্বতন্ত্র ব্যবহার করে আর চাস ইত্যাদি বাহিরের কর্ম্ম পুরুষেরা করিয়া থাকে স্ত্রীলোকেরা কেবল গৃহ কর্ম্ম করে এবং তাহাদিগের পরিচ্ছদাদি এতদ্দেশীয় লোকের ন্যায় কিন্তু স্থানভেদে শীত গ্রীষ্মের ন্যূনাধিক্য মতে বস্ত্রাদি ব্যবহার করে।

অন্যান্য অসভ্য জাতির যে সকল গুণ থাকে তাহা খন্দ জাতির শরীরেও আছে অতিথি বাটীতে গেলে প্রায় সকলেই তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক রাখে এবং কোন বণক্ষেত্রে যথার্থ ব্যবহারও করিয়া থাকে কিন্তু শত্রুকে কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষমা করে না এবং বৈরি নাশার্থ বিশ্বাস ঘাতকতাও করিয়া থাকে খন্দপুরের লোকেরা পরিশ্রমেতে কাতর নহে

অতিরিক্তির নিমগ্ন উপস্থিত হইলেও বিরক্ত হইয়া তাহা ত্যাগ করে না কিন্তু [illegible] অগ্রাহ্য থাকিয়া ক্রমে অর্থ, [illegible] তাহাকে প্রায় সংহার করিয়া থাকে।

[illegible] বহ্নার [illegible] আছে কিন্তু বর [illegible] চাহিলে সে কন্যার পিতা [illegible] উক্তপক্ষীয় কর্ত্তারাই [illegible] অনেক স্থলে এরূপ ব্যবহার [illegible] বস্ত্র দেয় এবং কোন২ স্থলে [illegible] কিছু না দিয়া কেবল কন্যাকে বয়েস [illegible] ব্যাপার প্রায় ঘটে না [illegible] পারে না যদি জানে তবে [illegible] করে।

(জ্ঞানোদয়পত্র—ইং ১৮৩৭ সাল।)

চঞ্চলতা দোষ।

মনুষ্য কোন বিষয়ে চঞ্চল হইবেক না, যেহেতুক তাহাতে অনেক দোষ উপস্থিত করে, চঞ্চল হইলে বিষয় বিবেচনা থাকে না, এবং বিবেচনা ব্যতীত ইষ্টানিষ্টও জানা যায় না, সুতরাং ইষ্ট সাধক জ্ঞানে অনিষ্ট বিষয়েতেও প্রবৃত্তি জন্মে তাহাতে ইচ্ছা পূর্বক অনিষ্ট বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইলে

[illegible]ব্যের কিছু বিপদ্ না হইতে পারে, যেন দণ্ড বা পল [illegible] দণ্ড পর্য্যন্তও স্থির, অতএব বিজ্ঞলোকেরা চঞ্চলদিগকে [illegible]দের মধ্যে গণ্য করেন এবং লোকপ্রসিদ্ধও আছে কেহ চঞ্চলের প্রশংসা করে না, বরং চপল বলিয়া নিন্দা করে। [illegible] সকল বিষয়েতেই ধীর স্বভাবে বিবেচনা করিতে হয় তাহা হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের [illegible] প্রকাশ পায়, সুতরাং সেই [illegible] কর্ম্মে [illegible] প্রবৃত্ত হয় না। অতএব আমি বালকদিগকে এই উপদেশ দেই চঞ্চল হইবেক না, [illegible] চলন করেন, তাঁহারা কোন প্রকার বিপদে [illegible] [illegible]

[illegible] নামে এক [illegible] ছিল, [illegible] [illegible] হইত [illegible] তাহার [illegible] তুমি [illegible] [illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] কিন্তু এই [illegible] হইল [illegible] কাল [illegible] করিতে [illegible] [illegible] কহিল, তুমি আমাকে নিতান্ত চঞ্চল [illegible] তুমি চঞ্চল স্বভাবে তোমার কি অনিষ্ট [illegible] তাহা বলিতে পারি না, [illegible] হইল, [illegible] দোষে তোমাকে বিপদে [illegible] হইতে [illegible] রাজত্ব করে। তৎপরে ঐ [illegible] তাহাদিগের চার পাঁচ টী সন্তান হইল। [illegible]

পালিয়া লইয়া বাসায় থাকে, ব্যাঘ্র মাংসাহরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করে। অনন্তর এক সময়ে শিয়ালে-রা দেখিল বাঘের ও সন্তান সংহতি হইয়াছে, ইহারা বড় হইলে চতুর্দ্দিকে কোন পশুকে বাস করিতে দিবে না, এক বাঘের পরাক্রমেতেই পশু সকল ভয়ে কম্পিত তাহার উপর দশ বৃদ্ধি হইলে পর্ব্বতে বাস করা অসাধ্য, অতএব শিশু কালে ইহাদিগের বিনাশ ব্যতীত উপায় নাই, কিন্তু তাহা সম্পাদন করণের পথ কি, এ বাঘী সর্ব্বদাই বাসায় বসিয়া থাকে, ছানা পোনা ছাড়িয়া এক দণ্ড সরে না, তবে কি প্রকারে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। এই কারণে পরামর্শ করিল বাঘিনী অতি চপলা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করে না, হঠাৎ রাগ করিয়া উঠে এজন্য আমরা গিয়া তাহাকে রাগাইতে আরম্ভ করি, তবে রাগ করিয়া বাঘকে ডাকিতে যাইবে, সেই অবসরে ছানাগুলাকে বধ করিয়া প্রস্থান করিব, এই যুক্তি করিয়া শিয়ালেরা ক্রমে ২ বাঘীর নিকটে গিয়া কহিতে লাগিল হাঁরে বাঘিনী দশ ছানা পোনা কোলে করিয়া গিন্নী হইয়া বসিয়াছিস, তোর ভাতার যে আমাদের পাঁচ মণ মাংস ধারে তাহা শুধিতে মনে নাই, সে কোথা গিয়াছে, আ মর! প্রতিদিন আসিয়া ২ ফিরিয়া যাই, দেখা দেয় না ফিরি সকলের নিকট বলিয়া বেড়ায় রাজা হইয়াছি, কিন্তু দেনা পরিশোধের নামটি করে না, তোর ভাতার এমন মন ছোঁচা কেন, এই সকল কথা শুনিয়া বাঘিণী গলা ঝাড় দিয়া উঠিয়া কহিল কে আমার ভাতার গিরিপতি

হইয়া ছোট জাতির নিকট ঋণ করিয়াছে এমন কথা বলিস্, ভাল থাক্, তোদের মহাজনগিরি দেখাইতেছি, তাঁহাকে ডাকিয়া আনি, আজ শেয়াল জাতিকে মুখের মত দিব তবে ছাড়িব, এই কথা বলিয়া চপলা বাঘিনী মহাবেগে বাঘের নিকট দৌড়িয়া গেল, চাঞ্চল্য দোষে বিবেচনা করিতে পারিলেক না। ছাগিয়া পাঁজরা পড়িয়া রহিল। শৃগালেরা তাহাদিগের কোমল মাংসের প্রত্যাশা করে, অতএব শৃগালদল সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য সিদ্ধি করিল অর্থাৎ ছানিয়া পালিয়া গুলাকে মুখে করিয়া সরিয়া পড়িল, অতএব চঞ্চল হইয়া কোন কর্ম্ম করিবেক না, তাহা করিলেই প্রায় বাঘিনীর ন্যায় দুর্দ্দশায় ঠেকিতে হয়।

[সংবাদ ভাস্কর — ইং সন ১৮২৯]

কৃপণ কথা।

কৃপণ লোক ধন দান করিতে পারে না এবং ভোগ করিতেও পারে না, এই কারণ সকল লোকের অস্মরণীয় হইয়া কোন্ লোকের অপ্রিয় না হয় অর্থাৎ সকলেরি অপ্রিয় হয়। সেই কৃপণের বিবরণ করা যাইতেছে।

মথুরা নগরীতে গূঢ়ধন নামা এক বণিক অত্যন্ত কৃপণ ছিল সে সিন্ধুনীর বাণিজ্য করিয়া অতিশয় ধনবান্

বণিক কহিল, এমত বুদ্ধিহীন জনের ধন অন্য লোক গ্রহণ করিতে পারে আমি আপন ধন গলায় বাঁধিয়া মরিব। ইহা কহিয়া ধনের পোঁটলী লইয়া মরণার্থে গঙ্গা তীরে গেল, সেখানে এক নাবিককে সম্বোধন করিয়া কহিল, ও ভাই কৈবর্ত্ত আমি আপনার কঠিন প্রাণ ত্যাগের বাসনা করিয়াও ত্যাগ করিতে পারি না সম্প্রতি পরিজনের শোকেতে বড় ব্যাকুল হইয়াছি আমাকে জলে মগ্ন করিয়া নষ্ট কর, আমি তোমাকে এক স্বর্ণ মুদ্রা দিব। ধীবর কহিল তোমার কথায় বিশ্বাস হয় না স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দেখাও তদনন্তর বণিক কৈবর্ত্তকে স্বর্ণমুদ্রা দেখাইয়া এবং স্বয়ং পুনঃ২ দেখিয়া কহিল হে ভাই নাবিক আমি এই সকল স্বর্ণমুদ্রা বারম্বার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অতিশুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, ইহা অন্য কাহাকেও দেওয়া যায় না তুমি পুণ্যার্থে আমাকে নষ্ট করহ। নাবিক সেই সকল স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া বলিল ভাল পুণ্যার্থে তোমাকে নষ্ট করিব, ইহা কহিয়া ঐ কৃপণ বণিককে জলে অত্যন্ত মগ্ন করিয়া মারিল এবং সে সেই সকল স্বর্ণমুদ্রা লইয়া চরিতার্থ হইল। পণ্ডিতেরা কহেন সকলের অনুপকারক এবং সকল ভোগেতে রহিত এমত যে কৃপণহস্তগত ধন এবং সেই বিষয়ে যে অবিবেচনা সে কেবল ধনস্বামির হৃদয়ে খেদ জন্মায় এবং অনর্থ দায়ক হয় ও কুল যশঃ নষ্ট করে আর গ্লানি জন্মায়।

[সংবাদ কৌমুদী—ইং সন ১৮২৩]

ক্ষমাশীল পণ্ডিত।

গ্রীক দেশে এক জন পণ্ডিত অবিরোধে কাল যাপন করিতেন। এক সময় তিনি আপন মিত্রদিগের সহিত পথ ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবকাশে এক ব্যক্তি গোঁয়ার আসিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। তাহাতে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না, ইহা দেখিয়া তাঁহার মিত্রেরা কহিল একি! আপনি ইহাকে যে কিছু কহিলেন না। পণ্ডিত কহিলেন, যে যদি কোন ব্যক্তি গর্দ্দভের নিকট যায় এবং সে গর্দ্দভ চাইট মারে তবে কি গর্দ্দভের নামে কেহ নালিশ করিয়া থাকে?

[সংবাদ কৌমুদী—ইং সন ১৮২৩।]

ইতিহাস।

পূর্ব্বকালে নওসের খাঁ নামে এক বাদসাহ শান্ত, দান্ত, ধীমান্ এবং বিচারকরূপে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি এক জন কর্ম্মাধ্যক্ষকে সম্ভ্রম এবং বিবেচনা ও নানা ক্ষমতা সত্ত্বে অক্ষম এবং ক্ষুদ্র জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে কোন আমাত্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে এমত উপযুক্ত মনুষ্যকে অনুপযুক্ত করিবার তাৎপর্য্য কি? বাদসাহ উত্তর করিলেন যে সে ব্যক্তি ক্রোধ উপস্থিত হইলে ক্রোধের কারণ প্রকাশ্যরূপে ব্যক্ত না করিয়া ঈশ্বর ইহার বিচার করিবেন কহিয়া অভিশাপ দিয়াছিল। এরূপ

অভিশাপ দেওয়া কেবল উপায় রহিত ও ক্ষুদ্র প্রাণি কর্ম্ম হয় ইতি।

এক বনমধ্যে এক মৃগ বাস করিত। সেই বনে এক ধূর্ত্ত শৃগাল ছিল। ইহাতে এক দিবস শৃগাল মনে করিলেক যে যাহা হউক এই মৃগটাকে আহার করিতে হইবেক কিন্তু কি প্রকারে হয় এইরূপ আন্দোলন করিতে শৃগালের মনোমধ্যে উদয় হইল, যে এক ব্যাঘ্রের নিকট যাই তাহার নিকটে যে পরামর্শ হইবেক তাহাই করা যাইবেক, অনন্তর এক ব্যাঘ্র সমীপে উপস্থিত হইয়া ঐ মৃগের সমুদয় বৃত্তান্ত ব্যাঘ্রকে এবং তাহার পরিবারকে কহিবাতে ব্যাঘ্র কহিলেক যে হে আমারদিগের সুহৃৎ প্রিয় শৃগাল তোমার পরামর্শে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম বটে কিন্তু মৃগ নষ্ট করা আমারদিগের সাধ্য নয় তবে যদ্যপি কোন বন্য মূষিকের সহিত সম্প্রীতি করিয়া তাহার দ্বারা মৃগের চরণ ছেদন করিতে পার তবে অনায়াসে মৃগ সহজে ভোজন হইতে পারে, পরে শৃগাল যাইয়া অনুসন্ধান করিতে২ এক উন্দুরের গর্ত্ত পাইয়া উন্দুরকে আহ্বান করিয়া মৃগের বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেক যে, ভাই তুমি যদি তাহার পা কাটিতে পার তবে আমার পরমোপকার হয় এবং সকল জাতিতে উত্তম রূপে উদর পূর্ত্তি করিয়া আনন্দ করি। তাহাতে মূষিক স্বীকার করিলে পর শৃগাল মনে২ করিলেক যে একণে

হত সমারোহ হয় তত ভাল, পরে এক নকুলের নিকট যাইয়া তাহাকেও কহিলেন, অনন্তর সপরিবার ব্যাঘ্রাদি সকলকে একত্র করিয়া আপনার বনমধ্যে যে স্থানে মৃগ আছে তথায় উপনীত হইয়া দেখিল যে মৃগ আহারাদি করিয়া এক বট বৃক্ষের ছায়াতে নিদ্রা যাইতেছে। সেই কালে উন্দুরকে সকলে অনুমতি করিবাতে উন্দুর যাইয়া আপনার তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা এক কালে মৃগের শিরা ছেদন করিলেক। সুতরাং মৃগের চলৎশক্তি রহিত হইয়াছে, ব্যাঘ্র যাইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল. পরে শৃগাল মনে ২ করিলেক যে যদি ব্যাঘ্র এবং সকলের পরিবারেরা মিলে এই মৃগটাকে খায় তবে আমি কিছুই পাইব না। অতএব কি কর্ত্তব্য অনন্তর মনে ২ এক যুক্তি স্থির করিয়া অতি ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বিনয় করিয়া কহিল, হে ব্যাঘ্র মহাশয়, যদি কিঞ্চিৎকাল মৃগমাংস ভোজন না করিয়া আমার কথা শ্রবণ করেন তবে আমি কিছু নিবেদন করি। তাহাতে ব্যাঘ্রাদি সকলে অপেক্ষা করাতে শৃগাল কহিতে লাগিল যে আমি দেখিয়াছি, এই বনে কতক গুলিন ঋষি ঠাকুর আছেন, তাঁহারা যখন মৃগমাংস ভোজন করেন তৎকালে তাঁহারা স্নানাদি ও আহ্নিক পূজা করিয়া অতি শুদ্ধাচারে গ্রহণ করেন। অতএব আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে মহাশয়েরাও সেই রূপ করুন. পরে ব্যাঘ্রাদি তাহাতে সম্মত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্নানে গমন করিয়া দ্বিতীয় বার পুনরাগমন করাতে শৃগাল কপটে আসাতে এবং রোদন করিতে ২ ব্যাঘ্রকে কহিল, হে মহাশয় একে

ছোট লোকের বুদ্ধি অতিশয়, আপনি স্নানে গমন করিলে পর অতিক্ষুদ্রাক্ষুদ্র যে ইন্দুর সে কহিল যে এইত বল পরাক্রম সকল দেখিলাম, যাহা আমি দন্তে কাটিলাম তাহা হইতে আমার প্রসাদ সকলকে পাইতে হবে। অতএব মহাশয় এই কথায় আমি বড় দুঃখী হইয়াছি। নাপিত ঐ কথায় ব্যথিত হইয়া অপরদিগকে প্রস্থান করাতে শৃগাল নকুলকে এবং উন্দুরকে কহিল যে তোমরা এই সময় পলাও নতুবা রাজা তোমারদিগকে আহার করিবে পশ্চাৎ মৃগমাংস ভোজন করিবেক, সুতরাং তাহারাও ভয়ে প্রস্থান করাতে সকলকে বঞ্চনা পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে ক্রমে২ ঐ মৃগমাংস সমুদায় আহার করিয়া পরম হর্ষযুক্ত হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ধূর্ত্তকে কদাচ বিশ্বাস করিবেক না ইতি।

পূর্ব্বপক্ষ পরপক্ষ কর নিরীক্ষণ।
পক্ষপাত শূন্য হয়ে কহিবে বচন।

এক স্থানে এক মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, সে স্থান চারিদিকে পথের সহিত সংলগ্ন ঐ মূর্ত্তির হস্তে এক খান ঢাল ছিল তাহার সম্মুখ স্বর্ণময় এবং পশ্চাৎ রৌপ্যময়।

এক দিন দৈবাৎ দুই জন ঘোড়সওয়ার দুই দিক হইতে ঐ মূর্ত্তির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাদের মধ্যে কেহই পূর্ব্বে ঐ মূর্ত্তি দেখে নাই। কতক্ষণ অবলোকন করিতে২ এক ব্যক্তি কহিল যে এই ঢাল স্বর্ণময়, দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ মূর্ত্তির অন্যদিকে দেখিতে

ছিল সে তাহার কথা শুনিবামাত্র কহিল যে এ কি স্বর্ণ ঢাল। যদি তোমার চক্ষুঃ থাকে তবে এ ঢাল রৌপ্যময়। প্রথম ব্যক্তি কহিল যে যদি আমি কখনও স্বর্ণ দেখিয়া থাকি তবে এ অবশ্য স্বর্ণ ঢাল। দ্বিতীয় তাহাকে উপহাস পূর্ব্বক কহিল যে এমন মাঠে অবশ্য স্বর্ণ ঢাল রাখিবেক বটে, আশ্চর্য্য এই যে পথিকেরা কেন রৌপ্য ঢাল লইয়া যায় নাই যেহেতুক ইহার উপরে যে লিখিত আছে তাহার দ্বারা জানা যায় যে এই ঢাল তিন শত বৎসর এই স্থানে আছে। স্বর্ণঢাল বাদী দ্বিতীয় ব্যক্তির উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে দুই জন আপন ২ ঘোটক ফিরাইয়া যুদ্ধোপযুক্ত আয়ত স্থানে গেল ও আপন ২ অস্ত্র লইয়া পরস্পর আক্রমণ করিল তাহাতে উভয়কে এমত আঘাত লাগিল যে দুই জন আঘাতে কাতর হইয়া ভূমিতলে পড়িল ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রহিল। এই কালে এক জন সুশিক্ষিত মনুষ্য পথে যাইতেছিল সে তাহাদিগকে সে রূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত দেখিল. সে ব্যক্তি বৈদ্যবিদ্যাতে পণ্ডিত ছিল ও আপনি এক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছিল সে ঔষধ তাহার সহিত ছিল তাহা তাহাদিগের ক্ষতেতে লাগাইয়া তাহারদিগকে সজীব করিল। যখন তাহারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল তখন সে তাহারদিগকে বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। এক জন বলিল যে এই ঘোড় সওয়ার কহে যে এই ঢাল রৌপ্যময়। দ্বিতীয় কহিল যে এই ব্যক্তি কহে যে ঢাল স্বর্ণের, এ কি চমৎকার। তখন সে পথিক বোধ

কাঁদিয়া কহিতে লাগিল যে হায়! হে ভ্রাতারা তোমরা দুই জন
সত্য বুঝিয়াছ ও দুই জন মিথ্যা বুঝিয়াছ, তোমাদে
এক জনও যদি আপনার অদৃষ্ট দিক দেখিতে তবে এ
ক্লেশ ও রক্তারক্তি হইত না, যেহেতুক এই ঢালের এক দি
স্বর্ণ ও অন্যদিকে রৌপ্য আছে অতএব অদ্য তোমাদের
যে দুর্দশা ঘটিয়াছে ইহার দ্বারা তোমরা শিক্ষিত হও যে
তোমরা কোন বিষয়ের দুই দিক না দেখিয়া কদাচ বিবাদ
করিবে না অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদী এ উভয়ের মধ্য
অভিপ্রায় না বুঝিয়া এক পক্ষের প্রশংসা এবং অন্য পক্ষে
নিন্দা করা মহত্ত্বের নিকট কেবল হাস্যাস্পদের নিমিত্ত হয়।

[সংবাদ কৌমুদী—ইং সন ১৮২১।]

ইতিহাস।

এক জন স্ত্রীলোক এক ক্রন্দনাকুল বালককে তোষ
পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতেছিল, তাহাতে সে বালক শান্ত ন
হওয়াতে ঐ স্ত্রীলোক তাহাকে কহিতে লাগিল, যে যদ্যপি
শান্ত না হও, তবে তোমাকে ব্যাঘ্রের মুখে নিক্ষেপ করিব।
ইতোমধ্যে একটা ব্যাঘ্র সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, সে
তাহা শ্রবণ করত মহাহর্ষিত হইয়া বালকের প্রতীক্ষায়
দণ্ডায়মান রহিল। পরে বালক স্বভাবতঃ ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা
গেল। ব্যাঘ্র বিলম্ব দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, যে
সকলি মিথ্যা বালকের ও স্ত্রীলোকের কথামাত্র। অনন্তর

চণ্ডাংশ এবং বিমর্ষ হইয়া ধীরে ২ গমন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল ইতি।

ইহার তাৎপর্য্য

যাহার সহিত যাহার বাধ্য বাধকতা প্রযুক্ত মনে মালিন্য অথচ তাহার অভিপ্রায় না থাকে, তৎকর্তৃক সত্য কিম্বা মিথ্যা, কতক জনরব বক্তব্যান্ ইতি প্রমাণে যদি কোন অংশে কোন মনোবিচ্ছেদের চিহ্ন প্রকাশ পায়, তবে সে ব্যক্তি যদি তাহার প্রতি কোন প্রকাশ করে, তাহা আন্তরিক নহে বাহ্য মাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই ও পরহিংসাভিলাষীরা যে অপবাদ দেয় এবং বিচ্ছেদ ঘটনা করণাশয়ে যে প্রবঞ্চনা তাহা সহজে বোধ করিয়া পালকের প্রতি ভোক্তা কর্ত্তব্য।

[সংবাদ কৌমুদী [illegible]]

রাজা বিক্রমাদিত্য।

আমরা এস্থলে বিক্রমাদিত্য রাজা এবং তৎসভাস্থ নব রত্নের সংক্ষিপ্ত বর্ণন করিতেছি। উক্ত রাজা চন্দ্রবংশের দৌহিত্র ছিলেন। ধারারাজ তাঁহার বুদ্ধি এবং কার্য্য নিপুণতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মালুয়া দেশের রাজা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরির সত্ত্বে স্বয়ং রাজা করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে

ধাপস্থাক্ত ভর্তৃহরিকে ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বিক্রমাদিত্যকে তাঁহার মন্ত্রী করেন।

অনন্তর ভ্রাতার সহিত কোন বিষয়ে অবিলম্ব হওয়াতে বিক্রমাদিত্য কিয়ৎ কাল দেশভ্রমণ করিতে গেলেন কিন্তু পরে ভর্তৃহরি স্বীয় ভার্য্যার অসতীত্ব দোষে বিরক্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করাতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে শক নামে বিখ্যাত সিন্দিয়ানেরা ভারত বর্ষের পশ্চিমাংশে জয় করত অতিশয় উৎপাত করিয়াছিল বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া শকারি নাম প্রাপ্ত হইলেন।

ঐ সময়ে যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ শকাদিত্যের শাসনে ছিল, বিক্রমাদিত্য নানা দেশ জয় করণানন্তর শকাদিত্যকে যুদ্ধে বধ করিয়া ভারত ভূমি একচ্ছত্রা করিলেন। বিক্রমাদিত্যের বিবরণে তাল বেতাল এবং দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা বাহিত সিংহাসন সম্বন্ধীয় নানা অলীক কথা মিশ্রিত আছে, এস্থলে তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। অপর তাঁহার মৃত্যু বিবরণেও অনেক অসম্ভব কল্পনা আছে তাহা কোন মতে বিশ্বাস্য নহে। কথিত আছে তিনি শালিবাহন নামক সদ্যোজাত এক শিশু দ্বারা হত হয়েন।

বিক্রমাদিত্য রাজার সভাতে নবরত্ন নামে প্রসিদ্ধ নয় জন পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদিগের নাম ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ মিহির, বররুচি। কিন্তু কালিদাস নবরত্নের মধ্যে সর্ব্ব

শ্রেষ্ঠ, ইহা তাঁহার প্রতিপক্ষ ঘটকর্পরও স্বীকার করিয়াছিলেন। অমরসিংহ ছন্দোবন্ধে এক অভিধান সংগ্রহ করেন তাহা অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে, বরাহ মিহির জ্যোতির্বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন, বোধ হয় তিনিই সূর্য্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থের রচক। কেহ২ কহেন বেতালভট্ট বেতাল পঞ্চবিংশতির এবং বররুচি বিদ্যাসুন্দর গল্পের রচক ছিলেন।

বিক্রমাদিত্য পণ্ডিতগণের মহা সমাদর করিতেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা নানা আদর্শের আলোচনা করাইয়া মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি পুরাণের পাঠ শুদ্ধি করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য রাজার কালে অথবা তাঁহার কিয়ৎ কাল পরে যিহুদা দেশের অন্তঃপাতি বেথলেহম নগরে প্রভু যেশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়। তিনি সমস্ত লোকের পাপ ক্ষয় করণার্থ স্বয় প্রাণার্পণ করেন আর তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করাতে ইউরোপ খণ্ডের লোকেরা সভ্য, ভব্য ও নীতিজ্ঞ হইয়া মনুষ্য সমাজের প্রধান হইয়াছেন। বিক্রমাদিত্য রাজার সময়াবধি সংবৎ নামক শাক গণনা হইয়া আসিতেছে।

কেহ২ কহে বিক্রমাদিত্য এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন তবে যে কালিকা দেবীর মন্দিরে দেব বিগ্রহ স্থাপন করেন সে কেবল সাধারণ লোকদিগের সন্তোষার্থ, একথা সত্য হইলে লৌকিক মত ও আচার দূষ্য বোধ করিয়াও স্বয়ং তদ্বিষয়ে উৎসাহ দেওয়াতে তত্ত্বজ্ঞানির উপযুক্ত ব্যবহার হয় নাই, সুতরাং তাঁহার আচরণে দোষস্পর্শ হইতে পারে

কেননা তিনি যে মতানুসারে ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিতেন, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল, পরন্তু সাধারণ লোকের ধর্ম্মের প্রতিপক্ষ হইয়া স্বমতানুযায়ি কার্য্য করা রাজাদিগের পক্ষেও সুকঠিন এজন্য বিক্রমাদিত্যের প্রতি অধিক দোষারোপ করা যায় না, যাহা হউক, তিনি কাহাকেও স্বমতানুযায়ি ধর্ম্ম সাধন করিতে বাধ্য দেন নাই যে ব্যক্তি যে মতাবলম্বী হউক সকলকেই অবাধে স্ব স্ব মতানুসারে কর্ম্ম করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে পরস্পর যে বিরোধ ও তুমুল কলহ হইত তাহা ভারতবর্ষের কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত নাই কিন্তু বিক্রমাদিত্য কোন দলের আনুকূল্য করত রাজশক্তি প্রকাশ করেন নাই। কবিবর কালিদাস ও কোষকার অমর সিংহ পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইলেও উভয়েই নবরত্ন নামে বিখ্যাত রাজপণ্ডিতের মধ্যে গণিত ছিলেন। কালিদাস রাজার নিকট যাদৃশ সমাদর প্রাপ্ত হয়েন অমর সিংহও তাঁহার সেইরূপ বিশ্বাস পাত্র ছিলেন ও সর্ব্বদা সভায় উপস্থিত থাকিতেন। রাজা তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতে কিঞ্চিন্মাত্র বিরাগ প্রকাশ করেন নাই এবং তাঁহার চরিত্রে যে সকল গুণ দেদীপ্যমান ছিল তাহাও স্বীকার করিতে ঘৃণা করেন নাই। যাহা হউক বিক্রমাদিত্যের চরিত্রে এ একটী মহানুভবতার বিশেষ লক্ষণ বটে যে তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ সেবাপর হইয়াও প্রজার ধার্ম্মিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেহ২ কহেন তাঁহার রাজ্য কালে প্রজা পুঞ্জের মধ্যে ধর্ম্ম

সমস্ত দ্বেষ ও মাৎসর্য্য শিথিল হইয়াছিল এই নিমিত্তে রাজাও সকলের স্ব স্ব অভিমতানুসারে ধর্ম্মসাধন করিবার অনুমতি অহুকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, যদি প্রজারা পূর্ব্বকালে বস্তুতঃ সাংসর্গিক হইয়া থাকে তবে হ'ও রাজার সদাশয়ত্বের হেতু ও সকল স্বীকার করিতে হইবে।

[সংবাদ সুধাংশু—ইং সন ১৮৫০]

আসাম দেশীয় বিবরণ।

আফীম এক প্রধান বস্তু এবং অনেক জন্মে। অগ্রহায়ণ মাসে বীজ রোপণ করিয়া থাকে, চৈত্র মাসে ইহার পুষ্প সকল পাওয়া যায়। পোস্ত বৃক্ষের গাত্র ক্ষত করিয়া রাখে এবং ইহার রস ও জল কোথা টুকরা কাপড়ে উঠাইয়া লয় যখন সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় তখন ঐ টুকরা বস্ত্রকে কাঁপি করে. ইহাকে কাপ্নি কহে। যখন আফীম ব্যবহার করে, তখন ২ টঙ্ক পরিমাণ ঐ বস্ত্রের টুকরা জলে ফেলিয়া ঐ জল পান করে, যে পর্য্যন্ত মদ নির্গত না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ কাপ্নিগুলাকে ঘোড়ার ন্যায় চিবাইয়া খায়, অথবা ঐ আফীমের জল কিম্বা খোল, গুঁড়া করিয়া জলে মিশ্রিত করিয়া পান করে।

মাজা আফেন এই প্রকারে প্রস্তুত করে, কাঠের পাত্রে পাঁক মাখাইয়া তাহাতে কাটি রাখিয়া তদ্‌পাত্রোপরিস্থ

বৃক্ষের উপর ঐ কীটকে রাখিয়া আইসে ৩। ৪ মাসের মধ্যে ঐ কীটেরা এমত বৃদ্ধি হয় যে সমুদয় বৃক্ষকে ব্যাপে, ঐ বৃক্ষের শাখা কাটিয়া আনিয়া বাজারে ইষ্টিকল্যাক বলিয়া বিক্রয় করে ঐ গালা। সংগ্রহ করণের দুই সময় আষাঢ় আর কার্ত্তিক কিন্তু কার্ত্তিক মাসে যাহা একত্র করে সেই উত্তম, অপক্ক গালা অনেক অন্যান্য দেশে প্রেরণ করিয়া থাকে আর কতক গুলাকে সেলল্যাক তাই করে।

পাট মোঙ্গা ইন্দি ত্রিবিধ প্রকার রেসম প্রস্তুত হয়, ইহার মধ্যে পাট অতি উত্তম এবং বহুমূল্য ইহা কেবল ধনি লোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন, যে কীটের দ্বারা পাট রেসম হয় সেই কীট কেবল তুতফল খায়। মোঙ্গা-রেসম পাট রেসম অপেক্ষা অধিক কাল যায় বটে, কিন্তু মোটা এবং অত্যল্প চিক্কণ এই রেসম যে কীটে প্রস্তুত করে সে কেবল সুমবৃক্ষ খায়। ইন্দি রেসম সর্ব্বাপেক্ষা মোটা দরিদ্র দুঃখি লোকেরাই তাহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে এই রেসম যে কীটের দ্বারা হয় সে এরণ্ড এবং বৃক্ষের পত্র খাইয়া থাকে। এই সকল রেসম স্ত্রীলোকেরা অবকাশ-ক্রমে আপন ২ গৃহেতে প্রস্তুত করে। যাহাদিগের অধিক সম্পত্তি আছে তাহারদিগের ৬ খানা পর্য্যন্ত তাঁত চলে মোঙ্গা রেসম অত্যল্প অন্যান্য দেশে প্রেরিত হয় তদপেক্ষা বস্ত্র আরো অল্প পাঠায়।

চীন দেশের নিকটস্থ রাজ্যের মধ্যে যে প্রকার চার বৃক্ষ জন্মে কেমটিস সিঙ্গফো এবং ঘাষক এই ৩ প্রকার পার্ব্বতীয় লোকেরদের স্থানে তদ্রূপ উত্তম চাবৃক্ষ জন্মে।

আশামে বেত্র অতিশয় জন্মে অন্যান্য জঙ্গল হইতে ইহার এমন জঙ্গল হয় তন্মধ্যে প্রবেশ করা ভার, পূর্ব্বদিগস্থ উপদ্বীপে যে প্রকার বেত্র জন্মে তদ্রূপ শক্ত ও চিক্কণ এই বেত্র নহে ইহাতে এতদ্দেশস্থ লোকেরদের অনেক উপকার হয় এবং এই বেত্র চিরিলে রজ্জু এবং অন্যান্য কর্ম্মে লাগে। ঐ বেত্র লতাগুলা কখন২ ৩০০ ফীট দীর্ঘ হয় এবং অঙ্গুলি অপেক্ষা অধিক মোটা নহে পর্ব্বতের উপরিস্থ রাস্তায় এই সকল বেত্র সাঁকোর ন্যায় ব্যবহার্য্য হয় এই বেত্রের ছালেতে নানাবিধ রজ্জু প্রস্তুত হয় এবং ইহার পত্রের ছালেতে মাদুর হয়।

রম্ভা আশাম দেশের এক উত্তম ফল ইহা পর্ব্বতে অনেক জন্মে এই ফল বাটীতে যে প্রকার তদপেক্ষা পর্ব্বতে বড়২ হয় ইহার ভিতরে অনেক বীচী থাকে ইহার সাঁস হইতে এক প্রকার সুগন্ধ নির্গত হয় এবং ইহা উত্তম খাদ্য।

রবর আশামে ডুমর বৃক্ষের ন্যায় এক বৃক্ষ হইতে জন্মে বৃক্ষে নূতন পত্র ধরিবার সময় ছাল কাটিয়া দিলে দুগ্ধের ন্যায় রস নির্গত হয় পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিলে কাল মূর্ত্তি হয় এবং যথার্থ গুণ প্রাপ্ত হয়। আমেরিকার রবর অপেক্ষা ইহা অধম কারণ কিঞ্চিৎকাল বৃষ্টিতে রাখিলে আঠা থাকে এবং গলিয়া একত্র হয়।

জঙ্গলের মধ্যে অনেক গঁদ পাওয়া যায় এবং কোপাল নামক গঁদ অত্যুত্তম, নাগা পর্ব্বতের উপর ইহা অধিক মেলে।

যে২ লতা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে মেলে না তাহা

জন্মায়। অধিকন্তু ইহার মধ্যে অনেক লতার সৌন্দর্য্য দে-খায়।

সুপারি বৃক্ষ জন্মে, অতিশয় জন্মে কিন্তু ইহার ফল ব্যবহার হয় না।

পর্ব্বতের উপর অনেক প্রকার লতা আছে তাহা সুগন্ধেতে উদ্যান আমোদিত করে।

ঐ স্থানে বৃক্ষের উপর নানাবিধ লতা জন্মে।

পল্লীগ্রামে অনেক গুবাক হয় কিন্তু নারিকেল খর্জ্জুর ও তাল কদাচ দেখে।

আসাম দেশে যত বৃক্ষের বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা হয় না কারণ যখন পরিপাক হইবার পূর্ব্বে ইহার মূল কীটে কাটিয়া ফেলে কিম্বা বৃক্ষের ডাল পচিয়া যায় অথবা কীটে [illegible] কাটে এবং কাণ্ডের মধ্যে কীট থাকে [illegible] যায় না এবং আয়ু ও উন্নত যাহা হয় তাহা শীঘ্র [illegible] দর্পির কল্পের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়।

ঐ স্থলে পশুদের জীবন নাশক এক প্রকার বিষ বৃক্ষ অনেক জন্মে। শুনিয়াছি নদীর তটে বাস করে যে এবোর নামক পার্ব্বতীয় ব্যক্তিরা ইহারা অনেক চাষ করিয়া থাকে ইহারা গুপ্তভাবে ইহার চাষ করে যেন পরিত্যাগ করিয়া চড়িবার সময়ে একেবারেই ঐ বৃক্ষকে বিনষ্ট করিয়া যায়। ঐ গাছ খাটি থাকিলে এবোর জাতিরা অধিক দেশে অনিষ্ট করে। ইহা শীকড়ের ন্যায় [illegible] ঐ গাছ চূর্ণ করিয়া গাইর সহিত মিশায় এবং কঠিন করিবার জন্যে অন্যের বৃক্ষের রস তাহাতে মিশ্রিত করিয়া শরের

অত্রে দেখ ইহার এমন আশ্চর্য্য গুণ যে এই বাণের খোঁচ লাগিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। ব্যাধকর্ত্তারা সর্ব্বদা এই বিষ ব্যবহার করিয়া থাকে।

[জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা—ইং সন ১৮৩৭]

আদিশূর রাজার কথা।

এতদ্দেশে পুরাবৃত্ত রচনার প্রথা না থাকাতে আমারদের দেশ ভূমিতে পূর্ব্বে কি২ ঘটনা হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা অতিশয় দুষ্কর হইয়াছে। মুসলমানদের অধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তি সকল বিষয় একালে অন্ধকারময় বোধ হয়। কোন্ কালে বঙ্গ রাজ্য স্থাপন হয়, কোন্ রাজা প্রথমতঃ ইহাকে একচ্ছত্র করেন, হিন্দুরাজাদের কোন্ রাজার অধীনে এদেশ কত কাল পর্য্যন্ত থাকে, ইহা নিরূপণ করা সুসাধ্য নহে। আইন আকবরীতে বহুবিধ বঙ্গীয় রাজার নামোল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ গল্প পুরাণবৎ অলীক বোধ হয়।

পরন্তু ঘটকদিগের গ্রন্থে এবং অন্যান্য পুস্তক ও উদ্ভট কবিতায় আদিশূর রাজার নাম অতিশয় প্রসিদ্ধ।

অপর আদিশূর গৌড়াধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় তৎকালে গৌড় নগর বঙ্গ দেশের রাজধানী ছিল। কিন্তু বর্ণিত অনেকানেক গ্রন্থে বঙ্গরাজ

আদিশূরের নামোল্লেখ আছে, তথাপি তদ্বিষয়ক বিবরণ অতিশয় অস্পষ্ট। তিনি পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনাইয়াছিলেন, ইহাই তৎসম্বন্ধীয় অতি প্রসিদ্ধ কথা। পরম্পরায় শ্রুত হওয়া গিয়াছে, যে আদিশূরের কালে একদা অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, রাজা সেই দুর্ভিক্ষের প্রতীকারার্থ এক মহা যজ্ঞ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গ ভূমিতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিল না, যাহারা ব্রাহ্মণ নামে বিখ্যাত ছিল, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি কিছুই জানিত না। অতএব তাহারদিগের দ্বারা যজ্ঞ সমাপন হইবার অসম্ভাবনা প্রযুক্ত অন্য স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনায়ন করেন।

বঙ্গ রাজ্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব থাকাতে, নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে এতদ্দেশে বহু কালাবধি ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব ছিল না, ফলে কোন ২ পুরাণে বঙ্গীয় লোকদিগকে শক হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ম্লেচ্ছ এবং অসভ্য জাতির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, কিন্তু এতদ্দেশে প্রথমাবধি ব্রাহ্মণদিগের বসতি ছিল, ঐ ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রে অজ্ঞ হয়, ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

আদিশূর স্বীয় রাজ্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া, কান্যকুব্জ রাজের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বঙ্গ রাজ্যে প্রেরণ করুন। কান্যকুব্জরাজ বঙ্গরাজের অনুরোধ রক্ষা করিয়া পাঁচ জন সাগ্নিক বিপ্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ, বেদগর্ভ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড়, এবং দক্ষ। ইঁহারা ক্রমশঃ শাণ্ডিল্য সাবর্ণ ভারদ্বাজ বাৎস্য এবং কাশ্যপ গোত্রেতে উৎপন্ন ছিলেন, সুতরাং বঙ্গ দেশস্থ ঐ পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের বংশে জাত।

কথিত আছে যে উক্ত ব্রাহ্মণেরা পশ্চিম প্রদেশের রীত্যনুসারে সূচিকার্য্যিত বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন, বঙ্গ রাজ্যে এ প্রকার রীতি ছিল না, এতদ্দেশীয় লোকেরা সূচিকার্য্যিত বস্ত্র পরিধানকে পৈশাচ ব্যবহার জ্ঞান করিত, সুতরাং কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিবামাত্র রাজার মনে অশ্রদ্ধা হইল অতএব তিনি তাঁহাদিগের অনাদর করিলেন।

ব্রাহ্মণ জাতি নিতান্ত অপ্রত্যাশ না হইলে রাজদ্বারে অনাদর সহিষ্ণুতা করিবার পাত্র নহে। একারণ কান্যকুব্জ দ্বিজেরা আদিশূরের নিকট যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে ক্রোধ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। অসম্ভব গল্পকারকেরা কহে যে ব্রাহ্মণদিগের প্রস্থানের পর রাজা তাঁহাদিগের দৈব তেজের কোন ২ লক্ষণ দেখিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ লোক পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা তাঁহার যজ্ঞ করিতে উপক্রম করিয়া কেহ উপাধ্যা কেহ বা ঋত্বিক কেহ বা হোতা হইয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। কোন ২ লোকের মতে আদিশূর বল্লালসেনের পিতা, যাঁহারা রসিকতা বিস্তারে দক্ষ, তাঁহারা আরও কহেন যে বল্লাল ব্রহ্মপুত্র

[illegible] প্রভৃতি।

[illegible] অত্যন্ত [illegible] লোকেরা বাক্য কৌশলে প্রো-[illegible] [illegible] [illegible] পাল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহার পুত্র।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কারণ বশতঃ মল্লার [illegible] [illegible] [illegible] রাজ্যের [illegible] হইয়াছিলে পরে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] হইলে মল্লার তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজার লোকেরা অনেক [illegible] [illegible] মল্লারের নিকট ফেরত চাহিলে মল্লার ফেরত দেন নাই। [illegible] [illegible] বিচারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পিতা বীর খাঁ [illegible] বধ করিয়াছিল, এবং রাজা [illegible] [illegible] সমর্প [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] পরে [illegible] বিনাশ দেখিয়া দেবতারা [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন।

[illegible] ১৮৫৫]

[illegible]

[illegible] প্রভৃতি।

[illegible] [illegible] বিচার [illegible] [illegible] [illegible] আলোচন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেহ না [illegible] ও [illegible] না অধিক [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

কৃষকেরা ও [illegible] [illegible] নানা বিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে, [illegible] [illegible] [illegible] এ কর্ম্মের কখনো হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইজিপ্ট, প্যালেষ্টাইন, গ্রীস, ইটালী ও [illegible] জাতিদিগের সাহায্যে এই বিদ্যা ক্রমে ২ গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিল, ও এক ২ দেশের শিক্ষা ও [illegible] ও [illegible] বর্ব্বরতার নাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। [illegible] ইংরাজী ১৭৫ [illegible] সালের আরম্ভ পর্য্যন্ত কৃষি বিষয়ে যে সকল ঘটনা হইয়াছে তাহাতে [illegible] উৎপত্তি [illegible] বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। এবং [illegible] [illegible] অনেক [illegible] লোকদিগের উদ্যোগ এবং [illegible] পুস্তক প্রকাশ দ্বারা এই বিদ্যা হ্রাস ও বৃদ্ধির জন্য পুনর্জীবিত হইয়াছিল। ঐ [illegible] বাসিন্দারা যে রূপে তাহাদিগের ভূমির ফলকারিতা বৃদ্ধি ও শোধন করিয়া থাকে, তাহা তাহারা বহু দিন [illegible] বাণিজ্যের উদ্যোগ করে, অতএব যে লোকেরা তাহাদের কৃষি কর্ম্মের গৌরব নিমিত্ত আলোচনা করিতেন তাঁহাদিগকে ঐ সকল জন্য [illegible] কার্য্যের [illegible] দেখিয়া [illegible] করিয়া যে কিছু অবধারণ করিতে হইত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible] যে কৃষি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] সকল লোকেরা [illegible] [illegible] করে।

ব্রিটেইন দেশে কখন কৃষি কর্ম্ম আরম্ভ হয় তাহা জানা যায় না। প্লিনি নামক গ্রন্থকর্ত্তা কহেন যে রোমানদিগের আক্রমণ কালে ঐ স্থানবাসি লোকেরা কেবল পশুর মাংস বিশেষতঃ মৃত্তিকার সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত মাংসই জীবিকা জাত ছিলেন। ঐ দেশে যখন রোমানেরা অধিকার রাখেন তৎকাল ব্যাপিয়া তথা হইতে অনেক শস্য স্থানান্তরিত হয়। আর ইহাতে সন্দেহ নাই যে ঐ দেশের অসভ্য বাসিন্দারা স্বজয়ী অধিপতিদিগের দ্বারা নানা বিদ্যায় শিক্ষা প্রাপ্ত হয় বিশেষতঃ কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী হয়। অনন্তর নানা বিরোধ ও যুদ্ধ হেতুক রোমানেরা ব্রিটেইন দেশ ত্যাগ করেন পরে তথায় কৃষি কর্ম্ম ও বিদ্যালোচনা ক্রমে অনেক হ্রাস হইতেছিল। যাহা হউক, নর্ম্মানদিগের জয় প্রাপ্তির কালাবধি তথায় কৃষি কর্ম্ম পুনর্ব্বার সজীব হয়, যেহেতু ঐ যুদ্ধ কালে অনেক জাতীয় ফ্লিমিঙ্গ লোকেরা কৃষিকর্ম্মে দক্ষ ব্রিটেইনের কিয়দংশে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহারদের আপনাদের দেশে যে রূপ কৃষি কর্ম্ম করিয়া প্রশংসাস্পদ হয়েন সেই রূপে এখানেও কৃষি কর্ম্ম করে, কিন্তু ১৬০০ শালের পূর্ব্বে ব্রিটেইনে যে প্রকারে কৃষি কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় তাহার অস্পষ্ট বিবরণ ব্যতীত কিছু জানা যায় না। পরে এই সময়ে ফিট্জহর্বর্ট নামক এক ব্যক্তি বিচারকের দ্বারা কৃষি বিষয়ে প্রথম সাহায্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ইহার কর্ত্তৃক কৃষির বিবরণ তিনি প্রকাশ করেন, অনেক লোক তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া

কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। পরে স্যর হিউপ্লেট নামক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় অনেক দেশোপকারের পথাবলম্বন করেন, বিশেষতঃ বাগের বিষয়ে যাহা করেন, তাহাতে লোকের উপকার দর্শে। পরে গ্যাব্রিয়েল প্লেটিস্ সাহেব নানারূপে কৃষিকর্ম্ম হইতেছে দেখিয়া স্বীয় অলঙ্কার জ্ঞানযোগে ঐ কার্য্যের অনেক নূতন প্রকার কহিয়া যান। তৎপরে ১৬৫২ সালে কাপ্তেন ব্লিথ সাহেব ভূমিতে জল সেচন বিষয়ে এক চমৎকার পুস্তক করেন। তৎপরে হার্টলিব সাহেব ইচ্ছাপত্র নামক এক পুস্তক করেন, তাহাতে কৃষি কর্ম্মের সাহায্যার্থ একটী সভা স্থাপন বিষয়ে পরামর্শ দেন এবং কতক গুলিন ভদ্র সাহেবেরা বিপদগ্রস্ত প্রযুক্ত যে কোন কর্ম্ম করিতে নিষ পাদন করণের উদ্যোগী হওয়াতে তাঁহাদিগকে কৃষি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। ইহার কিয়দ্দিন পরে এ, বি, লিলি নামক এক ব্যক্তি বৃক্ষ বিষয়ে এক পুস্তক এবং এক এভলিন নামক ব্যক্তি বৃক্ষের দ্বারা কৃষি কর্ম্ম করণ বিষয়ে অপর এক পুস্তক প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার স্বদেশে কুকার্য্যে প্রবৃত্ত অনেক লোককে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়া এই কর্ম্মের চালনার বৃদ্ধি করেন। ঐ ব্যক্তিদিগের অপ্রণালী রচনা করিলে চেষ্টার পরে আর অনেক ২ ব্যক্তি বিষয় পরীক্ষানন্তর নানা পুস্তক রচনা করিয়া আপনারদের দেশের মহোপকার করেন। লোক যে বিষয় ভাল দেখেন তাহাতে উৎসাহ থাকেন তদ্দ্বারা ব্যক্তিরা চেষ্টা করিয়া কৃষি কর্ম্মের অনেক বৃদ্ধি করেন।

কৃষিবিষয়ক বিদ্যাদ্বারা পৃথিবী হইতে নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন করা যায়। একর্ম্ম যে অসভ্যতা শোধন করিবার নিমিত্তে কেবল আবশ্যকীয় তাহা নহে কিন্তু সকল কালেই সর্ব্ব জনগণের সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োজনীয়। এবং এই কর্ম্মে যাঁহারা নিযুক্ত হয়েন তাঁহারা ইহাতে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি দৃঢ় হওনার্থ তাহাদিগের অনেক উপায়াদি পারিতোষিক স্বরূপ প্রচুর ফল প্রাপ্ত হয়েন। অতি পূর্ব্ব কালাবধি সর্ব্ব দেশীয় নানা জাতি দিগের মধ্যে এই কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে দর্শন যোগ্য হইয়াছে এবং পূর্ব্বতন লোকদিগের সরলস্বভাব প্রযুক্ত অ খ্যাতাপন্ন রাজ লোকদিগের যে সকল শ্রেষ্ঠ পদ অবস্থা ছিল তাহাতে এই কর্ম্মে তাঁহারা সংপৃক্ত হইয়া অপমানকর জ্ঞান করিতেন না। ইংলণ্ড দেশের খ্যা বিচারক গিডিয়ন সাহেব ভূমি খনন কর্ম্ম পরিত্যাগানন্তর তাঁহার দেশীয়দিগের প্রকাশ্য সভার অধ্যক্ষ হয়েন সেই দেশ অধিকারক সিনসিনাটস লাঙ্গল ছাড়িয়া রোমা দেশের সৈন্যাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হন ও তাহাতে যে জয় প্রাপ্ত হন, তদর্থে তাঁহাকে যে পুরস্কার দিতে আকাঙ্ক্ষা করে তাহা তিনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার দেশের স্বল্প ক্ষেত্রের পুনর্ব্বার কর্ষণ করেন। অধুনা এই ব্যবহারের অন্যথাচার ঘটনা হয় নাই, যেহেতুক আমেরিকা দেশে সংযুক্ত রাজ্যের আধ্যাপক প্রেসিডেন্ট জেনরল ওয়াসিংটন সাহেব রাজ কার্য্য সমাধানান্তর প্রান্ত হইয়া আপন ক্ষেত্রে কৃষি কর্ম্ম করিয়া তৎক্রমে পূর্ণ করিতেন। টাম

দেশের সম্রাট প্রতি বসন্ত কালের আরম্ভে তাঁহার রাজ্যের রাজ পুত্র ও কুলীনাদি মান্য লোকদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ক্ষেত্রে যাইয়া স্বহস্তে লাঙ্গল ধরেন এবং ফসলের প্রত্যেক কাল শেষ হওন সময়ে আপন প্রজাদিগের মধ্যে একটা মহৎ ঘর করিয়া কৃষি কর্ম্মে উত্তমরূপে নিযুক্ত ব্যক্তিকে সমাদর পূর্ব্বক আপন রাজ্যের বিচারকের পদ প্রদান করেন। অনেক ইংরাজ ভদ্র লোকেরা এবং তাঁহাদিগের মধ্যে মহা উচ্চ পদস্থেরা কৃষি কর্ম্মের বৃদ্ধি বিষয়ের অনেক চেষ্টা করেন এবং কৃষি কর্ম্ম-কারিদিগের বার্ষিক বৈঠকে উপস্থিত হইয়া ঐ বিদ্যা-লোচনা কারিদিগের উৎসাহ ও আপনাদের সম্মান তুল্য রূপে বৃদ্ধি করেন।

কৃষি কর্ম্ম করণের যে আবশ্যকতা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় তাহাতে মনুষ্য জাতি যতই জ্ঞানাপন্ন হয়েন ততই তাঁহাদিগের তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক করে। আর ইহার এক উত্তম প্রমাণ এই যে এবিষয়ে অনেক গ্রন্থকর্ত্তা আপনারদের বিদ্যা বুদ্ধি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সময়ে ২ ইহার নিয়ম অনেকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইহার মহিমা অনেক ঘোষণা করিয়াছেন। কেহ ২ আপনাদিগের জ্ঞান বোধ দ্বারা প্রশংসা করিয়াছেন, ও কেহ ২ এমত নিয়ম দর্শাইয়া গিয়াছেন যে ইহা ব্যতীত পৃথিবীর লোকের দের আর উত্তম প্রাথমিক কার্য্য নাই। গ্রীক দেশের সর্ব্বাবস্থার কবিদিগের মধ্যে হিসিয়ড সাহেব লাঙ্গলের প্রশংসা গাইয়া গিয়াছেন, এবং ইলিয়ড নামক যে অত্যুত্তম

কবিতা পুস্তক আছে, তাহারি প্রায় তুল্য এক পুস্তকে তিনি কৃষি কর্ম্মের কাল বিষয়ের চমৎকার বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন আর যখন ইউরোপে কৃষি কর্ম্মের উত্তম চালনা হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রীকদেশীয় সভ্য লোকে ভাল চিন্তিয়াছিলেন তখন কৃষি বিষয়ক শিক্ষার আবশ্যকতা ও তাহাতে বিদ্যা ও সভ্যতা কতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা জেনোফন নামক গ্রন্থকর্ত্তা পরিমিতাচরণ নামক তাঁহার পুস্তকে বিস্তৃত রূপে বক্তৃতা করিয়াছেন, শিশিরো নামক গ্রন্থকর্ত্তা ঐ পুস্তক উপকারী জ্ঞান করিয়া লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন, ও কেটো নামা এক জন প্রধান কথক বৃদ্ধ কালের আলাপ নামক এক পুস্তকে ঐ ব্যক্তির পরামর্শকে পরমোপকারিরূপে সপ্রমাণ করেন। বর্জিল নামক গ্রন্থকর্ত্তা লাটিন ভাষায় সুললিত পদ্যে কৃষি বিষয়ের প্রশংসা রচনা করেন, ও দেশের লোকের জাতীয় ব্যবসায় ভূমিতে আবাদ, ভূমি কর্ষণের সময়, ভূমিতে শস্য রোপণ ও ভূমি হইতে শস্য আহরণাদির বিষয় জর্জিক্স নামক পুস্তকে মনোহররূপে বর্ণনা করেন, আর পূর্ব্বতন কালে যে সকল জ্ঞানি ব্যক্তিরা কৃষি বিষয়ে যে বহুতর পরামর্শ দিয়াছেন ও নিয়ম স্থাপিয়াছেন তত্তাবৎ তিনি এই পুস্তক মধ্যে একত্র সংগ্রহ করেন ও তাঁহার পূর্ব্ব গত লোকেরদের কৃষি বিষয়ক আর কিছু পুস্তকাদিতে অনুসন্ধান করা প্রয়োজনের বাহুল্য কর্ম্ম হইয়াছিল।

[সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় - ইং সন ১৮৫০]

শস্য বৃদ্ধির বিষয়।

কিছুকাল হইল বিলাতে এক ব্যক্তি সকলের দর্শনার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, একটি গোধূমের দানা হইতে একটি গাছ হইয়াছিল তাহার ৬৮ শাখা এবং প্রত্যেক শাখাতে গড়ে ৫০ শস্য হিসাবে করিয়া দেখা গেল সর্বশুদ্ধ ৩৪০০ দানা হইয়াছে। স্থানান্তরে ঐ ব্যক্তি দেখাইয়াছিলেন একটা ওটের দানাতে একগাছ হইয়া তাহার ৪৮ শাখা জন্মিয়াছিল এবং প্রত্যেক শাখাতে গড়ে ১০২ দানা ধরিয়া সর্বশুদ্ধ ৪৮৯৬ দানা হইয়াছিল। এইক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি বিলাতে ঐ ব্যক্তি যেরূপ দেখাইয়াছিলেন এতদ্দেশীয় জমীদারেরা কৃষি বিষয়ে মনোযোগ করিয়া সাহসপূর্বক আপনাদিগের বন্ধুগণ ও প্রজাগণকে কোন কালে সেইরূপ দেখাইবেন।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৭]

সুগন্ধিনিক্ষিপ্ত শব।

ইংলণ্ডের সমাচার পত্রেতে জানা গেল যে মিসর দেশের এক পিরামিদ অর্থাৎ মন্দির হইতে এক সুগন্ধিনিক্ষিপ্ত শব পাওয়া গিয়াছে, অনুমান হয় যে সেই শব কোন মহৎ রাজবংশের এক স্ত্রীর শব হইবেক। এবং তাহার অঙ্গ দেখিয়া জানা গেল যে ঐ শব প্রায় তিন হাজার সাত

শত [illegible]রের হইল। যে সিন্দুকে ঐ শব প্রথম রাখি-ছিল সে সিন্দুক অদ্যাপি আছে। ঐ সিন্দুকের পরি-বেশে যে যে মুরতি ছিল তাহার বর্ণ অদ্যাপি আ[illegible] আছে। ঐ সিন্দুকের মধ্যে একটা বিড়ালের শরী[illegible] ছিল দেখিলে বোধ হয় যে ঐ বিড়ালের শরীরও অ[illegible] তাহার কঠিন শরীরের ন্যায় [illegible] করি-য়াছিল।

[চন্দ্রিকা পত্রিকা—ইং সন ১৮২৪]

কর্পূর।

জাপান দেশে এক বৃক্ষ হইয়াছে, তাহা হইতে কর্[illegible] জন্মে, ইংরাজীতে তাহার নাম ক্যামফর। ঐ বৃক্ষের মূ[illegible] ও কাষ্ঠ আর জল এক হাঁড়িতে রাখিয়া আগুন জ্বালাই[illegible] বার বত দুই দিন ও রাত্রি অর্থাৎ যোল প্রহর আঁচ দিলে সেই উত্তাপে বাষ্পের উপর কর্পূর জন্মে, উত্তম কর্পূ[illegible] জলে ডোবে না ভাসিয়া থাকে, তাহার বর্ণ অতিশ্বেত হ[illegible] অগ্নি দিলে বিলক্ষণ জ্বলে, কর্পূর তৈলে ও অলকোহলেতে গলে, জলে গলে না।

কর্পূর খাইলে নাড়ী মন্দ হয় এবং সমস্ত শরীরে অল্[illegible] ঘর্ম হয়, কিন্তু নাড়ী দুর্বলিনী হয়, রোগী ব্যাকু[illegible] হইলে কর্পূর খাওয়াইলে উপকার করে, কর্পূর অ[illegible] খাওয়াইলে নাড়ী [illegible] [illegible] হইবে, [illegible]

দৌর্ব্বল্য [illegible] রোগিরা মস্তক ঘুরিলে চমকিয়া উঠিলে [illegible] হইলে এবং প্রলাপ বকিলে ও অচেতন হইলে [illegible] অন্তর [illegible] খাওয়াইলে [illegible] তাহাতে কর্পূর উপকার করে, বায়ুরোগে এবং [illegible] রোগেতে কর্পূর ব্যবহার করা যায়, বসন্ত উঠিয়া বসিয়া গেলে কর্পূর খাওইলে পুনর্ব্বার উঠিতে পারে। বসন্ত নির্গত হইলে যদি জ্বর থাকে, তাহাকে কর্পূর খাওয়াইলে উপকার করে। খাওয়াইবার এক প্রকার বিধি এই কর্পূর এক ড্রাম অর্থাৎ ৪৫ রতি, অলকোহল দশ তোলা, মিছরী অর্দ্ধ ঔং, অর্থাৎ ১০ রতি, প্রথম অলকোহলের সহিত কর্পূর মাড়িয়া পশ্চাতে মিছরী মিশাইবেক, পরে ষোল ঔং জলে ফেলিয়া ধীরে২ নাড়িবেক, সমস্ত দ্রব্য মিলিয়া মিশ্রিত হইলে বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবেক। এ ঔষধের নাম ইংরাজীতে কাম্ফর মিক্শ্চর, বাঙ্গালাতে কর্পূরাদি কাথ, মাত্রা অর্দ্ধ ঔং হইতে দুই ঔং পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টান্তর খাওয়াইবেক।

[সমাচার চন্দ্রিকা—ইং সন ১৮২৫]

ব্রহ্মাদিগের লোকধর্ম্ম ও শাস্ত্র বৃত্তান্ত।

আমরা ইংরাজী সমাচার পত্র হইতে চুম্বক করিয়া লিখিতেছি যে ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। শাস্ত্রমতে বুদ্ধ নবম অবতার, তিনি ঐ ধর্ম্মনিষ্ঠ বেদার্থ

প্রকাশ করিয়া প্রাণিনাশাদি হিংসা নিন্দা করিয়াছেন। খ্রীঃ ৫৪০ বৎসর পূর্ব্বে গোতম মুনি সকলকে ঐ ধর্ম্ম শিক্ষা করাইয়াছেন, বৌদ্ধধর্ম্ম অতি প্রাচীন, চীন দেশ পর্য্যন্ত বিস্তার আছে। চীনীয় লোকেরা বুদ্ধকে ফো কহে, জাপানি দেশীয়েরা, বজ্র, সিম্বা, শাক। ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা শূন্য মানে এবং কহে অসৎ লোক চিরকাল দুঃখভোগ করিবে আর সৎলোক মেরুপর্ব্বতে সুখভোগ করিবেক।

ব্রহ্মাদিগের মধ্যে মনুস্মৃতি প্রচলিত। তাহাদিগের ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সিংহল দ্বীপ হইতে আরাকান পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তাহাদিগের শাস্ত্র নীতি পূর্ণ এবং তাহাতে সংপ্রকার অপরাধ ও পাপের শাস্তি ও বিচার বিবরণ আছে।

যদ্যপি সেখানকার রাজত্ব পরতন্ত্র নহে তথাপি রাজা প্রাচীন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন সেখানে কোন মর্য্যাদা বা পদ পুরুষানুক্রমে হয় না, পদপ্রাপ্ত ব্যক্তি লোকান্তর গমনান্তর তাহার মর্য্যাদাদি রাজা প্রাপ্ত হয়। তাহাদিগের মর্য্যাদার চিহ্ন শৃঙ্খল, মর্য্যাদা বিশেষে তিন, ছয়, নয়, কিম্বা দ্বাদশ শৃঙ্খল লোকে ধারণ করে কিন্তু রাজা কেবল চতুর্ব্বিংশতি ধারণ করেন। রাণী ও রাজপুত্রদিগকে আর আর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঐঙ্গীকিন কহে। রাজপুত্র হইতে হীন পদ প্রাপ্ত ব্যক্তি সকলকে উঙ্গী কহে, ইহারা অর্থ ভারবাহক। ইহারা তিন চারি জন রাজ্য শাসন করে। প্রয়োজনানুসারে সেউন কিম্বা উজীরদিগের নামে পরওয়ানা লেখে এবং রাজার

ইচ্ছামত আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করে ইহা ব্যতিরিক্ত অনেক স্থানে মর্য্যাদার ব্যক্তি সকল রাজকীয় ব্যাপার করে ইহাতে রাজকর্ম্ম অতি সুন্দর রূপে চলে।

আমরা শুনিয়াছি ব্রহ্ম রাজ্যের মধ্যে নগর ও গ্রামের সংখ্যা ৮০০০০, ইহা ব্যতিরিক্ত আরাকান দেশ স্বতন্ত্র। অতএব প্রতি নগরে ৩০০ ঘর ও প্রতি ঘরে ছয় লোক ধরে গণনা করিলে লোক সংখ্যা ১৪৪০০০০০০ হয় এতদ্ভিন্ন অন্য কোন নির্জনে বাস করে তাহাদিগের সংখ্যা আরাকান সম্বলিত ১৭০০০০০০০ হয়।

[সমাচার চন্দ্রিকা—ইং ১৮২৫ সাল।]

কুম্ভীর।

সকলে অবগত আছেন, যে ভৈরব নদ উত্তর হইতে আসিয়া সিংহ নগরের নীচে দিয়া পূর্ব্ব দিকে গিয়া দামাবনে মিলিত হইয়াছে কিন্তু কতক দিন হইল ঐ সিংহ নগরের নীচে ইচ্ছাবতী অর্থাৎ ইচ্ছামতী নদী ঐ ভৈরব হইতে নির্গতা হইয়া দক্ষিণ অঞ্চলে গিয়াছে কালক্রমে ইচ্ছাবতী নদীর প্রাবল্য হওয়াতে ভৈরবের ধারা বন্ধ হইয়া ক্রমে ২ ঐ সিংহনগরের নীচে ভৈরবের মোহনা প্রায় মারা পড়িয়াছে। কোন ২ বৎসর বন্যা অধিক হইলে ঐ ভৈরব নদে স্রোতঃ হয়। অন্য সময়ে ঐ স্থানে জলবিন্দু থাকে না তাহাতে এই বৎসর শ্রীশ্রীযুত

কোম্পানি বাহাদুর ঐ নদের পুনর্ব্বার বহন জন্মাইবার কা তদুপযুক্ত খরচ ও এক সাহেবকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করি ছেন তিনি সেখানে গিয়া ঐ নদের মধ্যে ২ যেখ বক্রতা আছে তাহা কাটাইয়া সোজা করিতেছেন ও ছাব্বিশ হাত চৌড়া ও ষোল হাত গভীর এই পরিমাণে মোহ হইতে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত কাটিলে ইহার পর এ নদ কাটিবার আবশ্যক নাই। তাহাতে এক স্থানে ষোল হাত মৃত্তিকার নীচে এক গর্ত্তে দুই বৃহৎ কু পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সকলে অনুসন্ধান করিয়া দেখি যে সে গর্ত্তে প্রবেশ ও নির্গমের পথ কোন প্রক পাওয়া গেল না, পরে ঐ কুম্ভীরদ্বয়কে গর্ত্ত হইতে উঠ তুলিয়া দেখা গেল যে জীব মাত্র আছে কিন্তু কোন স্পন্দ শক্তি নাই। ইহাতে কেহ ২ অনুমান করে যে যখ ঐ নদে জল ছিল তখন কুম্ভীর আপন গর্ত্তের মধ্যে প্রবে করিয়াছিল দৈবাৎ কোন ক্রমে ঐ গর্ত্তের মুখ হইয়া গিয়াছিল এবং ইহা হইতেও পারে যে তৎকালে শুষ্ক হইয়া গেল, তাহাতেই ঐ দুই কুম্ভীর বদ্ধ হইয়া পৃথিবী রসে এত কাল জীবিত ছিল।

[সমাচার চন্দ্রিকা—ইং সন ১৮২৬।]

আলফ্রেড রাজার বিদ্যা শিক্ষা।

পূর্ব্বকালে ইংলণ্ড দেশে আলফ্রেড নামা এক জন সুবিজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য এবং

প্রজাবাৎসল্যাদি গুণদ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সদৃশ ধার্ম্মিক এবং সচ্চরিত্র ভূপাল ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে ছিল না। তিনি সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, সংশ্রয়, এই ছয় রাজ গুণেতে এবং সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই উপায় চতুষ্টয়ে সুসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের কালে ইংলণ্ড দেশ ডেনমার্ক দেশীয় ভয়ানক দুরন্ত জাতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তিনি অতুল্য বিক্রম এবং কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

আলফ্রেড রাজা বিদ্যা এবং ধর্ম্মানুশীলনের নিমিত্ত বিশেষ রূপে বিখ্যাত ছিলেন। তৎকালে সুপণ্ডিত লোক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল কিন্তু স্বয়ং বিবিধ বিদ্যার পার দর্শন করিয়া ধর্ম্ম পুস্তকের কিয়দংশ স্বকীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বিদ্যানুশীলনে উৎসুকতা জন্মে। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় নাই, ইহাতে তাঁহার মনে কুসংস্কার জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার পিতা বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন নাই, একারণ কেহই অনুমান করেন নাই যে তাঁহার বিদ্যা লাভ হইবে।

তিনি বাল্যকালে পিতার আদেশে দুই বার রোম নগরে যাত্রা করিয়াছিলেন। রোম নগর তৎকালে ধর্ম্মপুরী রূপে মান্য ছিল কেননা ইউরোপের অধিকাংশ লোক রোম নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে জগদ্গুরু বলিয়া

মান্য করিত। অপর রোম নগর পূর্ব্বে পশ্চিম খণ্ডের রাজধানী বলিয়া খ্যাত হওয়াতে তথায় বিদ্যারও বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছিল। রোম নগর কাব্যাদি বিবিধ বিদ্যার প্রধান স্থান ছিল। বিশেষতঃ তথায় ভুরি২ অদ্ভুত প্রা- ও শিল্প জ্ঞানের নিদর্শন ছিল, সুতরাং যাত্রিক লোক সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলে তাহা দেখিয়া বিদ্যার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী হইত।

অতএব যদিও অনেক বয়স পর্য্যন্ত আলফ্রেডের নি- রক্ষ ও বর্ণ পরিচয় হয় নাই, তথাপি ইউরোপীয় ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ দিয়া রোম নগরে গমন করাতে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ বহুদর্শিতা এবং বিদ্যানুশীলনের ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। পরে যুডিথ নাম্নী তাঁহার বিদুষী বিমাতা স্বয়ং সযত্না হইয়া পুত্রের মনে বিদ্যারূপ বীজ রোপণ করিতে চেষ্টা করাতে তাঁহার চেষ্টা শীঘ্র সফল হইল। বিমাতার সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হওয়াতে আলফ্রেডের বিবিধ বিদ্যায় উত্তরোত্তর অত্যুত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মিতে লাগিল।

ইতিহাস লেখকেরা লিখিয়াছেন যে উক্ত রাজমহিষী একদা আলফ্রেড প্রভৃতি রাজকুমারদিগের সম্মুখে একখান সাক্সন কাব্য হস্তে ধারণ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি কুমারদিগকে কহিলেন যে ব্যক্তি এই পুস্তক সর্ব্বাগ্রে পাঠ করিতে শিখিবে তাহাকেই ইহা পারিতোষিক রূপে প্রদত্ত হইবে। বোধ হয় রাজমহিষী কৌতুক ভাবে একথা সপত্নীপুত্রদিগকে কহিয়া থাকিবেন কিন্তু ফলে তাহাতে মহা উপকার দর্শিল। জ্যেষ্ঠ কুমারেরা বয়



শিক্ষার পরিশ্রমে কাতর হইয়া মনে করিলেন এরূপ গ্রন্থ পারিতোষিক পাইলে কি হইবে। কিন্তু আলফ্রেড বিদ্যামৃত পানার্থ পিপাসু থাকাতে বর্ণ জ্ঞান পাইবার নিমিত্ত যত্ন করিয়া শীঘ্র ঐ পুস্তক পাঠ করিতে শিখিলেন। পরে ক্রমশঃ বিদ্যার সাধন করাতে কিয়ৎকালের মধ্যে লাটিন ভাষা অধ্যয়ন করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন।

আলফ্রেডের বিদ্যা শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা এই ২ উপদেশ প্রাপ্ত হই। প্রথমতঃ মাতৃ উপদেশই মহাফল, কেননা আলফ্রেড বিমাতার উপদেশ কৌশলে বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অতএব বিদ্যাবতী মাতাকে অমূল্য রত্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে। যাহারা শৈশবকালে ধর্ম্মজ্ঞা বিদুষী জননীর উপদেশ প্রাপ্ত হয় তাহারা ধন্য; এই নিমিত্ত আমরা এতদ্দেশীয় লোকদিগকে পুনঃ ২ স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ করিতে অনুরোধ করিয়া থাকি. গৃহিণী সুশিক্ষিতা এবং প্রশান্তচিত্তা হইলে সংসারেরও মহা উপকার দর্শে তাঁহার সদুপদেশে পুত্র কন্যার অশেষ উপকার হইতে পারে, কিন্তু গৃহিণী অশিক্ষিতা হইলে সংসারের কেবল বিশৃঙ্খলতা হইবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ আলফ্রেড রাজার বিদ্যা শিক্ষায় আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার বর্ণ পরিচয়ও হয় নাই, তথাপি তিনি পরিশ্রম এবং যত্ন দ্বারা তাৎকালিক পণ্ডিত বৃন্দের মধ্যে গণিত হইয়াছিলেন সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার কাল

হন"। নগরবাসী পুনঃ প্রশ্ন করিল, "তোমার প্রপিতামহ কি প্রকারে পরলোক প্রাপ্ত হন"? সে উত্তর দিল, "তিনিও জলে ডুবিয়া মরেন"। নাগর কহিল "যাহার তিন পুরুষ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে সে কি বিবেচনায় পুনঃ সমুদ্র যাত্রা করে; আমি হইলে আর কদাপি সমুদ্রে গমন করিতাম না"। ইহাতে নাবিক প্রশ্ন করিল; "তোমার বাপ কি রূপে মরেন"? নাগর কহিল, "কেন? তিনি পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যায় শয়ন করত পরলোক প্রাপ্ত হন"। নাবিক জিজ্ঞাসিল, "তোমার ঠাকুর দাদা ও তাঁহার বাপ কেমন করিয়া মরেন"? সে সক্রোধে কহিল; "কেন? আমার পিতামহ ও প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ প্রপিতামহ আদি সকলেই ভদ্রলোকের ন্যায় শয্যায় শয়ন করত স্বচ্ছন্দে স্বর্গপ্রাপ্ত হন" নাবিক কহিল, "ভাই, যাহার সাত পুরুষ শয্যায় মরিয়াছে সে কি ভরসায় শয্যায় শয়ন করে? পুনর্ব্বার আমি হইলে বিছানার কাছেও যাইতাম না"।

তবে আমি ঘুমাইছি।

কেহ আপন সখাকে প্রাতঃকালে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন; "বন্ধো, তুমি কি নিদ্রিত আছ"? শয্যাস্থ ব্যক্তি কহিলেন "কেন"? সখা প্রার্থনা করিলেন; "আমার একটা টাকার আবশ্যক হইয়াছে, যদি তুমি জাগ্রৎ থাক তবে একটা টাকা আমাকে কর্জ দিলে বাধিত হই"। সে কহিল; "তবে আমি ঘুমাইছি"।

এক চোক্ ভাল কি দুই চোক্ ভাল ।

এক জন এক চক্ষুহীন আপন অবশিষ্ট নয়নের প্রশংসায় কহিতেছিল যে আমি ঐ নয়নদ্বারা অনেক দ্বিনেত্রব্যক্তি হইতেও অধিক দেখিতে পাই। তৎশ্রোতাদের কোন দ্বিনেত্র বলগর্ব্বিত এতদ্বাক্যে অমর্ষান্বিত হইয়া কহিলেন, "যদি তুমি একথা সপ্রমাণ করিতে পার তবে আমি তোমাকে শত মুদ্রা দিব"। অন্ধ ঐ পণে স্বীকৃত হইয়া কহিলেক, "আমার মুখের উপর তুমি কি দেখিতেছ"। দ্বিনেত্র বলগর্ব্বিত ব্যঙ্গ করত কহিল; "তোমার এক চক্ষু"। অন্ধ কহিলেক, "ভাই, তবে আমি অধিক দেখিয়াছি, কারণ তোমার দুই নয়ন আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে, অতএব পণের একশত টাকা আমাকে দাও"।

এক হাজার টাকার পা।

এক দিবস কয়েক জন আহ্লাদামোদে নায়ক কোন খঞ্জকে তাহার বক্র পদের নিমিত্তে উপহাস করাতে, সে তাহার সরল পদ ধারিদিগের সম্মুখে সকভাবে রাখিয়া কহিলেক; "তোমরা কি মিথ্যা ব্যঙ্গ করিতেছ, আমি সহস্র মুদ্রা পণ রাখিয়া কহিতে পারি যে এই সভায় এ পদ হইতেও বক্র পদ আছে"। সভাস্থ সকলে ঐ ব্যক্তির পদ ও বাক্যের ভঙ্গির প্রতি বিবেচনা না করিয়া কহিল, "যে আমরা এই পণ গ্রাহ্য করিলাম, এই সভায় ঐ পদ হইতেও বক্র পদ যদ্যপি তুমি দেখাইতে পার তবে তোমার জিত"। খঞ্জ হাস্য বদনে আপন ভগ্ন পদ

বাড়াইয়া কহিলেন, "তবে এই দেখ এক বাঁকা পা, এবং তাহার দর্শনী হাজার টাকা দাও"।

[বিবিধার্থ-সংগ্রহ—ইং সন ১৮৫১]

মেস্মরিজম্ অর্থাৎ ঘোরতর সুষুপ্তি প্রবর্ত্তক বিদ্যা।

শ্রীযুক্ত ডাক্তর এস্ডেল সাহেব উক্ত বিদ্যাদ্বারা যে সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার করিয়াছেন তদ্বিষয় কাহার অগোচর না হইয়াছে। রোগিকে সুষুপ্ত করিয়া শরীর হইতে হস্ত পদ বিচ্ছেদ করিলেও রোগি ব্যক্তি তাহার কিছু মাত্র চেতনা পায় না, জাগৃত হইলে পর অঙ্গ বিচ্ছেদের বোধ পায়। এই বিদ্যা প্রকাশ হওন কালে অনেকে তাহা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনামাত্র জ্ঞান করিয়া অবহেলা করিয়াছিলেন, পরিশেষে অখণ্ড প্রমাণ পাইয়া তাহাদিগকে তাহার সত্যতা স্বীকার করিতেই হইল। পরন্তু ঐ সুষুপ্তাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে অচেতন হওনভিন্ন উক্ত বিদ্যা সম্বলিত অন্য মহত্তর আশ্চর্য্য ফল প্রকাশ হইয়াছে। উক্ত সুষুপ্তাবস্থায় ইন্দ্রিয় মুদ্রিত হইলেও মন সচেতন হইয়া অনুপস্থিত নানা বিষয় দর্শন করিতে ও অব্যক্ত নানা বিষয় প্রকাশ করিতে পারে। সম্প্রতি উক্ত বিদ্যাতে সুবিদিত আমেরিকা দেশীয় ডার্লিন নামক এক জন সাহেব কলিকাতার টৌনহালে বক্তৃতা করিয়া নানা আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশেষতঃ বর্তমান মাসের প্রথম দিবস শুক্রবারে ঐ সাহেব যাহা করিয়াছিলেন তাহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞাপন করি। প্রথমে তিনি এক জন মেয়েকে স্পর্শমাত্রও না করিয়া দূরে অবস্থান হইয়া পঞ্চ পলকের মধ্যে তাঁহার সুষুপ্তাবস্থা করিলেন। পরে তিনি ২৫ বৎসর বয়স্ক এক জন সাহেবকে পঞ্চ মিনিটের মধ্যে শবপ্রায় অচেতন করিলেন। এমন অবস্থায় খণ্ড ২ করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও কোন ব্যক্তির চেতনা হয় না। পরে তিনি এক জন যুবাকে সুষুপ্ত করিয়া মস্তক বিদ্যার সার্থকতা প্রকাশ করিলেন। বিশেষতঃ সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অচেতন হইলে, ম্যালিন সাহেব তাহার মস্তকে স্পর্শ দ্বারা বিপদভঞ্জন প্রবৃত্তির চিহ্ন করিলেই সেই ব্যক্তি ঐ সুষুপ্তাবস্থায় উঠিয়া যোদ্ধার মত বাহু বিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরে স্বরপ্রবৃত্তির চিহ্ন করিলে গান করিতে লাগিল। পরে ভক্তি প্রবৃত্তির চিহ্ন করিলে সে ব্যক্তি পাণিতলাগ্র হইয়া ভজনার আকার দর্শাইতে লাগিল। পরে ম্যালিন সাহেব ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক এক কন্যাকে এক মিনিটের মধ্যে সুষুপ্তাবস্থা করিলে পর, ঐ বিষয়ের অবিশ্বাসী কতক জন তাহার সম্পূর্ণরূপে সুষুপ্ত হওনের প্রমাণ করণানন্তর ঘড়ি, টুপি, লাঠি প্রভৃতি হাতে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমার হাতে কি। তাহাতে সেই কন্যা সর্ব্বদাই যথার্থরূপে তাহা প্রকাশ করিল। এই প্রকার অন্যান্য আশ্চর্য্য বিষয়ও প্রকাশ হয়।

[সমাচারদর্পণ—ইং সন ১৮৫০]

সিন্ধুঘোটক।

সিন্ধুঘোটক অতি প্রকাণ্ড জন্তু। ইহারা স্বভাবতঃ সাগর জলে বসতি করে। বিশেষতঃ আমেরিকা খণ্ডের নিকটবর্ত্তি সমুদ্রে অনেক সিন্ধুঘোটক দৃষ্ট হয়।

যখন পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদিগের শরীর ন্যূনাধিক ষষ্টি মন ভারী হয়। তাহাদিগের চর্ম্ম প্রায় এক অঙ্গুলি অপেক্ষা স্থূল হয়, এবং তাহারদিগের মুখের দুই পার্শ্বে এক হস্ত বা তদপেক্ষা দীর্ঘ দুই শ্বেতবর্ণ দন্ত জন্মে; এই দন্তদ্বারা তাহারা ভূমি বা পর্ব্বত হইতে খাদ্য দ্রব্য উৎপাটন করে, এবং তাহা জলমগ্ন পর্ব্বতে আবদ্ধ করিয়া নিদ্রা যায়। সেই চর্ম্ম এবং দন্ত ও তাহাদিগের দেহ নিঃসৃত তৈল দ্বারা মনুষ্যের অনেক উপকার হয়।

[তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা—ইং জুন, ১৮৬৫]

বনমানুষ।

সকল জন্তু অপেক্ষা বনমানুষ অধিক অংশে মনুষ্যের তুল্য। তাহারা আফ্রিকা খণ্ডে বসতি করে। তাহাদিগের শরীর দুই তিন হস্ত দীর্ঘ হয়, এবং অত্যন্ত বলবান্ হয়। তাহারা এ প্রকার সাহসী যে অনায়াসে বলবান্ মনুষ্যকে আক্রমণ করে, এবং দূর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারাও আঘাত করিয়া থাকে। তাহাদিগের শরীর মনুষ্যের যে রূপ

আকৃতি, ব্যবহারাদিও অনেক ভাগে তাদৃশ। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া গমনাগমন করে, মনুষ্যের ন্যায় নিদ্রা যায়, এবং মনুষ্যের স্বরের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করে। সামান্যতঃ তাহারা মনুষ্যের অপেক্ষা ইতর দ্রব্য ভক্ষণ করে। তাহাদিগের এ প্রকার দুষ্ট স্বভাব, যে স্ত্রীলোকদিগের সহিত ব্যভিচার করিতে শঙ্কা করে না। এমত শ্রবণও করা গিয়াছে যে কাফ্রি লোকের স্ত্রীদিগের প্রতি তাহারা ভূয়োভূয়ঃ অত্যাচার করিয়াছে।

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ইং সন ১৮৪৫]

কুশাদ অর্থাৎ তুরুকেরদের হাতহইতে যিরুশালেমের উদ্ধার।

প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে আশ্চর্য্য এক কীর্ত্তি ১০৮০ সালে হয়। পূর্ব্বকালে লোকেরা যিরুশালেমস্থিত খ্রীষ্টের কবর মহাতীর্থ জ্ঞান করিয়া মানিত এবং অনেক ২ যাত্রিক লোক সেখানে যাইত। আমরা যে কীর্ত্তির বিবরণ করিব তাহার কতক বৎসর পূর্ব্বে যিরুশালেম নগর মুসলমানেরদের হস্তগত হয় ও তাহারা খ্রীষ্টিয়ান যাত্রিকেরদিগকে অনেক দুঃখ দেয় পিটর নামে এক বানপ্রস্থ ব্যক্তি ঐ কবর দর্শন করিতে গিয়া খ্রীষ্টিয়ানেরদের নানা দুঃখ দেখিলে তাহার মনে মহোদ্বেগ উপস্থিত হয়,

এবং সে পুনর্ব্বার ইউরোপে আসিয়া এই সম্বাদ পাপাকে জানাইল ও পাপাকে এই অনুরোধ করিল, যে তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি সর্ব্বত্র ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া সকলকে প্রবৃত্ত করাই যে তাহারা ঐ ধর্ম্মস্থান মুসলমানেরদের হস্তহইতে উদ্ধার করে। পাপা ইহাতে অতিশয় সম্মত হইল এবং ঐ কর্ম্মে যে ২ যাইবে তাহারদের সকল পাপ মোচন অঙ্গীকার করিল। এই অঙ্গীকার পাইয়া পিতর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিল ও যাত্রিকেরদের নানা দুঃখ সকল লোককে জানাইল, এবং সকল লোকের মনে তাহারদের দুঃখদায়কেরদের প্রতি ক্রোধ করাইল, এবং তাহার উপদেশেতে এই ফল হইল যে তাবৎ ইউরোপীয় লোকেরদের মন সেই অবিশ্বাসি মুসলমানেরদের হস্তহইতে সেই ধর্ম্ম কবর উদ্ধার করিবার নিমিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। এই বায়ুতে সকল দেশের লোকেরা উন্মত্ত হইয়া আপন ২ ঘর ও ভূমি বিক্রয় করিয়া আত্মীয় ২ পরিজন পরিত্যাগ করত কিনান দেশে পিতরের পশ্চাৎ যাইতে প্রস্তুত হইল; যাহারা এই কর্ম্মে গমন করেন তাহারদের পরিচ্ছদের উপরে একটা ক্রুশের চিহ্ন ছিল। তৎপ্রযুক্ত তাহারদের এই কর্ম্মের নাম ক্রুশাদ খ্যাত হইল। পিতর তিন লক্ষ লোক একত্র করিয়া তাহারদের সেনাপতি হইয়া কিনান দেশে প্রস্থান করিল, কিন্তু পথে এই বহুসংখ্যক সৈন্যের আহারের কারণ কিছু আগাকি সংগ্রহ করিল না, এই হেতুক তাহারা যে ২ গ্রাম দিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল তাহাদিগকে সেই ২ গ্রাম লুট করিবার আবশ্যকতা হইল, ইহাতে ঐ

গ্রামীণ লোকেরদের সহিত যুদ্ধ হয় তাহাতে অনেক লোক মারা পড়ে; অতএব যিরূশালম পর্য্যন্ত অত্যল্প সৈন্য পৌঁছিছিল এবং তাহারদের স্থানে যুদ্ধসজ্জা তাদৃক্ ছিল না ও তাহারা রীতি পূর্ব্বক যুদ্ধ করিল না; তৎপ্রযুক্ত তাহারদের অধিক ভাগ মুসলমানেরদের তলোয়ারে মারা পড়িল। ইহাতে ইউরোপের যে রাজারদের মনে পিত্তর এই বায়ু জন্মাইয়াছিল, তাহারা আপন ২ প্রজারদিগকে সৈন্য প্রস্তুত করিয়া পুনর্ব্বার যিরূশালমে প্রস্থান করিল, যখন তাহারা আসিয়ার মাটিতে পৌঁছিল তখন তাহারা আপনারদের সৈন্য সাত লক্ষ গণিয়া দেখিল। সেই সৈন্যের দ্বারা তাহারা মুসলমানেরদের পরাজয় করিল, এবং খ্রীষ্টিক লোকেরদের অনায়াসে দর্শনের নিমিত্ত কবর খোলাসা করিল; এবং সে দেশে আপনারদের পক্ষীয় এক রাজা স্থির করিয়া সিংহাসনে বসাইল। মুসলমানেরা তাহারদের দ্বারা যিরূশালম হইতে দূর হইলেও তচ্চতুর্দ্দিকে থাকিয়া খ্রীষ্টিয়ান লোকেরদের সহিত নিত্য যুদ্ধ করিতে লাগিল. তাহাতে অনেক খ্রীষ্টিয়ান লোক মারা পড়িতে লাগিল, এবং সেই মহা সৈন্যের অত্যল্প লোক স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। ক্রুসাদের নিমিত্ত লোকেরদের যে বায়ু সে দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত রহিল, এবং যে দেশ তাহারা অধিকার করিয়াছিল সে দেশ রক্ষার্থ ইউরোপ হইতে যিরূশালমে সাত আটবার সৈন্য গেল, ক্রমে ২ লোকেরদের সে বায়ু নিবৃত্ত হইল, এবং এক কবর মাত্র আপন আয়ত্ত

রাখিবার নিমিত্ত সঞ্চয়ের জন্যে দূর দেশে যাওয়াতে, ও তাঁহা উৎপত্তি ভোগ করাতে উন্মত্ত লোকেরদের অনুতাপ আইল পরে ক্রমে ২ সে তীর্থ দর্শন ও পূজা কইল এবং বিশ লক্ষ লোক সংহার হইলে, পর যিরূশালম পুনর্ব্বার মুসলমানেরদের হস্তগত হইল, ও অদ্য পর্য্যন্ত তাহারদের বশীভূত আছে।

[দিগ্দর্শন ইং সন ১৮১৮।]

বচনমালা।

যাহা অদ্য করিতে পার, তাহা করণার্থে কল্যের অপেক্ষা করিও না।

যাহা আপনি করিতে পার, তাহা সম্পন্ন করণার্থে অন্য লোককে ব্যামোহ দিও না।

যে কড়ি কল্য পাইবা, তাহার ব্যয় অদ্য করিও না।

যে অল্পমূল্য দ্রব্যেতে তোমার প্রয়োজন নাই, তাহা কিনিও না।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ও শীতজন্য খরচহইতে অহঙ্কারজন্য খরচ অধিক।

পরিমিতরূপে আহার করণ প্রযুক্ত কাহারো অনুতাপ হয় না।

যে ২ দুর্ঘটনা কখনো হয় নাই, সেই সকল দ্বারা আমারদের কত দুঃখ না হইয়াছে।

ক্ষুদ্র প্রদীপের নিকটে বড় থাল রাখিলে অগ্নি লাগে

কিন্তু শুষ্ক তৃণ দিলে লাগে, তাহাতে প্রথম ছোট পরে ক্রমেই বড় কাঠ দিলে শেষে বড় গাছও দগ্ধ হইবে; ইহা বুঝিয়া শয়তান বিশ্বাসি লোককে হঠাৎ কোন গুরুতর পাপেতে লওয়ায় না।

কৃষকেরা যে সময়ে আপন২ ক্ষেতিয়াতে পান দেয়, সে সময়ে নিষ্কর্ম্মে থাকে না; তদ্রূপ ঈশ্বরের দাস যে সময়ে প্রার্থনা করে, সেই সময়ে নিষ্কর্ম্ম থাকে এমন নহে।

এই সংসারের মধ্যে বিশ্বাসি লোক বৃষ্টির সময়ে ব্যাপারি লোকের তুল্য হয়, যত কাল পর্য্যন্ত রৌদ্র থাকে ও ... ভাল হয়, তত কাল পর্য্যন্ত সে বহিতে থাকে, কিন্তু কর্ম্ম সমাপ্ত হইবামাত্র সে কোন গৃহে আশ্রয় লয়। সেই রূপ আবশ্যক না হইলে বিশ্বাসি লোক সাংসারিক লোকদের সভাতে থাকে না।

[উপদেশক। ইং সন ১৮৪৭।

শ্রবণেন্দ্রিয়।

আমরা এমত অনেক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি যে তৎসম্মুখে যাহা কথিত হয় তাহা অনায়াসে তাহার বোধগম্য হইয়া থাকে, কিন্তু পশ্চাদ্ভাগ হইতে সহস্রবার উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিলে তাহা কদাচ কর্ণগোচর হয় না। এতদ্বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য মত রটনা, প্রাচীন কালাবধি উক্ত আছে যথা বহুকাল হইল লণ্ডন নগরে এক জন

বয়স্য এবং তাহার ভগিনী বধির হইয়াছিল। তাহারা উভয়েই সম্পূর্ণ বধির প্রযুক্ত কিছুমাত্র শ্রবণ করিতে পারিত না কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুশীলনে এবং অভ্যাস বশতঃ দুই জনে স্বচ্ছন্দানন্তর অপর ব্যক্তির বাক্য কেবল ওষ্ঠাধরের প্রতিঘাত দৃষ্টানুভবে সকল কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিত। এই দুই ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় বাক্যস্ফুট হওনানন্তর বধির হইয়াছিল তজ্জন্য কথা কহিতে পারিত। অপরিচিত ব্যক্তির কথা কিঞ্চিৎ শ্রুতিকটু হইলেই তাহাদের স্পষ্ট বোধগম্য হইত। এতদ্বিষয়ে অপর একটী এইরূপ আশ্চর্য্য উদাহরণও উক্ত আছে, জিনিবা নগরে কোন সম্ভ্রান্ত ভাগ্যবানের একটী নবোঢ়া ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা ছিল সেই কন্যার বাল্যাবস্থায় যে একটী দাসী ছিল তাহার মৃদু বাক্য প্রায় কর্ণগোচর হইত না, কিন্তু সেই কন্যা এক বৎসর বয়স্কা হইলে বাক্যস্ফুট হওনের প্রাক্কালে যেরূপ অব্যক্ত ধ্বনিমাত্রাত্মক প্রথমা নাম্নী ভাষা উচ্চার্য্য হইয়া থাকে তদ্রূপ কোমল ঈষৎ স্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিত, কিন্তু দুই বৎসর বয়স্কা হইলে তাহার কর্ণেন্দ্রিয়ের হীনতা অনুমান হইল। তৎকালাবধি সেই কন্যা এমত বধিরা হইয়াছিল যে অনেক চীৎকার ধ্বনি করিলেও তাহা তাহার শ্রবণ বিবরে অনুপ্রবেশ করিতে পারিত না, তথাচ সেই কন্যা কেবল অপরাপরের কথোপকথন সময়ে ওষ্ঠাধরের প্রতিঘাতে দৃষ্টে এত কথা বুঝিতে পারিত যে সেই সমস্ত বাক্য হইতে আপনি একটী ভাষাত্মক বাক্য স্থির করিয়াছিল ও উচ্চারিত করিত

সহিত সমস্ত দিন বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হইত। সেই কন্যা ওষ্ঠের প্রতিঘাত দৃষ্টি করিতে না পাইলে কোন কথাই বুঝিতে পারিত না, সুতরাং যামিনীযোগে তাহাকে কোন কথা বলিতে হইলে দীপ উদ্দীপন করিতে হইত। এতদ্বিষয়ের আরো আশ্চর্য্য এই যে সেই বধিরা কন্যার অপর একটী সহোদরা ছিল, তাহার সহিত সে সর্ব্বদা স্বীয় রচিত ভাষায় বাক্যালাপ করত এমত অভ্যাস করিয়াছিল যে রজনীযোগে আপন ভগিনীর আস্যে হস্ত প্রদান করত অনায়াসে তাহার বাক্য বুঝিয়া উভয়ের কথোপকথন করিতে পারিত।

প্রোক্ত উদাহরণের প্রতি এই মাত্র কারণাদ্ভূত হয় যে মনুষ্য সকলের স্বভাবতঃ কিম্বা পীড়াবশতঃ কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অভাব হইলে তৎপ্রত্যবায় পরিহারার্থে অপরাপর ইন্দ্রিয়কার্য্যের অধিকতর অনুশীলনদ্বারা এইরূপ স্বভাব উৎপন্ন হয় যে তাহাতে তদিন্দ্রিয়ের অভাবতা প্রকারান্তরে পরিপূরিত হইতে পারে। প্রসূতির যেরূপ একটী সন্তানের বিয়োগে অপরাপর পুত্রের প্রতি যত্ন এবং স্নেহের আধিক্য হইয়া থাকে তদ্রূপ একটী ইন্দ্রিয়ের অভাব হইলে অপর ইন্দ্রিয়ের প্রতি যত্নের আধিক্যে হইবায় তদিন্দ্রিয়ের শক্তিরও আধিক্য হইয়া থাকে। এতাবতা শ্রবণেন্দ্রিয় রহিত হইলে দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা তদ্বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কথাগ্রহণার্থে বাধ্য হইতে হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় রাহিত্য প্রকারান্তরে দূর হইতে পারে। কেননা বধির ব্যক্তির দর্শনেন্দ্রিয়ের

তাহারা পেন্সেলিয়োর অভ্যন্তর পূর্ণ করণার্থে অভিলাষ এবং [illegible] অতিরিক্ত বিবর কিম্বা কার্য্যের প্রতি [illegible] করিলে এমত প্রতীয়মান হয় যে সকল ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জন্তুদিগের ও তদ্রূপ অনুভব হয় না। এই কারণে অন্ধ ব্যক্তি পথি মধ্যে পদচারিদিগের গমনাগমন সর্ব্বাগ্রে জানিতে পারিয়া অপেক্ষাকৃত যথার্থ সতর্ক হইয়া থাকে।

[জ্ঞানারুণোদয়—[illegible] সন ১৮৫২]

বিদেশীয় অক্ষরে অন্য ভাষা লিখন।

বর্দ্ধ নগরে ধর্ম্ম নামক এক জন চর্ম্মকার কোন অনির্ব্বচনীয় বস্তু বিশেষের বিক্রয়ে বিস্তর [illegible] কোন দশ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থূলাগ্র চর্ম্মপাদুকা প্রস্তুত করত গ্রামের মধ্য ভাগে আগমন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে সাধারণকে কহিতে লাগিল যে ভাই সকল আমি এক উত্তম নূতন জুতা নির্ম্মাণ করিয়াছি, তোমরা সকলে এই জুতা জোড়াটি পায়ে দেহ, তাহাতে [illegible] ঐ চর্ম্মকারের উপদেশানুসারে অনেক ব্যক্তি [illegible] মনোযোগ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন যে অহে বাপু তোমার জুতা জোড়াটি সর্ব্বতোভাবে উত্তম, কিন্তু [illegible]

কাহার পায়ে উৎকৃষ্টরূপে সমান হইতে পারে না। তাহাতে সেই চামার আপনার স্বজাতীয় বিজাতীয় বিচিত্র স্বভাব বশতঃ অম্লান বদনে পুনরুক্তি করিল, কি আমি এতদ্রূপ ঘোরতর পরিশ্রমে জুতা গড়িলাম তোমাদের পায় হবে না অবশ্যই হইবে, যদি তোমাদিগের পদ নিতান্তই বড় হইয়া থাকে তবে কাটিয়া কিয়দংশ ছেদন করহ এবং যদ্যপি ছোট হয় তবে চর্ম্মকে পিটিয়া কিঞ্চিৎ বড় করিলে তাহা হইলে সহজেই সমান হইবেক আমার জুতা কদাচ মন্দ নহে ইত্যাদি। এই ক্ষণে বিচক্ষণ মহাশয়েরা উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত দৃষ্টে বিবেচনা করিবেন যে উক্ত বিচিত্র কীর্ত্তি গল্প প্রকাশাভিলাষি সাহেব বাহাদুরেরা রুম্যান অক্ষরকে জুতা স্বরূপ করিয়া তন্মধ্যে সকল দেশের ভাষারূপ পদ সংলগ্ন করণের মানস করিয়াছেন কিন্তু ইহা কি প্রকারে সম্ভাব্য হইতে পারে যেহেতু ভাষাদের বর্ণ সংখ্যা সমান নহে অতএব সেং ট্রিবিলিয়ন সাহেব এ আশা হইতে ক্ষান্ত হউন; ইহাতে সাধারণের উপকার মাত্র নাই বস্তুতঃ অপকার বিস্তর।

(সম্বাদ প্রভাকর—ইং সন ১৮৩৭।)

নবনীত বৃক্ষ।

এই অদ্ভুত বৃক্ষ আফ্রিকা, [illegible] প্রভৃতি স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। [illegible]

[illegible]গণ ইহাকে "বটরটী" কহিয়া থাকেন। অন্য লোকেরা অন্য নামে ঐ বৃক্ষজাত ফল সকল [illegible] ইহার কোমল শস্য সকল সূর্য্যের আতপে শুষ্ক করিয়া দুগ্ধের সহিত অগ্নিতাপে সিদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাতে সেই ফলের উপরে যে এক প্রকার স্নেহ পদার্থ ভাসিয়া উঠে, তাহা প্রকৃত গোদুগ্ধ মথিত নবনীত সদৃশ শুভ্র, কোমল ও সুস্বাদু। অধিকন্তু তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে সম্বৎসর কাল সমভাবে রক্ষিত থাকে।

আহা! ভূতভাবন ঈশ্বরের কি চমৎকার সৃষ্টিকৌশল! ইহাতে তাঁহার অনুপম ও অসীম মহিমার কি পরিচয় প্রদান করিতেছে!

[সুলভ-পত্রিকা—বাং সন ১২৮০]

ইংলণ্ড দেশে প্রায় ত্রিশ বৎসরাবধি ঢাকা প্রভৃতি [illegible] সূক্ষ্ম নির্ম্মাণ বস্ত্র প্রচলিত হইয়াছে এবং বাঙ্গলার [illegible] সূক্ষ্ম প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি ঐ বস্ত্রবয়ন [illegible] সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছে যে [illegible] ৫০০০০০ পাঁচ লক্ষ বাঙ্গালী ইহার দ্বারা অর্থাৎ [illegible] কোটী বিলাতী কোন [illegible] ব্যক্ত হইয়াছে।

[[illegible]—[illegible] সন ১২৮[illegible]]

কবিতামৃত সিন্ধু।

উন্মত্ত, সর্প, মদ্যপ, রাজবংশ, ইহারদিগকে অল্পায়ুঃ ব্যক্তিই বিশ্বাস করে, অর্থাৎ ইহারদিগকে বিশ্বাস করিলে শীঘ্র আপদ ঘটে।

ইন্দুর হইতে কি খলেরা শিখিয়াছে, কি খল হইতে ইন্দুরেরা শিখিয়াছে, যেহেতু ইন্দুরেব ও খলের পরের গৃহোৎখাত ব্যতিরিক্ত অন্য কর্ম্ম নাই, অর্থাৎ যেমত ইন্দুর অকারণে পর গৃহোৎখাত করিয়া দ্রব্যাদি নষ্ট করে, খলও তেমন অন্যের গৃহোৎখাত করিয়া তাহাকে অকারণে নষ্ট করে।

নৌকা ও খলের জিহ্বা এ দুই সমান, কেননা নৌকা প্রতিকূলবর্ত্তিনী, অর্থাৎ কূলে গমনশীলা, খলজিহ্বাও প্রতিকূলবর্ত্তিনী অর্থাৎ অহিতকারিণী। নৌকা লোকের-দের প্রতারণের অর্থাৎ পারের নিমিত্ত নির্ম্মিতা, খল জিহ্বা ও লোকেরদের প্রতারণের, অর্থাৎ বঞ্চনার নিমিত্ত নির্ম্মিতা।

খল ব্যক্তি শত২ গুণশালি লোকেরও গুণ না দেখিয়া দোষ মাত্র দেখে, যেমন শূকর পদ্মযুক্ত পুষ্করিণীতেও কর্দম মাত্র অন্বেষণ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে দুষ্ট লোক মনুষ্যের গুণ ত্যাগ করিয়া কেবল দোষান্বেষণ করে।

দুরাত্মা ব্যক্তি যে পরের গুণ মৌন হইয়া শুনে সে কেবল তাহাকে দুষিবার কারণ, অনুরাগবশতঃ নহে। যেমন ব্যাধগণ কোকিলের মনোহর শব্দ যে শুনে সে

প্রীতিতে নহে কেবল সপ্তনলী অর্থাৎ সাতনলী দ্বারা তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত।

মলিন স্বভাব অথচ ক্রূর এমন ব্যক্তির যে জন্ম সে কেবল জনকের ও আপনার নাশের নিমিত্ত হয়। যেমন অগ্নি হইতে ধূম জন্মিয়া সেই ধূম মেঘ হইয়া বৃষ্টি দ্বারা অগ্নিকে নষ্ট করে পশ্চাৎ আপনিও নষ্ট হয়।

মহদ্ব্যক্তির বাক্য হস্তিদন্তের ন্যায়, অর্থাৎ দন্ত একবার নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার গুপ্ত হয় না। আর নীচ লোকের বাক্য কচ্ছপের মস্তক তুল্য, অর্থাৎ তাহার স্থৈর্য্য নাই।

সাধুরা পরের দোষ ত্যাগ করিয়া কেবল গুণ গ্রহণ করেন, যাদৃশ সূর্প তণ্ডুলাদির অসার কণিকাদি ত্যাগ করিয়া সারভাগ গ্রহণ করে, আর দুরাত্মা ব্যক্তি পরের গুণ ত্যাগ করিয়া দোষমাত্র গ্রহণ করে, যেমন চালনী তণ্ডুলাদি সারভাগ ত্যাগ করিয়া অসার ভাগ গ্রহণ করে।

যে কথা অন্যের মুখে পরীবাদ হয় সেই বাক্য আত্মীয় মুখে হইলে পরিহাস জ্ঞান করা যায়, যাদৃশ সামান্য কাষ্ঠ হইতে যে ধূম নির্গত হয় তাহাকে লোকে ধূম বলে ও সে দুঃখদ হয়, কিন্তু সেই ধূম যদি ধূপ হইতে হয় তাহাতে লোকের আমোদ জন্মে।

কৃপণের সদৃশ দাতা হয় নাই ও হবে না, যেহেতুক আপন ধন স্পর্শ না করিয়া অর্থাৎ সম্ভোগ না করিয়া পরকে দেয়, অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে নিজ ধন ভোগ করিতে পারে না।

হে মেঘ, তুমি স্নিগ্ধ ধ্বনি করিতেছ, কিন্তু জলধারা ত্যাগ

কর না, পক্ষির চঞ্চুপুট স্বরূপ যে দ্রোণী তাহা জলদ্বারা পূর্ণ করিলে তোমার শ্রম কি, ইহার তাৎপর্য্য এই, যে ক্ষুদ্র লোকের আশা শীঘ্র পূর্ণ করা উচিত।

মৃদুস্বভাব লোকেরও দৃঢ় সহায়াধীন মঙ্গল হয়। যেমন জিহ্বা অতি কোমল হইয়াও দন্তের সহায়তাতে নানা রসাস্বাদনে সুখ পায়।

অতিক্ষুদ্র বস্তুও অনেক একত্র হইয়া কার্য্য সিদ্ধি করে, যেমন অনেক তৃণ একত্র হইয়া গুণ অর্থাৎ রসী হইলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তিকে বাঁধা যায়, ইহার অভিপ্রায় এই যে ঐক্য থাকিলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও অনিষ্ট কেহ করিতে পারে না।

অন্য হইতে কিঞ্চিদ্বিষয়াপন্ন ক্ষুদ্র লোক প্রায়ই অতিশয় দুঃসহ হয়, সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত বালুকা সকল লোককে যেমন দুঃখ দেয়, সূর্য্য স্বয়ং তাদৃশ দুঃখ দেন না। অর্থাৎ ক্ষুদ্রলোক পদ প্রাপ্ত হইলে সকল লোককেই পীড়া দেয়।

তৃণ হইতে লঘু তুলা, তাহা হইতেও যাচক লঘু, তবে যাচক কেন উড়িয়া যায় না, তাহার কারণ এই, যে ধন যাচ্ঞার ভয়ে যাচককে বায়ুতে উড়াইয়া লয় না।

কোন কবি কহিয়াছেন যে কোকিল অত্যুপাদেয় আম্র ফল খাইয়াও অহঙ্কার করে না, কিন্তু ভেক সকর্দ্দম জল পান করিয়া গর্ব্বেতে মকমক্ করে।

কোন কবি কহিয়াছেন কোকিল সকলে যে বর্ষাকালে মেঘের আগমনেতে মৌন হইয়াছে ইহা উত্তম করিয়াছে যেহেতুক যে স্থানে ভেক বক্তা সে স্থানে মৌনই ভাল।

কোন কবি অজ্ঞ লোকের সন্নিধানে গুণের অনাদর

প্রযুক্ত খেদ করিয়া কহিতেছেন, যে দেশেতে চন্দন, আম্র, ও চম্পক বৃক্ষ ছেদন করে অথচ সাকোট অর্থাৎ সেওড়া গাছ রক্ষা করে এবং হংস, ময়ূর, কোকিলগণকে হিংসা এবং কাকের প্রতি সমাদর করে; এবং হস্তী, ঘোটক ইত্যাদির তুলনা গর্দ্দভের সঙ্গে এবং কর্পূরেতে কার্পাসেতে সমতাজ্ঞান করে, হে গুণিগণ এরূপ বিচার যে স্থানে হয় সে দেশকে নমস্কার।

যেরূপ মৃত ব্যক্তির মরণ নাই, সেইরূপ কৃতকর্ম্মের করণ নাই এবং যে বিষয় গত হইয়াছে তাহারও শোচনা নাই ইহাই বেদবিৎ পণ্ডিতদিগের মত।

উদ্যোগ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যসম্পন্ন হয় না, যেমন সিংহ শয়ন করিয়া থাকিলে তাহার মুখে আহারার্থে মৃগ আপনি প্রবিষ্ট হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে বিনা চেষ্টাতে কোন কার্য্য হয় না।

পশ্চাৎ দোষ সম্ভাবনা ভাবিয়া কার্য্য না করা কাপুরুষের লক্ষণ। দেখ কোন ব্যক্তি কি অজীর্ণ হইবার ভয়ে ভোজন ত্যাগ করে?

দুর্জ্জনের সহিত শত্রুতা কি মিত্রতা কিছুই করিবে না, যেমন অঙ্গার উষ্ণ হইলে হস্তকে দগ্ধ করে, এবং শীতল হইলেও মলিন করে, একারণ অঙ্গার স্পর্শ যেমন সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য তাদৃক্ দুর্জ্জনের সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য।

দুর্ব্বলের কিম্বা সবলের সহিত অকৃত্রিম মিত্রতা করিবে। দেখ কূর্ম্মপতি, অর্থাৎ বৃহৎ কচ্ছপ, বদ্ধ হইলে তাহার মিত্র মূষিক বন্ধন ছেদন করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছিল।

ইহার অভিপ্রায় এই, যে কি ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য।

সাধু লোকের স্নেহ ভগ্ন হইলেও গুণের বিকার অর্থাৎ গুণ নষ্ট হয় না, যেমন মৃণাল ছিন্ন হইলেও সূত্রবরা বদ্ধ থাকে।

সাধু লোকের ক্রোধ হইলেও গুণের ব্যতিক্রম হয় না, যেমন তৃণের অগ্নিতে সাগরস্থ জল উত্তপ্ত হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে ক্ষুদ্র লোকের ক্রোধের ন্যায় সাধুর ক্রোধ নহে।

কোন ব্যক্তি কবি কহিতেছেন যে চিতা ও চিন্তা এতদু-ভয়ের মধ্যে চিন্তা প্রধানা। যেহেতুক চিতা নিৰ্জ্জীবকে দগ্ধ করে কিন্তু চিন্তা সজীবকেই দগ্ধ করে।

যদি পাদেতে মণি লুণ্ঠিত হয় ও মস্তকেতে কাঁচ ধৃত হয় তথাপি মণির বিপরীত গুণ হয় না ও কাঁচেরো গুণের অন্যথা হয় না, যে কাঁচ সে কাঁচই থাকে ও যে মণি সে মণিই থাকে।

কোন ব্যক্তি কবি কহিতেছেন যে কাকের ওষ্ঠ যদি স্বর্ণযুক্ত হয় এবং পাদদ্বয় যদি মাণিক যুক্ত হয় অথচ প্রত্যেক পক্ষে অর্থাৎ পাখাতে যদি গজমুক্তা থাকে তথাপি কাক কখনো রাজহংস হয় না।

চণ্ডালের গৃহেও চন্দ্র আপন জ্যোৎস্না সঙ্কোচ করে না, অর্থাৎ জ্যোৎস্না সকলেরই সুখদায়ক। ইহার তাৎপর্য্য এই, যে সকলের উপরই সাধু লোকের দয়া কর্ত্তব্য।

সংসার মৃগতৃষ্ণার ন্যায় ক্ষণ বিধ্বংসী জানিয়া ধর্ম্মের

কারণ ও সুখের নিমিত্তে সাধু লোকদিগের সহিত সঙ্গ করিবেক।

যেমন মৎস্য মাংসের লোভী হইয়া প্রাণনাশক যে লৌহ নির্ম্মিত বড়িশ তাহা দেখিতে পায় না তেমন মনুষ্য সকল বিষয় সুখে মুগ্ধ হইয়া যমদণ্ডের ভয় দেখিতে পায় না।

বিজ্ঞান শাস্ত্র।

শিষ্য। প্রবেশাবরোধকত্ব গুণের অর্থ কি?

গুরু। প্রবেশাবরোকত্ব শব্দের যথার্থ অর্থ এই যে একটা বস্তু অন্য বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলে তাহাকে ঐ বস্তুতে প্রবেশ করিতে বাধা জন্মায়, কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে এক বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তু প্রবেশ করিতে পারে, যেমন একটা প্রেক কাষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হয় তন্নিমিত্তে বরং আমাদের ইহা বলা উচিত যে প্রবেশাবরোধকত্বের বিপরীত যে ভেদ্যত্ব তাহাও দ্রব্যের এক গুণ হইতে পারে, এরূপ দেখা গিয়াছে যে দ্রব্যমাত্রই অধিক হউক বা অল্পই হউক সচ্ছিদ্র অর্থাৎ সকলবস্তুর পরমাণুর মধ্যে ২ এক ২ ছিদ্র আছে, এবং ঐ সকল ছিদ্র কোন অদৃশ্য পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে এই নিমিত্তে লৌহকেও কাষ্ঠ-মধ্যে প্রবিষ্ট করান যায়, অত্যন্ত কঠিন যে সকল বস্তু যেমন স্বর্ণ ও লৌহ ইত্যাদি তাহাদিগকে চাপিলেও চাপা যাইতে পারে।

শিষ্য। কাষ্ঠমধ্যে যে প্রেক প্রবিষ্ট হয় সে কি ঐ কাষ্ঠ যে পরমাণুদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে সেই পরমাণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে?

গুরু। না, সেই লৌহ, পরমাণু সকলের মধ্যে২ যে পথ আছে সেই পথদ্বারা গমন করে, কারণ যদি এক কর্দ্দমময় গোলার মধ্যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করান যায়, তবে সে কেবল ঐ কর্দ্দমের কতকগুলিন পরমাণুকে স্থানান্তর করা হয়, অতএব ইহার তাৎপর্য্য এই, যে ঐ সকল পরমাণু অন্য২ স্থানে প্রবিষ্ট হয় সুতরাং অঙ্গুলিতে তাহার এক পরমাণুও প্রবেশ করে না।

শিষ্য। যখন আমি কোন কাষ্ঠমধ্যে প্রেক প্রবিষ্ট করাই তখন ঐ কাষ্ঠ বাহিরের দিকে স্ফীত হইয়া উঠিতে দেখি না, অতএব কাষ্ঠের যে স্থানে প্রেক প্রবিষ্ট করান যায় সে স্থানের পরমাণু সকল কি হয়?

গুরু। তাহার এক পরমাণুও নষ্ট হয় না, ঐ সকল পরমাণু স্তূপ মধ্যে কোন স্থান আশ্রয় করে, কিন্তু চাপন পাইয়া পূর্ব্ব অপেক্ষা পরস্পরের দৃঢ় সংযোগ হয়।

শিষ্য। তবে প্রত্যেক পরমাণুতে অবশ্যই কোন২ স্থান গ্রহণ করে?

গুরু। হাঁ, দ্রব্যের কোন স্থান অবশ্যই আশ্রয় করে। দ্রব্যের ঐ গুণকে প্রবেশাবরোধকত্ব কহে, অর্থাৎ এক কালীন দুই বস্তু এক স্থানে থাকিতে পারে না, যদ্যপি কোন বস্তু আধার স্থান হইতে স্থানান্তর করা যায়, তবে সে স্থানে অন্য বস্তু প্রবেশ করিতে পারে, যদ্যপি এক

বস্তুকে ভেদ করিয়া অন্য বস্তু যায়. যেমন জলকে ভেদ করিয়া প্রস্তর যাইয়া থাকে, তথাপি সে স্থানে ঐ প্রস্তর জলকে স্থানান্তর না করিয়া তাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে না, এই কারণে কোন গলা উচ্চ পাত্রের তলস্থ জল উচ্চে উঠিয়াছিল, যাহা কাকের উপাখ্যানে ব্যক্ত আছে ঐ পাত্রে প্রস্তর খণ্ড নিঃক্ষেপ করিয়া কাক তাহার জল এতো উচ্চে আনিয়াছিল যে সেই জল অনায়াসে ঐ কাক পান করিলেক।

শিষ্য। তবে কঠিন বা তরল কিম্বা বায়ুবৎ ইত্যাদি সকল বস্তুরি কি এই প্রবেশাবরোধকত্ব গুণ আছে?

গুরু। হাঁ আছে, ইহা তুমি অনায়াসেই সপ্রমাণ করিতে পার, প্রথম, যদি একটা পিচ্‌কিরিতে জল পূর্ণ কর এবং তাহার ক্ষুদ্র ছিদ্রে অঙ্গুলি দিয়া চাপিয়া মুখ বন্ধ কর, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যস্থ জল উর্দ্ধ বা অধস্থ ছিদ্রদ্বারা নির্গত না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ দাণ্ডিকে চাপিলে কখনও ঐ দাণ্ডি তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। দ্বিতীয়, কোন জল পূর্ণ পাত্রের মধ্যে যদাপি কেবল বায়ু পূর্ণ একটা শিশি উবুড় করিয়া ধর এবং যদি তাহার অনেক দূর পর্য্যন্তও ডুবাইয়া দাও, তথাপি সে শিশির মধ্যে অতি অল্প জল উঠিবে কিঞ্চিৎ জল শিশির মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার কারণ এই যে, ঐ শিশির মধ্যস্থ বায়ু চাপ পাইয়া অল্প স্থানে থাকে।

একটা কলসী লইয়া যদি জলমধ্যে উবুড় করিয়া ডুবাইয়া দাও তবে ঐ কলসীর মধ্যে বায়ু পূর্ণ থাকাতে

তাহাতে জল প্রবিষ্ট না হইয়া বরং কলসী জল হইতে অনেক ঊর্দ্ধে উচ্চ হইয়া উঠে।

শিষ্য। ইহার পর বস্তুর আর কোন গুণ জ্ঞাপন করিতে মানস করিয়াছেন?

গুরু। হঁ, করিয়াছি, বস্তু মাত্রেরই আকার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বিস্তরাদি আছে যে বস্তু চক্ষুর্গোচর নহে এরূপ ক্ষুদ্র বস্তুরো আকার আছে, অর্থাৎ তাহার উপর্য্যধোভাগ এবং উচ্চতা, দীর্ঘতা ও বিস্তার আছে, যদ্যপি অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র থাকে তবে অতি ক্ষুদ্র বালুকাকেও নানা খণ্ড বিভক্ত করা যায়। এবং ঐ বিভক্ত খণ্ডের প্রত্যেক খণ্ডকে পুনর্ব্বার তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম খণ্ড ২ করিয়া বিভক্ত করা যায় ও সে সকল খণ্ড পুনর্ব্বারও খণ্ড ২ হইতে পারে।

শিষ্য। যদ্যপি ঐ সকল পরমাণু আমাদের দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে আমরা কি রূপে জানিতে পারি যে ঐ সকল পরমাণু আছে।

গুরু। মাইক্রাসকোপ নামক এক যন্ত্র আছে যাহার দ্বারা ক্ষুদ্র বস্তু দেখিতে পাই, অর্থাৎ স্থূল প্রদর্শক আদর্শ যাহাতে অতি সূক্ষ্ম যে বালুকা যাহা চক্ষুর্গোচর হয় না, তাহাকেও একটা মটরের ন্যায় দেখায়। এই যন্ত্রদ্বারা এমন ২ স্থানে জীব দেখা গিয়াছে যে ২ স্থানে কোন সজীব জন্তু থাকিতে পারে, ইহা কোন রূপে বোধগম্য হয় না।

যে জল আমরা পান করিয়া থাকি, তাহাতে অসংখ্য জীব দৃষ্ট হয়, এবং তাহাদের সকলেরি জীবন রক্ষার উপযোগি সমুদয় শারীরিক যন্ত্র আছে, তাহাদের মৎস্যের

ন্যায় চতুর্দ্দিগে গতি আছে, তাহাদের চক্ষুঃ, পাদ, পক্ষ, মুখ, আমাশয়, হৃৎপিণ্ড, রক্ত ও তাহার আধার স্থান এ সকলি আছে।

পক্ষ এরূপ স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম যে, তাহার ৫০ হাজার উপর্য্যুপরি একত্র করিলেও এক রুলের চতুর্থ অংশের একাংশ পরিমাণে উচ্চ হয় না।

যদি কোন ব্যক্তি গোলাবি আতর গাত্রে লেপন করেন, তবে অন্য কোন ব্যক্তি সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই তাহার সদ্গন্ধ প্রাপ্ত হয়েন, অতএব ঐ আতরের পরমাণু দ্বারা সমুদয় গৃহ পরিপূর্ণ হয়, নতুবা কখনও অন্যে তাহার সদ্গন্ধ প্রাপ্ত হইতে পারেন না, যেহেতু যে পর্য্যন্ত ঐ সকল পরমাণু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গোচর না হয় সে পর্য্যন্ত কখনও গন্ধের ঘ্রাণ হয় না, যেমন কোন বস্তু কিঞ্চিৎ অংশেতে জিহ্বাস্পর্শ না হইলে তাহার রসাস্বাদন হয় না।

কএক বিন্দু কালীতে সহস্র২ জলবিন্দুকে বিবর্ণ করিতে পারে, অর্থাৎ ঐ কালীর বিন্দু সকল এরূপ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় যে তাহাতে ঐ জলের সমুদয় স্থান ব্যাপ্ত হয়, এবং কএক বিন্দু চিনি দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিক জল মিষ্ট হয়।

*

শিষ্য। যদ্যপি বস্তুর পরমাণু সকল এরূপ ক্ষুদ্র হয়, তথাপি আমি এরূপ অনুমান করিতে পারি যে ঐ সকল পরমাণুর অবশ্যই কোন আকার আছে।

গুরু। অবশ্য, যে বস্তুর আয়তন আছে তাহার অবশ্যই

উপর অধঃ ও পার্শ্ব থাকে এবং ইহাতেই আকার হইতে পারে।

শিষ্য। কিন্তু উপরিভাগ অধোভাগ ও পার্শ্ব ইহারা দ্রব্য পদার্থ নহে তবে দ্রব্য পদার্থের সহিত আকারের যে প্রভেদ আছে সে কি রূপ?

গুরু। যদ্যপি কোন কঠিন দ্রব্যের উপর হস্তার্পণ করা যায়, তবে ঐ কঠিন দ্রব্যের প্রতিবন্ধকভাব জ্ঞান হয়, এবং আমাদের আরো বোধ হয় যে এই প্রতিবন্ধকতা কোন দ্রব্যদ্বারা হইতেছে। আর ঐ দ্রব্যের কোন বিশেষ সীমাও বোধ হয় এবং তাহার অন্য ২ পার্শ্বস্থানের বোধ হইয়া থাকে এই সকল দ্বারা বস্তুর আকার জানা যায়।

শিষ্য। দ্রব্য পদার্থের আকার কি নানা প্রকার?

গুরু। হাঁ, আকার নানা প্রকার বটে, কিন্তু নিয়মিত ও অনিয়মিত দ্বারা তাহার প্রভেদ করা যায়।

শিষ্য। নিয়মিত হইতে অনিয়মিতের প্রভেদ আপনি কি রূপে করেন?।

গুরু। যাহাদের সীমা সমান রেখায় বদ্ধ আছে তাহাদেরি নিয়মিত আকার কহে, যেমন চতুরস্র অর্থাৎ চতুষ্কোণ ও গোল ও বাদামে ইত্যাদি বৃক্ষের পত্রেরো নিয়মিত আকার কহা যায় এবং জলবিন্দু ও স্ফটিক ইত্যাদির কিন্তু যে সকল আকার বক্র রেখায় বদ্ধ আছে ও তাহাদের দুইদিগের রেখা অর্থাৎ দুই পার্শ্ব একাকার নহে তাহাদের বিপরীতাকার কহে, যেমন ভগ্ন কাচ ও কাষ্ঠ এবং মেঘের আকার ইত্যাদি।

শিষ্য। দ্রব্য পদার্থের পরমাণুর কখন ধ্বংস হয় কি না?

গুরু। মনুষ্যের এমন শক্তি নাই যে, তাহাতে কোন পদার্থের ধ্বংস হয়। মনুষ্য কেবল বস্তু সকল স্বতন্ত্র করিয়া বিভিন্ন করিতে অথবা অন্য দ্রব্যের সহিত সংযোগ করিতে কিম্বা নূতন ২ আকার সৃষ্টি করিতে পারেন কিন্তু তাহাতে বাস্তবিক এক পরমাণুরো ধ্বংস হয় না।

শিষ্য। কিন্তু যখন কোন বস্তু দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হয় তখন বোধ হয় ইহার অবশ্যই কতক অংশ ধ্বংস হইয়া থাকিবে, দেখুন কোন স্থানে অগ্নি হইলে সে স্থানের কত অংশ অবশিষ্ট থাকে।

গুরু। কাষ্ঠের যে সকল অংশকে বোধ হয় যে নষ্ট হইয়াছে সে সকল অংশ ধূম ও বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায় অবশিষ্ট অংশ ভস্ম হইয়া থাকে, কোন বস্তুর দাহ কালীন অনেক ভাবান্তর হয় অর্থাৎ কোন বস্তু খণ্ড ২ হইয়া যায় ও তাহার আকার ও বর্ণের ব্যত্যয় হয় কিন্তু ঐ বস্তুর যে সকল অংশ দাহদ্বারা ভিন্ন ২ হয় সে সকল অংশ বর্ত্তমান থাকে এবং তাহাতে দ্রব্য পদার্থের বিশেষ গুণ সকলও থাকে ইহা হইতে আমরা দ্রব্যের অন্য এক ধ্বংশ রহিতত্ব গুণও প্রাপ্ত হইতেছি।

শিষ্য। যে রূপ আপনি বস্তুর অবয়ব ও তাহার সূক্ষ্মতার বর্ণনা করিলেন সে রূপ তাহাদের বিভাগ অর্থাৎ সূক্ষ্মতার সীমা কি পর্য্যন্ত হইলে হইতে পারে তাহা কি আপনার মনে কিছু উদয় হয় না?

গুরু। যদ্যপি বস্তু সকলকে এরূপ সূক্ষ্ম পরমাণুদ্বারা

বিভাগ করা যায় যে তাহা চক্ষুঃ বা স্থূলপ্রদর্শক আদর্শ অর্থাৎ ক্রাবিন দ্বারাও দৃষ্ট হইতে পারে না তথাপি তাহাতে এরূপ বোধ হয় না যে ঐ সকল পরমাণু ধ্বংস হইয়াছে।

এমন কোন দ্রব্য বুদ্ধিতে আইসে না যে যাহাতে কোন পদার্থ নাই। কিন্তু আমরা ইহা কহিলেও কহিতে পারি যে এক্ষণে যেরূপ স্থূলপ্রদর্শক আদর্শ আছে তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ স্থূল দেখাইতে পারে, এরূপ কোন উত্তম স্থূল প্রদর্শক আদর্শ নির্ম্মাণ করিলেও করা যাইতে পারে, মনুষ্যের চক্ষুঃ সহজেই অতিক্ষীণ আমাদের চক্ষুঃ অপেক্ষা অনেক পশুর চক্ষুঃ উত্তম জ্যোতির্বিশিষ্ট আছে যদ্যপি এক্ষণকার দূরপ্রদর্শক ও স্থূলপ্রদর্শক আদর্শ আমাদের চক্ষুঃ অপেক্ষা অনেক উত্তম হইতেছে তথাপি ঐ সকল দূরপ্রদর্শক ও স্থূলপ্রদর্শক আদর্শকে ইহা হইতে আরো উত্তমরূপে নির্ম্মিত করা অসাধ্য নহে অর্থাৎ যে রূপ হইলে অনেক যথার্থ বিষয় প্রকাশ হইতে পারে যে সকল যথার্থ বিষয়কে এক্ষণে আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত অস্বীকার ও ত্যাগ করিতেছি।

শিষ্য। দ্রব্য পদার্থের আর কি বিশেষ গুণ আছে?

গুরু। এক্ষণে আমি যে গুণের বর্ণনা করিব তাহার নাম স্বতন্ত্রক্রিয়ারহিতত্ব। তাহার অর্থ এই যে পদার্থের স্বয়ং অবস্থান্তর হইবার শক্তি নাই, মনুষ্যেরা আলোচনা করিয়া যে সকল প্রকৃত গুণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিষয় অর্থাৎ দ্রব্যের স্বতন্ত্রক্রিয়ারহিতত্ব গুণ প্রায়ই সকলের আদি ও সর্ব্বসাধারণ হইয়াছে। যদ্যপি আমরা

কোন দ্রব্য পদার্থের অবস্থান্তর হইতে দেখি, তবে তাহার অবস্থান্তর হইবার কারণ সেই দ্রব্যেতে আমরা কখনও অন্বেষণ করি নাই; কিন্তু অন্য কোন কারণদ্বারা ঐ বিষয় হইয়াছে ইহাই দেখি। তুমি কি এমন কখনও দেখিয়াছ যে কাষ্ঠ বা ইষ্টক কিম্বা প্রস্তর অন্যের সহায়তা ব্যতিরেকে স্বয়ং গমন করিয়াছে।

শিষ্য। না, কিন্তু বৃহৎ এক খান জাহাজকে স্বয়ং গমন করিতে দেখিয়াছি।

গুরু। বায়ু বা জল শ্রোতো ব্যতীত জাহাজকে চলিতে দেখ নাই।

শিষ্য। ভাল যখন কোন ভগ্ন বাটীর উপর হইতে এক খান ইষ্টক পড়িতে থাকে তখন সে কি স্বয়ং কার্য্য করিবার একটা প্রমাণ হইতে পারে না?

গুরু। না, কারণ ইষ্টক যে স্থানে থাকে সে স্থান হইতে উত্থিত হওয়া অপেক্ষা পতিত হইতে অধিক কারণ নাই, অর্থাৎ সে যেমন স্বয়ং উঠিতে পারে না সেই রূপ স্বয়ং পতিতও হয় না কিন্তু ঐ ইষ্টকের পতন যে শক্তিতে হয় তাহার নাম পৃথিবীর আকর্ষণ, এবিষয় এস্থানে বাহুল্য রূপে কহিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি স্বতন্ত্রক্রিয়া-রহিতত্ব গুণের ব্যাখ্যা করি, পূর্ব্বে কহা গিয়াছে যে পদার্থ স্বয়ং কোন ক্রিয়া করিতে পারে না, এবং আর এক আশ্চর্য্য এই যে দ্রব্যকে সঞ্চালন করিলে সে স্বয়ং স্থির হইতেও পারে না, ও অন্য কোন শক্তির সহায়তা ব্যতীত তাহার গমনের বেগের আধিক্য বা অল্পতাও হয় না।

শিষ্য। তবে কোন্ বস্তু স্বয়ং গমন করিতে পারে?

গুরু। সজীব বস্তুমাত্রই স্বয়ং গমন করিতে পারে, আর সূর্য্যের উত্তাপদ্বারা বস্তুমধ্যে বায়ুর সঞ্চালন ক্রিয়া হইয়া থাকে এবং ঐ উত্তাপ শক্তিদ্বারা বস্তুর পরমাণু সকল বিস্তার ও অধিক দূরে২ স্বতন্ত্র ২ হইতে পারে, এইরূপ সূর্য্যের উত্তাপদ্বারা বায়ুর অত্যন্ত ক্রিয়া হয় ও এই নিমিত্তে বায়ুর ইতস্ততঃ সঞ্চালন হয়, যখন বায়ুর এই রূপ সঞ্চালন হয় তখন তাহাকে ঝড় কহা যায় এবং সেই ঝড়ে অনেক বস্তুর অবস্থান্তর হয়।

শিষ্য। সজীব বস্তুর সঞ্চালন কি কারণবশতঃ হয়? এ কি তাহাদের শরীরের একটা স্বধর্ম্ম নহে?

গুরু। জীব মাত্রেরি জীবন ব্যতিরেকে শরীরের সঞ্চালন হয় না, ইহা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ হইতেছে, এবং আমরা যে বস্তুকে সজীব করিয়া জানি যদি সে বস্তুর শরীরের ক্রিয়া না দেখা যায় তবে সেই তাহার জীবন নাশের এক নিশ্চিত চিহ্ন হয়, অর্থাৎ সে মৃত হয়; কিন্তু এই জীবনের যে যথার্থ স্বভাব তাহা আমরা কহিতে সমর্থ নহি।

শিষ্য। ভাল; যখন কোন গোলা নিঃক্ষেপ করা যায় তখন সে গোলা কি ভূমিতে পতিত হইয়া স্থির থাকে না? অতএব আপনি কি কারণে এ রূপ স্থির করিয়াছেন যে কোন দ্রব্য স্বয়ং স্থির হইতে পারে না?

গুরু। ইহাকে স্থির রাখিবার অনেক কারণ আছে, কিন্তু ইহার নিজের এমন কোন শক্তি নাই যে স্থির হইতে পারে, প্রথম কারণ বায়ুর বাধা দ্বিতীয় পৃথিবীর আকর্ষণ।

শিষ্য। কোন বস্তুর সঞ্চালন করিলে যে সে ক্রমিক গমন করিতে থাকে এমন কিছু স্থিরতর প্রমাণ আছে?।

গুরু। আছে। বস্তু সকল যাহারা পরস্পর অত্যন্ত দূরে আছে তাহাদের গমনের বেগ ও রূপ নিশ্চিত আছে যে তাহাতে পরস্পরের গতি হানি হয় না অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বদাই সমান বেগে গমন করিতেছে।

[বিজ্ঞান সার সংগ্রহঃ— ইং ১৮৩৩ সাল]

বোয়া নামক অনুপম বৃহৎ সর্প।

সমুদয় সর্পগণের মধ্যে বোয়া প্রকাণ্ডতর আকৃতি এবং গুরুতর শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ, ইহার দীর্ঘতা ৩০ বা ৪০ ফিট ও তাহারো অধিক হয়, এবং বল ঈদৃশ যে গো মহিষ কুরঙ্গ প্রভৃতি জন্তুচয়কে যপটাইয়া ধরিয়াই শেষ করে। ইহা কেবল হস্তী, গাণ্ডার, হিপোপোটেমস * ও সিংহের প্রতি বধ্য, পশুগণের মধ্যে যেমন মাতঙ্গ ও কেশরী প্রধান, স্থূলকায় ও সাহস ও বল জন্য সর্প জাতির মধ্যে ইহাও তদ্রূপ। আমরা ইহার এক চর্ম্ম দেখিয়াছি দৈর্ঘ্যে তাহা ২০ ফিট তাহার স্থূলত্বও তদুপযুক্ত, পোরিহেরন্যাসনল

* নদীর ঘোটক অর্থাৎ ঘোটকাকৃতি নদীচর বড় জন্তু বিশেষ আফ্রিকায় নাইল নদীতে এই জাতীয় জন্তু বিস্তর।

মিউজিউমের * কারণ দক্ষিণ আমেরিকায় যে সকল স্বভাব জাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল এবং পরে যাহা ধৃত হইয়া এতদ্দেশে বিক্রীত হয় তন্মধ্যে ইহার কতিপয় প্রকার চর্ম্ম ছিল, ব্রিটিশ, লিবিরিয়ান ও ইউরোপীয় অন্যান্য প্রসিদ্ধ মিউজিউমে ইহার বিবিধ প্রকার পরিশুষ্ক চর্ম্ম রক্ষিত আছে, অতএব ভূমণ্ডল মধ্যে এবম্প্রকার সর্পের বিদ্যমানতার প্রতি পূর্ব্বে যে আশংসা ছিল অধুনা তাহা দূরীভূত হইয়াছে। ইদানীং কেহ২ লিখিয়াছেন যে ইহার আশী নাই, যদিও ইহা সত্য হয় তাহাতেও ইহার কোন ক্ষতি নাই, কারণ স্বভাবতঃ যদ্রূপ শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তদ্দ্বারাই ইহা আপন ভোক্ষ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম।

বোয়া আফ্রিকার উষ্ম ভূমিতে অবস্থান করে। দক্ষিণ আমেরিকায় ও হিন্দুস্থানের কোন২ অংশেও তজ্জাতীয় সর্প প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য ভুজঙ্গ অপেক্ষা বোয়ার অঙ্গের বর্ণ এবং চিত্র বিচিত্রতাও অতি সুন্দর, ক্ষুদ্র২ বোয়া সকলের সমস্ত বদন ঈষৎপীত মিশ্রিত-ধূসর বা উজ্জ্বল পীত বর্ণ, পৃষ্ঠদেশে তদ্বর্ণোপরি শৃঙ্খল শ্রেণীর সদৃশ দীর্ঘাদীর্ঘি অল্প-লোহিত পিঙ্গল বা পূর্ণ লোহিতবর্ণজ এক অপূর্ব্ব চিত্রতা খচিত তন্মধ্যে মধ্যে পরিমিত অন্তরে আনুপূর্ব্বিক এক২ সুপ্রসর উন্মীষিত স্থল দ্বারা গাত্রাগ্রবর্ণ সুপ্রকটিত, প্রধান২ যে সকল অঙ্ক দ্বারা উক্ত শৃঙ্খলবৎ চিত্র রেখা রচিত

* দেশীয় আশ্চর্য্য ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের আলয়

তদ্ভাবতেই প্রায় চতুরস্র এবং তদ্বহির্ভূত পার্শ্বে যে সকল বৃহৎ চিহ্ন কল্পিত তৎসমুদয় ত্রিকোণ বিশিষ্ট, পরন্তু তদীয় অগ্রভাগ অর্থাৎ মুখ সকলের অধোভাগ নত, আবার ঐ সকল বৃহত্তর অঙ্কাভ্যান্তরিত স্থল সমূহ বর্তুল বা স্বল্প অবনীত ক্ষুদ্রতর চিহ্নাকীর্ণ, শরীরের আদি বর্ণেরো ক্ষুদ্র২ চিহ্ন কল্পিত চিত্রতাসহ ইতস্ততঃ সংমিলিত, উল্লেখিত সমগ্র বৃহত্তর অঙ্কের বহিঃপার্শ্ব প্রায় কিঞ্চিৎ তিমিরবর্ণ বা তন্মধ্যাভিসারি বর্ণাপেক্ষা গাঢ়তর চিহ্ন সকলের বহির্ধারের নিজ পার্শ্ববর্তি স্থল অন্যান্য ভাগাপেক্ষা পাণ্ডুর বা কিঞ্চিৎ শুভ্র, এতদ্রূপ পারিপাট্যের সহিত ঐ ভুজঙ্গমের অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্বর্দ্ধিত, চক্ষে না দেখিলে তৎপ্রতিমা পূর্ণরূপে মনোগত হয় না। বৃহদাকার বোয়াগণের অঙ্গের পীতবর্ণ মিটিয়া ধূষরবর্ণ প্রকাশিত থাকে, চিত্রতারো রক্তিমাবর্ণ বিকৃত হইয়া গভীর পাঁশুটিয়া বর্ণ হয়, কখন২ উক্ত চিত্রতা অত্যন্ত ঘনতা বা উপর্য্যুপরি সংলগ্নতা প্রযুক্ত এক রূপ উচ্ছৃঙ্খল আকার বিশিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব বর্ণিত সাধারণ চিত্র বিচিত্রীয় পরিপাটীর কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় জন্মায়। বোয়া মাত্রেরি মস্তকে এক বৃহৎ ধূম্র রেখার চিহ্ন থাকে এবং অপর এক ক্ষুদ্র রেখা তাহার পার্শ্ব হইয়া অক্ষিদ্বয় ব্যাপিয়া গলদেশে সংযুক্ত থাকে তদুভয় রেখা কখন রূপান্তরিত হয় না।

এই জাতীয় বৃহৎ এক অজাগরের সম্মুখে একবার এক দল রোমান সৈনা পতিত হইয়া বিষম সঙ্কটাপন্ন

হইয়াছিল, এবং পুস্তক মধ্যে তাহার এক অনিকল অবতারণিকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে আটেলিয়স রেগিউলস, সৈন্য সমভিব্যাহারে আফ্রিকার বাগরেডা নদীর নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বৃহৎ ও ভীষণাকার এক সর্প দর্শন করত অতিশয় ভীত হয়েন, তাহার স্থূলত্ব ঈদৃশ ছিল যে তজ্জন্য তাঁহার সৈন্যগণ ঐ নদী তরণে অক্ষম হয়, ঐ সর্প তাহার বিষম বিশাল মুখদ্বারা ছোঁ মারিয়া এবং পুচ্ছের ঝপটাঘাত দ্বারা বিস্তর সৈন্য নষ্ট করে, বহু লোক একত্র হইয়া বল্লম ও শরাঘাতে কিছুই না করিতে পারিয়া অবশেষে যুদ্ধযন্ত্রের সহায়তায় এবং অবিরত প্রস্তর বর্ষণ দ্বারা তাহাকে সংহত করে। রোমীয় সৈন্যগণ কার্থেজ অপেক্ষা তাহাকে ভয়ঙ্কর শত্রু বিবেচনা করে। তাহার মৃত দেহের মহামারি জনক কুবাস দ্বারা ঐ স্থলের বায়ু এবং তাহার রক্ত দ্বারা ঐ নদীর জল নষ্ট হইবায় তাহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন স্থানে শিবির স্থাপন করিতে বাধ্য হয়, তাহার ১২০ ফীট পরিমিত অজিন জয়চিহ্ন স্বরূপ রোমে প্রেরিত হয় এবং তথায় তাহা এক মন্দিরের উপর নিউমন্ডিয়ার যুদ্ধ পর্য্যন্ত উদ্বদ্ধ থাকে।

যে অর্ণবপোত যোগে রাজদূতগণ চীন প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন এবং যাহা গাস্পর ডুম্বুর মধ্যে জলশায়ী হইয়াছিল সেই আলেসেস্ট নামক জাহাজের চিকিৎসক মেং মেকিলয়ড্ স্বসমভিব্যাহৃত কর্ম্মকারকগণের সহিত সীজর নামক যে সমুদ্র যান দ্বারা যে সময়ে প্রত্যাগমন করেন তখন তন্মধ্যে যে এক বোয়া রক্ষিত থাকে তাহার যে

বিবরণ তিনি লিখিয়াছেন তাহা অতি শুশ্রূষণীয় পরন্তু যদ্রূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তাহাকে আহার প্রদত্ত হইত তাহা স্মরণ করত হৃৎ কম্প হয়।

এই বোয়া বোর্ণিও দেশজ, তথা হইতে বেটেবিয়ায় আনীত জাহাজ মধ্যে গৃহীত হয়। "ইহা এক পিঞ্জরের মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া এক জাহাজোপরি নীত হইয়াছিল, সে পিঞ্জরের শিক সকল বিলক্ষণ ঘন ছিল তদ্দ্বারা ইহার পলায়নের কোন সম্ভাবনা ছিল না, এবং খাদ্য দ্রব্য প্রদানার্থে সুকৌশলে নির্ম্মিত এক গড়িয়ান দ্বার ছিল। পিঞ্জর ৪ ফীট উচ্চ এবং ৫ ফীট চতুরস্র ছিল তন্মধ্যে এই সর্প অক্লেশে অঙ্গ গুটাইয়া থাকিতে পারিত, ইহার পাথেয় জন্য ৬ টা সাধারণ আকৃতির অজ গৃহীত হইয়াছিল কারণ ৫ টা অজ ইহার ৫ মাসের আহারোপযোগী ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। আমাদিগের যাত্রা করণের অনতিবিলম্বে ইহার আহারের ব্যাপার দেখিলাম, এক জন পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত করত একটা ছাগ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া পুনরায় তাহা রুদ্ধ করিয়া দিল। গতি বিহীন ছাগ নিজ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা জানিয়া অতিসংকুল চিত্তভেদক চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিল এবং তখনি আত্মরক্ষার্থে সর্পাভিমুখে শৃঙ্গ দ্বয় লক্ষ করিয়া রাখিল।

"সর্প প্রথমে ছাগকে বড় গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু তাহাকে সত্বর ও চঞ্চল বোধ হইল অবশেষে ঐ সর্প নিজ মস্তক ঐ কম্পিত জন্তুর দিকে ফিরাইয়া কাল ও নৃশংস নেত্রে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিল, নিঃসহায় ছাগের ত্রাস ক্রমে

আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কারণ সর্প কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওনের পূর্ব্বে তাহার কলেবর থর২ করিয়া কম্পায়মান হইল। কিন্তু সেপর্য্যন্ত তাহার শৃঙ্গদ্বয় আক্রমণ উদ্যোগে তাহার প্রতি লক্ষিত ছিল, পরন্তু এক্ষণে তাহার সে উদ্যোগে কোন ফল দর্শিল না, তাহার অনিবার্য্য রিপু তাহাকে উদরস্থ করিতে সংপূর্ণরূপে প্রস্তুত হইল, দুর্ব্বিধ নাগ প্রথমতঃ তাহার কণ্টকবিশিষ্ট জিহ্বা দ্বারা ছাগকে চাটিল তৎকালে আপনার মস্তক কিঞ্চিৎ উত্থিত করিয়াছিল, তদনন্তর সহসা মুখের দ্বারা তাহার সম্মুখের পদ ধরিয়া তাহাকে অধঃক্ষিপ্ত করিয়া স্বীয় অঙ্গ দ্বারা জড়িয়া কুণ্ডলীকৃত হইল। ক্ষণমধ্যে এমত ত্বরিত হইয়া তাহার সুদীর্ঘ কায় কুণ্ডলবৎ করিল যে নয়ন তাহার উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে পারিল না, কুণ্ডলাকারের পেঁচ পেঁচমত নহে, বরং গ্রন্থির সদৃশ কহা যাইতে পারে, শরীরের এক ভাগ আর ভাগের উপর যদ্রূপে রক্ষিত করিল তাহাতে বোধ হইল যে শরীরের ভরে ঐ জীবকে মর্দ্দন করণেই তাহার এরূপ স্বরূপ গ্রহণের তাৎপর্য্য। যদিও এ স্থলে অধিক সতর্কতার আবশ্যক ছিল না তথাপি মুখ দ্বারা ঐ জন্তু যে স্থান আঁকড়িয়া ধরিয়াছিল তাহা ছাড়ে নাই। ঐ সময় উপায় রহিত ছাগের রুদ্ধগলার চাপাক্রন্দনধ্বনি কিঞ্চিৎ কাল শ্রুত হইল, ক্রমে২ তাহা ক্ষীণ হইয়া বন্ধ হইল, স্পন্দনহীন হওনের পর কাল পর্য্যন্ত তাহাকে চিমটিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, অনন্তর সাবধানে ধিরে২ শরীরের পাক

খুলিবায় যখন ঐ জন্তু মৃত হইয়া তাহার বিকট করাল ক্রোড় হইতে পতিত হইল, তখন আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল, প্রথমতঃ মৃত ছাগ স্বমুখাভিমুখে রক্ষণ পূর্ব্বক মুখামৃত দিয়া পিচ্ছিল করিল, পরে তাহার নাসিকা ভাগ স্বীয় মুখমধ্যে প্রবিষ্ট করিল, তদবয়ব ঐ সময় যেন এক রূপ বিদীর্ণ নিস্ত্বক্ ক্ষত সদৃশ দৃষ্ট হইল, বস্তুতঃ ঐ অবয়বই স্বাভাবিক অবয়ব, কোন সময়ে তাহার বিভাগ হয় না, অতঃপর শৃঙ্গাবধি গ্রাস করিল, শৃঙ্গের স্ফীতি বিশেষতঃ তাহার অগ্রভাগের ধার যদ্রূপ ছিল তাহাতে তাহার গলাধঃকরণ হওয়াই সুকঠিন বোধ হইল, পরন্তু তাহাও সে অতি সুকৌশলে করিল। গলার ভিতর দিয়া ঐ শৃঙ্গ শুদ্ধ শীরেক্ষ অধোগমন বহির্দিগ হইতে স্পষ্টরূপে দৃশ্য হইল, এবং ঐ সময় শৃঙ্গ দ্বারা গলদেশ বিদারিত হওনের উপক্রম দেখিয়া আমরা আশঙ্কিত হইলাম। ঐ হতজীব অবশেষে সেই সর্পের স্কন্ধ পর্যান্ত নামিল। ইহার মাংস পেশীর এমত অসাধারণ প্রসারণীয় গুণ এবং কার্য্যানু-রক্তি দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম, স্বাভাবিক বিশেষ শক্তি বিনা অন্য কোন জন্তু ঈদৃশ স্ফীত হইলে তাহার শরীর স্ফোটিত হইয়া যায় তাহার কোন সন্দেহ নাই। যথঃ ইহার মস্তক ও গলাশুদ্ধ এক সর্পের চর্ম্মবৎ বোধ এবং শরীর এবম্প্রকার অপরিমিত স্ফীত হইতে থাকে তখন ইহার মাংস পেশীর কার্য্য প্রত্যক্ষীভূত হইতেছিল, এবং তজ্জ বশতঃ ইহার যে শক্তিকে সাধারণ দ্বারা শোষণীয়শক্তি কথিত হইয়াছে তাহারো লাঘবতা হয় নাই। বাস্তবিক কেবল

সঙ্কোচনীয় মাংস পেশীর গুণে ও দুই পাঁতি অঙ্কুশবৎ শক্ত দন্তের সহায়তায় ইহা এবম্বিধ আশ্চর্য্য রূপ বিস্তীর্ণ হওনে সমর্থ। যদবধি এই ভুজঙ্গ এইরূপ স্ফীত থাকে তাবৎকাল নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগে শক্য নহে, কারণ যখন তাহার মুখ ও কণ্ঠ ছাগের শরীর দ্বারা পূর্ণরূপ স্ফীত ও বিস্তারিত হইয়াছিল এবং তাহার ফোপড়ার ধমনি যদিও অত্যন্ত শক্ত স্বীকার করা যায় তথাচ তখন যাদৃশ সঙ্কোচিত হইয়াছিল তাহাতে সে শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে পারিত ইহা কোন ক্রমেই বোধনীয় নহে।

"প্রায় ১ ঘণ্টা ২০ পলের মধ্যে আহারের এই সমুদয় কার্য্য সমাধা হইল, তখন এক স্ফীতি শরীরের মধ্যভাগে অর্থাৎ কোষ্ঠে রহিল, শরীরের উপরিভাগের পরিমাণ পূর্ব্ববৎ স্বাভাবিক হইল। তদনন্তর পুনর্ব্বার তালপাকাইয়া পূর্ব্ববৎ জড়াবস্থান্বিত হইয়া ৩ সপ্তাহ বা প্রায় এক মাস রহিল। উক্ত কালমধ্যে ইহার কৃতাহার দ্রব্য দ্রব ও হজম হইয়া যাওয়াতে ইহাকে অপর এক ছাগ প্রদত্ত হইল, তাহাকেও তদ্রূপ নৈপুণ্য সহ অদন করিল। ইহা যাহা আহার করে তাহা সমুদয় প্রায় জীর্ণ হইয়া ইহার পুষ্টিকর হয়, কারণ সে যে মল পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহা অত্যল্প এবং তাহাতে কখন২ দুই এক গাছা মাত্র লোম দৃশ্য হইয়াছিল। পরন্তু এই মলের পরিমাণ তাহার অশিত জন্তুর অস্থির ষষ্ঠাংশের একাংশও নহে, অতএব ইহাই ইহার এত অধিক দীর্ঘকাল অনশনে জীবন ধারণের হেতু। এই সর্প বৃহত্তর জীব অপেক্ষা এক সামান্য পক্ষিকে

মারিতে ক্লেশযুক্ত হয়, কারণ ক্ষুদ্রতর জন্তুকে উত্তমরূপে ধরিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না।

"আমরা উত্তমাশান্তরীপে উত্তীর্ণ হইলে এই সর্প ক্ষীণ ও ম্লান হইতে আরম্ভ হইল এবং ইহাকে যে সকল পক্ষী প্রদত্ত হইল তাহারদিগকে স্পর্শ করিল না, তখন বায়ুর শীতলতাই ইহার কারণ বিবেচিত হইল, বস্তুতঃ অনুষ্ণতার আবির্ভাবে ইহার এবম্বিধ ঘটনার সম্ভাবনা ঘটে। এই অন্তরীপ এবং সেণ্ট হেলিনার মধ্যে কোন স্থলে ইহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়, ব্যবচ্ছেদান্তে ইহার কোষ্ঠের সূক্ষ্ম ত্বকাচ্ছাদনী কীট দ্বারা ভক্ষিত দৃষ্ট হয়। ছাগের কোন চিহ্ন প্রাপ্তি হয় নাই, সমুদয় গলিত হইয়া গিয়াছিল, কেবল একটা শৃঙ্গমাত্র ছিল"।

যাহারা ইহার ত্বক খোলে তাহারা উচ্চতর বৃক্ষের শাখায় ইহার মস্তক রজ্জু দিয়া বন্ধন পূর্ব্বক ঐ কর্ম্ম সমাধা করে।

[সংবাদ সাধুরঞ্জন—ইং ১৮৫১ সাল]

প্রতিধ্বনি।

ইটালীতে মিলানের শহরের দুই মাইলের মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত বংশ্য ব্যক্তির বাটীর ভিতর হইতে অতি চমৎকার প্রতিধ্বনি হইয়া থাকে। এই অট্টালিকা সম্মুখে কিঞ্চিৎ লম্বমান এবং তাহার দুই পার্শ্ব বহির্গত হইয়াছে

অতএব দীর্ঘ আকৃতি কেবল এক পার্শ্বাভাব, এই প্রাসাদের শত পদ অগ্রে এক ক্ষুদ্র জল প্রবাহ ধীরে ধীরে বহমান এবং সেই স্রোতের উপর এক সেতু নির্ম্মিত তদ্দ্বারা ঐ ভবন ও উদ্যানে গমনাগমন করা যায়। এই স্থানে একটা পিস্তলের ধ্বনি করাতে ষট্ পঞ্চাশৎবার তাহার প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। প্রথম বিংশতি প্রতিধ্বনি স্পষ্ট বোধ হয়, পরন্তু ক্রমে যখন শব্দ ক্ষীণ এবং বহুদূর হইতে বারম্বার ধ্বনিত হয় তখন প্রতিধ্বনি দ্বিগুণ হইয়া ঈদৃশ ঘন ২ হইতে থাকে যে প্রায় তাহার গণনা করা যাইতে পারে না। বোধ হইল যেন প্রধান ধ্বনি পথিমধ্যে তৎসময়ে উভয় পার্শ্বস্থ ধ্বনি দ্বারা মিলিত হইল ঐ স্থানে এক বড় চুঙ্গি পিস্তলের শব্দ করাতে ষষ্ঠিবার উচ্চতর প্রতিশব্দ শ্রুত হয়।

[সংবাদ সাধুরঞ্জন—ইং ১৮৫১ সাল।]

ভয়ের সাংঘাতিক ফল।

মুখে রক্তিমা বর্ণের আভা বিশিষ্ট, মধ্যম বয়স্ক, বরং সাধারণ আকৃতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি সরল এবং সুস্থ শরীর এক ব্যক্তি সামান্য রূপ এক উরুস্তম্ভ রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসা জন্য লণ্ডন নগরীয় চিকিৎসালয়ে গৃহীত ও তাহাতে অস্ত্র করণ ব্যবস্থিত হইলে সেও তাহাতে সম্মত হয়, পরন্তু চিকিৎসাগারে প্রবেশ

মাত্রেই মূর্চ্ছাগত হইল, কিঞ্চিৎ মদ্য ও জল তাহাকে প্রদত্ত হইলে সে সকলের সম্মুখে পান করিল, অস্ত্রের কার্য্য আরম্ভ হইল, বন্ধনী তাহাতে সংলগ্ন হইল, পরন্তু তাহা বদ্ধ হইল না। ঐ স্ফোটকে অস্ত্রকার্য্যের সময় নাড়ীর গতি অনুভব হইল না পরন্তু ইহার কারণ মূর্চ্ছাই অনুভূত হইল। পটিবন্ধনের পূর্ব্বে অস্ত্রকারক নাড়ীর গতি পুনরায় স্থাপিত হওন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে কহিলেন, রোগির শিথিল শক্তির উত্তেজনার্থে কিঞ্চিৎ অধিক মনোযোগার্পিত হইল এবং ইহা মীমাংসা করা গেল যে মোহ অসাধারণ কাল পর্য্যন্ত ছিল, কিয়ৎ কাল চেষ্টার পর অধিকতর মনোযোগ পূর্ব্বক পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশিত হইল যে ঐ ব্যক্তি সংপূর্ণরূপে মৃত হইয়াছে। পুনশ্চেতনার বিস্তর চেষ্টা হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। শরীর ছেদনান্তে হৃদয়ের উভয় পাঁজর শূন্য এবং শ্বাসেন্দ্রিয় রক্তে স্ফীত দৃষ্ট হইল, অন্য কোন বিশেষণ দৃষ্ট হইল না। বহুল সুপণ্ডিত চিকিৎসকগণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে অস্ত্রকারকের অনবধানতা ঐ মৃত্যুর কারণ নহে।

[সংবাদ সাধুরঞ্জন—ইং ১৮৫২ সাল।]

অদ্ভুত বৃষ্টি।

আমরা ইতিহাস বেত্তাদিগের দ্বারা প্রস্তর, ধূলি, শোণিত এবং ভেক প্রভৃতি সজীব জন্তুর অদ্ভুত বৃষ্টির বিস্তর বিবরণ

বিজ্ঞপ্ত হইয়াছি, সত্যবাদি ও প্রত্যয়িতব্য লেখকগণের বর্ণিত বিষয়ের সত্যতার প্রতি এত অধিক সন্দিগ্ধ হইয়া কহিতে পারি না, যে প্রস্তর ও ধূলির কখন পতন হয় নাই, কেবল মেঘ হইতে পতনই সংপূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে রক্ত ও মণ্ডূক কখনই পতিত হয় নাই, কেবল চক্ষের ভ্রম● প্রযুক্ত অনেকে এই বিবেচনা করিয়াছেন, মনুষ্যগণ আপনাদিগের বর্ণনা চমৎকৃত বিষয় দ্বারা পরিপূর্ণ করণার্থ নিতান্ত অনুরাগী, কিন্তু সবিবেচক পাঠকের উচিত যে এবম্বিধ ব্যাপার উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করেন এবং আপনি ভ্রান্ত না হয়েন।

স্থান বিশেষে শিলা ও রেণু রাশি বারিদজনিত বা বৃষ্টিবৎ না হইয়াও পতনের স্বভাব সিদ্ধ দুই উপায় আছে, ঝঞ্ঝা ইহার এক কারণ, যে বায়ুকে ঘরের খোলা সকল চূর্ণ করিয়া অতি দূরবর্ত্তি স্থানে প্রক্ষেপ করিতে সর্ব্বদা দেখিতেছি তাহাই অবশ্য তদ্রূপ বলসহিত প্রস্তর খণ্ড সমূহ এক স্থান হইতে উত্থান করত অন্য স্থানে প্রক্ষেপ করিতে পারগ। জ্বালামুখী ও প্রজ্বলিত পর্ব্বতের নিঃসরণ অপর এক কারণ, ইহাই অতি বলবৎ এবং বোধ হয় অতি সাধারণ নিয়ম, আগ্নেয় পর্ব্বত বিদীর্ণ সময়ে রাশীভূত শিলা ভস্ম ও অঙ্গার ঊর্দ্ধে অনেক দূরপর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হয় এবং তদনুযায়িক ঝড় বা মরুবায়ু দ্বারা ঐ শিলাখণ্ড সমূহ তখন ঊর্দ্ধ চারিত হইয়া লঘুভার হওন হেতুক সহজেই অতি দূরবাহ দেশে নীত ও প্রক্ষিপ্ত হয়, তত্রত্য মনুষ্যগণ ইহার কারণ জানিতে পারেন না, সুতরাং মূঢ় লোক

বিহায়স্ হইতে ইহার পতন ভিন্ন আর কিছুই অনুমান করিতে পারেন না। ইহা উত্তমরূপে বিদিত আছে যে এটনা ও বেসিউবিয়স পর্ব্বতের বড় ২ নিঃসরণ সময় ভস্ম ধূলি ও ক্ষুদ্র অঙ্গার বৃষ্টি দ্বারা আকাশ অন্ধকারময়, সমুদ্রের উপরিভাগ পরিব্যাপিত এবং পোত সমূহের তলাবৃত দৃষ্ট হইয়াছে, এই ব্যাপার এত অধিক দূর পর্যান্ত দৃষ্ট হইয়াছে যে তথায় ঐ সকল বস্তু বাহিত হইয়া যাওন প্রায় আবশ্যক নহে, ইহা সম্ভাব্য এই সকল পদার্থের বৃষ্টির সমুদয় বিবরণ একত্র সঙ্কলন করিলে এবম্বিধ ঘটনা অনলাধার পর্ব্বত সন্নিধানে এবং তৎপার্ব্বতীয় শিলাখণ্ড নির্গম সময়ে হওনই উত্তমরূপে অবধারিত হইবেক, আমরা অবগত হইয়াছি যে বেসিউবিয়সের ভস্ম এক ২ সময়ে ৫০ বরং ৬০ ক্রোশ পর্য্যন্ত বাহিত হইয়া গিয়াছে, কোন বিশেষ দৈবঘটনা দ্বারা আরো অধিক দূর পর্য্যন্ত বাহিত হইতে পারে।

অন্যান্য অদ্ভুত বৃষ্টি অপেক্ষা শোণিত বৃষ্টিই চিরকাল অতি ভয়ঙ্কর দর্শন ও অমঙ্গল চিহ্ন বর্ণিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত যে জীবগণের শরীর ভিন্ন কুত্রাপি স্বভাব কর্ত্তৃক রক্ত সম্ভূত হওন সম্ভাবনাতীত সুতরাং অম্বুদ হইতে রক্ত পতন কোন অংশে বিশ্বাসনীয় নহে, যাঁহারা কথিত রক্তবিন্দু উপর্য্যুপরি হইতে পতন অঙ্গীকার করেন তাঁহারা অনুমান করেন যে ইহা আকাশস্থ কোন প্রকার প্রজাপতি কীট ব্যূহের মল বা অণ্ড ফলতঃ এই আনুমানিক সিদ্ধান্ত অতি অযৌক্তিক, কারণ আমাদিগের জ্ঞানত কোন কীট

এমত নাই যাহারদিগের মল বা ডিম্বের এমত বর্ণ যাহাদিগের আবাস এমত উচ্চ বা যাহাদিগের ঝাঁক এমত অসংখ্য যে তাহারা ঈদৃশ ঘটনার কারণ অনুভূত হইতে পারে। ইহা অতি সম্ভাবনীয় যে কেহই রক্তিম জল পতিত হইতে দেখেন নাই, মনুষ্যগণ স্থিত জল শোণিত বর্ণ দর্শন করত কিছুই অবধারণ করিতে না পারিয়া তাহার বর্ষণই স্থির করিয়াছেন। হেগ নামক স্থানে ১৬৭০ অব্দে এবম্প্রকার এক স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, সোয়ামর ডাম লিখেন এক দিবস প্রাতে ঐ নাগরীয় মনুষ্যগণ পূর্ব্ব রাত্রিতে যে সকল হ্রদ ও পরিখা জলপূর্ণ ছিল তাহা রক্ত পূর্ণ দর্শন করিয়া নিশাকালে রক্ত বৃষ্টি হওন ধার্য্য করেন, এক জন চিকিৎসক এক পরিখায় গমন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ রক্তিম বর্ণ বারি লইয়া নিজালয়ে আগমনানন্তর মাইক্রসকোপ অর্থাৎ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি করিলেন, যে ঐ জল জল দৃষ্ট হইল তাহার বর্ণ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, পরন্তু ক্ষুদ্র ২ বহুল লোহিত বর্ণ সজীব সচপল কীটের দ্বারা তাহা পরিপূরিত ছিল তাহাদিগের বর্ণে ও বহুলতায় দর্শকগণের নিকট জল রক্তময় দৃশ্য হইয়াছিল, হলণ্ডীয় লোক ইহার সত্যতা পরিজ্ঞাত হইয়াও ইহাকে অলৌকিক কর্ম্ম কহিতে বিরত হয়েন নাই, তাঁহারা অত্যুত্তম যত্নের সহিত সিদ্ধান্ত করেন যে দৈবাৎ এতোধিক কীট দর্শন রক্ত দর্শন তুল্য আশ্চর্য্য এবং অধুনা তাঁহাদিগের প্রতীতি হইয়াছে যে চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত শান্তি [illegible] দেশে চতুর্দ্দশ লুইস্ কর্ত্তৃক যে যুদ্ধ ও উচ্ছিন্নতা

উপস্থিত হয়, তাহাই এই অশুভ লক্ষণ দ্বারা পূর্ব্বে লক্ষিত হইয়াছিল।

যে সকল কীট দ্বারা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় সকলের জল এলাম্বিসরূপে বিবর্ণ হইয়াছিল সেই সকল জন্তু আরক্ত বা অনল শিখাবর্ণ, ইহারা পয়নালা পার্শ্বে, বনচারা সমূহের নিম্নে এবং কর্দ্দম মধ্যে থাকে সুতরাং অল্প দৃশ্য হয়, যে মাসের শেষে অথবা জুনের প্রারম্ভে আপনাদিগের গুপ্ত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বংশ বৃদ্ধি করণার্থে জলোপরি ভাসমান হইয়া উল্লেখিত বর্ণে দৃশ্যমান হয় ইহারা এই ঋতুতে প্রায় সমুদয় স্থিতজলের একাংশে বা অন্যাংশে স্বল্প বা অধিক দৃষ্ট হয় এবং এই ঋতুতেই সর্ব্বদা শোণিত জলদ্বারা অজ্ঞান ব্যক্ত ত্রাসিত হইয়াছে।

যে সকল লেখক অসম্ভব বিবরণ ভালবাসেন তাঁহাদিগের প্রণীত বিবরণ মধ্যে ভেক বর্ষণ শোণিত বা শিলা বর্ষণ অপেক্ষা স্বল্পাশ্চর্য্য নহে, এবং ইহা এত অধিক পুনঃপুনঃ হওয়ে এই অনুমেয় হইয়াছে যে অনেকেই কহেন যে তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এই ভেকবর্ষণ বৃষ্টিশূন্য ঋতুতেই হইয়া থাকে এবং শীতল দেশাপেক্ষা উষ্ণতর দেশে অধিক, ইটালীতে ইহা পুনঃপুনঃ হইয়া থাকে, এক প্রবল বৃষ্টির পর ক্ষণমধ্যে রোমের বর্ত্ম সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মণ্ডুক দ্বারা পরিপ্লাবিত হইয়াছিল, মনুষ্যগণ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভেকের কিঞ্চিন্মাত্র নিদর্শন প্রাপ্ত হয়েন নাই অকস্মাৎ গমন কালীন তাঁহারদিগের পদের মধ্যে ইতস্ততঃ পুঞ্জ ২ উল্লম্ফিত হইতে দেখিলেন, অপরঞ্চ তাহারা

পাকা খানের উপরি উপর্য্যুপরি হইতে পতিত দৃষ্ট হইয়াছিল এই ঘটনাই ভেকবর্ষণ বিশ্বাসের সাপেক্ষ, পরন্তু উক্তরূপ পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহা সকলি অলীক বোধ হয়, যেহেতু যে সকল বেঙ্গ পতিত হইতে দৃষ্ট হয় তাহারা পতন দ্বারা মৃত, পঙ্গু বা দলিত হইয়া যায় তাহারা অন্যান্য বেঙ্গের ন্যায় লম্ফ প্রদানে আসক্ত, ছাদ ও প্রণালী হইতে গৃহের প্রাচীরের তলভূমি ভিন্ন কুত্রাপি তাহারদিগের পতন দৃশ্য হয় না, তাহার কারণ তাহারা ঐ সকল স্থান হইতে হলা পিছলিয়া পতিত হয়।

ভেক বৃষ্টির পর ফড়িঙ্গ ও পঙ্গপাল বৃষ্টির বিবরণ লিখন আমারদিগের উচিত হয়, কোন ২ সময়ে ইহারা বহু সংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া আগত হওত পৃথিবীস্থ ফল সমুদয় উদরস্থ করিয়াছে, ঐ জীবগণ কখন ২ বহু সংখ্যায় উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই কথিত আছে, কেহই তাহারদিগের স্রোত হইতে পতন অনুমান করেন নাই, পশ্বাদি বিষয়ক বিদ্বান্ ব্যক্তি যিনি এই জন্তু ও অন্যান্য এবম্বিধ জন্তুগণের আশ্চা-নুসঙ্গিক বহুল দৈবঘটনা বিদিত আছেন, অবশ্যই জানিতে পারেন যে কোন ২ ঋতু ঐ সকল ডিম্ব ফোটা-ওনের পক্ষে বিলক্ষণ রূপে অনুকূল। পতঙ্গেরা যে পরি-মাণে ডিম্ব পাড়ে, যদি দৈবাৎ সমূহ প্রতিবন্ধক না থাকে তাহাতে প্রতি বৎসর তজ্জাতীয় এত অধিক প্রচুর জীবের জনন সম্ভাবনীয়।

ফ্রান্স দেশে মনুষ্য বর্ষণও এক আশ্চর্য্য ঘটনা কথিত

হইয়াছে। পেরিসের সন্নিপগত এক নগরে এক রাত্রিতে এক ভয়ানক ঝড় হইয়াছিল, তাহাতে বৃক্ষ সকল বিদীর্ণ গৃহাদি চূর্ণ হইয়া বায়ুপথে ধাবমান হয়, পরদিবস প্রাতে সমুদয় রথ্য বিবিধ আকৃতির মৎস্য দ্বারা আবৃত ছিল দেখিয়া কেহই ইহারদিগের মেঘ হইতে পতনের বিষয়ে সংশয় করেন নাই, এবং মেঘোপরি ৫। ৬ বুরুল পরিমিত মৎস্য উৎপন্ন হওনের যুক্তি বিরুদ্ধতা হেতুক এই অসঙ্গত অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাসও করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছিলেন যে নিকটস্থ কোন উচ্চস্থান হইতে মৎস্যপূর্ণ সরোবরের জল এবং ক্ষুদ্র ২ তাবৎ মৎস্য উক্ত ঝড় দ্বারা উত্থিত হইয়া নাগরীয় বর্ত্মোপরি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কেবল একটি বৃহৎ মৎস্য মাত্র সেই পুষ্করিণীর জলে ছিল।

পৃথিবীর মধ্যে এই প্রকার স্বভাব জনিত পদার্থই তাবৎ অদ্ভুত বৃষ্টির কারণ, তাহারা কখন আকাশস্থিত নহে, কোন দৈবঘটনায় তথায় উত্থিত হয়।

[সংবাদ সাধুরঞ্জন—ইং ১৮৫১ সাল]

স্পর্শমণি।

স্পর্শমণি ইতো স্বপ্ন কল্পিত প্রস্তর, যাহার স্পর্শমাত্রেই ধাতুমাত্র পরিবর্ত্ত হওত স্বর্ণ হয়। ইহা কেবল বৃন্দাবন

শাস্ত্রের অতি মহত্ত, অথচ দীর্ঘকালাম্বেষিত সেই প্রস্তরী-কৃত পদার্থ যাহা দ্বারা ইতরেতর ধাতু যথা রাঙ্গ, সীসা ও তাম্র ইত্যাদি পরিবর্ত্ত বা উন্নত হইয়া স্বর্ণ বা রজত হইতে পারে।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর কতিপয় গ্রীক লেখক ইতর ধাতুকে পরিবর্ত্ত করত স্বর্ণ করণের এক বিদ্যা তৎকালে প্রচারিত থাকনের বিষয় উল্লেখ করেন, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে যখন পূর্ব্ব দেশের বিদ্যা আরব-দিগের কর্ত্তৃক এখানে আনীত হয় তখন তদ্রূপ জ্ঞান ইউরোপময়ও বিস্তারিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহা অনু-মিত হইয়াছে যে এই রসায়নাখ্যাত বিদ্যা ইজিপ্টেতেই হয়, এবং প্রাচীন গ্রীক দর্শন বেত্তারা ইজিপ্ট ভ্রমণান্তে প্রত্যাগমন কালীন ইজিপসিয়ান বিদ্যার রূপক অবো-ধিত কতিপয় ভাব আপনাদিগের সমভিব্যাহারে লইয়া আসেন এবং তাহা পরে তাঁহাদিগের দেবদেবী বিঘটিত পুরাণে সংমিশ্রিত হইয়া অন্তর্হিত হয়। দর্শন বিদ্যা বিবে-চনায় রসয়ান পদার্থ বিদ্যার অতি আদিম শাখা, পদার্থ বিদ্যার অন্যান্যাংশে প্রকৃত বিষয়ই যুক্তি বা অনুমানের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে, পরন্তু রসায়ন মূলাবধি আনুমানিক।

রসায়ন বেত্তারা অনুমান করিয়াছেন যে ধাতু সকলের সাধারণাংশ দুই সার পদার্থ ঘটিত এবং সেই দুই সার পদার্থকে পারদ ও গন্ধক কহিয়াছেন, তাঁহারা ইহাও অনু-মান করিয়াছেন যে নির্ম্মল পারদ ও গন্ধক সম্বন্ধীয় সার দ্রব্য বা অন্যান্য কোন প্রকার স্ফাটিক দ্রব্য (যদ্দ্বারা স্বর্ণ

সংযোজিত তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন) পৃথক ২ রূপে অপ-রাপর বস্তুতে বর্ত্তিত আছে, এবং এই অমস্ত সারকে সংযোগ জন্য দীর্ঘরূপ রসায়ন পাকে পরিপাক ও সংমিশ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এইরূপে স্বর্ণের ভিন্নীকৃত সূত্র সংযোজনা করিয়া (যদি তাহারা এই প্রকারে প্রাপ্ত ও একত্রিত হওন সাধ্যাধীন হয়) ইহা প্রত্যাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা স্বর্ণ উৎপন্ন হইবেক। পরন্তু রসসিদ্ধ পণ্ডিতগণ কাথ, যেমত ধাতুর সারাংশ, স্পর্শমণি নামক এক উচ্চতম শ্রেণী ভুক্ত পদার্থের জ্ঞান করেন যে যে পদার্থ অধিকাংশে হীন কোন ধাতুতে দ্রব করিয়া নিঃক্ষেপ করিলে তত্তাবৎ পরিণত হওত উত্তম কাঞ্চন হইবেক, যে পদার্থ রৌপ্য তাম্র বা লোহ নির্ম্মিত কোন পাত্রে রক্ষণ পূর্ব্বক মধ্যমরূপ উত্তপ্ত করিলে সেই পাত্রের সমুদয়াংশে প্রবিষ্ট হইবেক এবং তৎসংলগ্ন সমুদয়াংশকে প্রকৃত হেম করিবেক, যে পদার্থ নির্ম্মল স্বর্ণ সহিত যথোচিত প্রতপ্ত হইলে স্বর্ণ যে স্ব ২ ভাবের গুণের এক পদার্থে পরিণত করিবেক, এইরূপ অনন্তরূপে বৃদ্ধিশীল হইবেক, এবং যাহা প্রতিনিয়ত পরিপাক দ্বারা গুরুতর শক্তি বিশিষ্ট হইয়া তদীয় সূক্ষ্মতার পরিমাণানুসারে রাশি ২ ইতরেতর ধাতুকে পরিবর্ত্ত করিতে পারগ হইবেক।

রসসিদ্ধ ব্যক্তিরা তিন উপায় দ্বারা স্বর্ণ প্রস্তুত করণের চেষ্টা করিয়াছেন. প্রথমতঃ বিভাগ দ্বারা, কারণ ইহা নিশ্চিত রূপে কথিত হইয়াছে, যে বিদিত যাবতীয় ধাতুতে স্বর্ণাংশ কিয়ৎ ২ পরিমাণে আছে, কিন্তু অধিকাংশ ধাতুতে

স্বর্ণাংশ এমত স্বল্প যে তদ্দ্বারা তদ্বহির্গতি করণের প্রায় সম্পান্ন হয় না।

দ্বিতীয় উপায় পরিপাক, কারণ রসায়ন বেত্তারা বিবেচনা করেন যে পারদ তাবং ধাতুর মূল ও সার, যাবতীয় অসমবর্গীয় দ্রব্য বিনির্গত পারদ স্বভাবজাত পারদাপেক্ষা অবশ্য গুরুতর গাঢ়তর ও অধিকতর স্থিরিক, এবং ইহাকে বহু আয়াস ও দীর্ঘ দুস্ত্রী কার্য্য গতিকে সূক্ষ্ম নির্ম্মল ও পরিপাক করিলে ইহা বিমল সুবর্ণে পরিণত হইতে পারে।

পরিপাকের এই উপায় সূক্ষ্ম পারদের পক্ষে হইতে পারে, অন্য ধাতুর পক্ষে ইহা নিষ্ফল দায়ক তাহার প্রতি দুই কারণ; প্রথমতঃ যেহেতুক তৎসমস্তের সার পদার্থ বিমল পারদ নহে, পরন্তু তৎসহ অন্যান্য অসমবর্গীয় পদার্থ সংযোজিত আছে, এবং দ্বিতীয়তঃ যে হেতুক যে পাক দ্বারা পারদ পরিবর্ত্ত হইয়া স্বর্ণ হয় সে পাক অন্যান্য ধাতুতে ফলদ হয় না, কারণ তাহারা উপযুক্ত কাল খনি মধ্যে রহে না।

গুরুত্বই স্বর্ণ প্রভৃতির জাতীয় ও অনন্যকারি গুণ তাঁহারা কহেন যে পারদে সতত কিঞ্চিৎ খাইদ থাকে, এবং সেই খাইদ পারদাপেক্ষা লঘুতর, যদি সেই খাইদ বহিষ্কৃত হয় (কারণ তদ্বহিষ্করণ তাঁহারা দুঃসাধ্য বিবেচনা করেন না), তবে পারদ স্বর্ণ তুল্য ভারি হইবেক, এবং যাহা স্বর্ণের মত ভারি তাহাই স্বর্ণ অথবা অতি সহজে স্বর্ণ হইতে পারে।

তৃতীয় উপায় এই যে ধাতু সমস্তকে অগ্নি দ্বারা দ্রব

করিয়া তাহাতে কোন প্রস্তুতীকৃত দ্রব্যের কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিলে ধাইদ সমস্ত বাষ্প হওত উড্ডীন হইয়া বা জ্বলিয়া যায়, এবং অবশিষ্ট সারভাগ বিমল স্বর্ণ হয়। যদ্দ্বারা ধাতুমাত্র এই পরিবর্ত্তনকে প্রাপ্ত হয় তাহাকেই রসেন্দ্র কহা যায়।

এই তৃতীয় উপায় সাধ্যাধীন কি না তাহা কথন দুঃসাধ্য। অনেকানেক ব্যক্তিরা অসামান্য ভাবৎ সময়ে সত্য কথা কহেন, তাঁহাদিগকে (যদিও তাঁহারা নিগূঢ় মর্ম্মজ্ঞ হওনের অভিমান করেন) মিথ্যাকথনের দোষারোপ করণ কিঞ্চিৎ দুরূহ। তাঁহারা কহেন যাহা সুভাব কর্ত্তৃক বহুকাল ও বহুযুগে সম্পন্ন হয় তাহাই বিদ্যার দ্বারা নিষ্পন্ন করণ আবশ্যক। কারণ যেহেতুক সীসা ও স্বর্ণের গুরুত্বের অত্যল্প প্রভেদ অতএব সীসাতে পারদ ও স্বর্ণ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যের অধিকাংশ নাই। যদি আমি এমত কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হই যদ্দ্বারা সীসার সমুদয় ভাগ ঈদৃশরূপে আন্দোলিত হইতে পারে যে তন্মধ্যস্থ পারদ ভিন্ন ধাতুদংশ জ্বলিয়া যায় এবং যদি পারদকে স্থির রাখিবার নিমিত্তে কিঞ্চিৎ গন্ধক প্রাপ্ত হই তবে সেই অবশিষ্ট সীসাপিণ্ড পরিবর্ত্ত হইয়া কি স্বর্ণ হয় না? অতএব ইহা প্রামাণিক যে সীসাতে এমত কিছু আছে যাহা প্রায় স্বর্ণ। পরন্তু সীসাতে পারদ ও স্বর্ণ ভিন্ন কিঞ্চিৎ অসমবর্ণীয় ধাতুদংশও আছে। যদি উনবিংশ আউন্স* সীসা অগ্নি দ্বারা গলাওন যায়

* এক আউন্স অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ।

এবং অষ্টাংশ এইরূপে ধ্বংসিত হয়, "তাঁহারা যুক্তি করেন" তবে অবশিষ্ট ভাগ উত্তম স্বর্ণ হয়, কারণ স্বর্ণের সম্বন্ধে সীসার পরিমাণ তদ্রূপ একাদশের সম্বন্ধে উনবিংশতির পরিমাণ যদ্রূপ। অতএব যদি স্পর্শমণি দ্বারা সীসার পারদাংশকে এ প্রকারে পরিষ্কার করা যায় যে তাহাতে বিশুদ্ধ পারদ ভিন্ন অন্য কিছু না রহে এবং গন্ধক দ্বারা যদি তুমি তাহাকে স্থির রাখিতে ও গাঢ় করিতে পার, তবে তুমি উনবিংশ আউন্স সীসা হইতে একাদশ আউন্স পারদ লাভ করিবে। যদি তুমি অষ্টাদশ আউন্সকে খাওয়াইয়া চতুর্দশ আউন্স কর তবে তুমি ইহাকে পারদে পরিণত করিতে পারিবে এবং তুমি যদি এই পারদকে তদীয় উচিত পরিমাণ পর্যন্ত নির্মল কর এবং তাহাকে স্থির রাখিবার ও জমাইবার নিমিত্তে তাহাতে যথোচিত গন্ধক দেও তবে তুমি স্বর্ণ লাভ করিবে। স্পর্শমণি সম্বন্ধীয় মতের আমূল এই প্রকার, রসায়ন বেত্তারা যুক্তিবাদ করেন যে ইহা এক অতি সূক্ষ্ম স্থির সঙ্কোচিত অগ্নি, যাহা যে কোন ধাতুর সহিত মিলিত করিলে তৎক্ষণাৎ বিগলিত হয়, যেমন অয়স্কান্ত মণি লৌহকে আকর্ষণ করত উভয়ে একত্র আবদ্ধ হয়, তদ্রূপে ঐ ধাতুর সমস্তাংশে একত্র সংযুক্ত হয়, তাহার খাদাংশকে উদ্ধার দ্বারা বহিষ্কৃত করিয়া তাহাকে নির্মল করে এবং এক নির্মল স্বর্ণ পিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই রহে না। এই কার্যে নিঃসন্দেহ নানা প্রকার প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে সকল ব্যক্তিরা ভাণ করে যে তাহাদিগের ধনের এই অক্ষয় মূল স্থাপনের শক্তি

আছে তাহাদিগকে রাজগণ উৎসাহ দান করিয়াছেন, তাহার প্রতি রাজকীয় কৌশল সংযুক্ত কোন ২ কারণ থাকিতে পারে ফলে যাঁহারা স্বয়ং পরীক্ষা দ্বারা ইতর ধাতুর পরিবর্ত্ত করিয়া স্বর্ণ হওনের বিষয় প্রত্যক্ষ বিদিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের তাবৎকেই প্রবঞ্চকের অপবাদ দেওন অনুচিত, কিম্বা ঐ দ্রষ্টারা আপনারাই অবজ্ঞান দ্বারা ভ্রান্ত হইয়াছে। মেং বয়েল ধাতু বিচ্ছেদের এক প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি অনুমান করেন স্বর্ণের কিয়দংশ বিকৃত হইয়া রজত হইয়াছিল. তিনি আরো "বিপরীত ভেষজ সহযোগে স্বর্ণের অপভ্রংশ" নামক এক পুস্তক আপন জীবনকালে প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরে ১৭৩৯ অব্দেও পুনরায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে এক অপূর্ব্ব পরীক্ষার বিবরণ প্রকটন করিয়াছেন; ইহাতেই অনেকেই ধাতুর পরিবর্ত্ত সম্বন্ধীয় রসায়ন মতের অনুকূলে স্বীকার করিয়াছেন।

[সংবাদ সাধুরঞ্জন—ইং ১৮৫২ সাল]

জগতের আশ্চর্য্যতা।

পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইল নির্ণীত হইয়াছে, এবং উহা ২৪ ঘটিকায় একবার নিজ কীলককে প্রদক্ষিণ করে, সুতরাং প্রত্যেক স্থলী ঐ সময়ের মধ্যে ২৫০০০ মাইল

সেকেণ্ড অর্থাৎ ১০৪০ মাইলের অধিক এক ঘটিকায় বা ১৭৩ মাইলাধিক এক পল মধ্যে ধাবিত হয়। যদিও ইহা অতীব এবং ইহার তুলনায় মনুষ্য নির্ম্মিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রের বেগ অকিঞ্চিৎকর বটে পরন্তু ইহার প্রতিযোগিতায় যখন পৃথিবীর স্বপথের উপরি নিচয় প্রতিবার্ষিক আবর্ত্তন ক্রততা বিবেচনা করা যায় তখন তৃতীয় ধ্রুব ধ্যান পরি এই আহ্নিক গতি (যদিও বাস্তবিক বিস্ময় জনক আশুগ) সামান্য ও তুচ্ছ বোধ হয়।

সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব ৯৫০০০০০০ মাইল ইহা পৃথিবী রবিকক্ষ বৃত্তের অর্দ্ধ ব্যাস হইলে সমুদয় ব্যাসের ১৯০০০০০০০ সুতরাং পরিধির ও ৫৯৭০০০০০০ মাইল পরিমাণ উপলব্ধি হয়। যেহেতুক পৃথিবী সূর্য্যকে ৩৬৫ দিনে প্রদক্ষিণ করে, ইহা (৫৯৭০০০০০০ কে ৩৬৫ দিয়া বিভাগ করিবায়) প্রায় ১৬৩৬০০০ মাইল এক দিবসে অথবা [illegible] মাইল এক ঘটিকায় ভ্রমণ করে। এই গণনা দ্বারা ইহা অবধারিত হইতেছে যে পৃথিবী অনন্ত আকাশে প্রতি পলে ১১৩৩ মাইল করিয়া চমৎকার অননুধাবনীয় সংবেগে ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে।

এই বিষয় কেমনি আশ্চর্য্য হউক যে সকল পদার্থ আমাদিগের বিশিষ্ট রূপে ইন্দ্রিয় গোচর হইয়াছে তাহার সহিত তারতম্য করিলে ইহা কোন অংশে অসঙ্গত বোধ হয় না। হৃদয় হইতে শরীরের সমুদায়াংশে কিরূপ সত্বরে শোণিত সঞ্চালিত হয় যাঁহারা জানেন এবং বিবেচনা করিতে পারেন যে যেহেতুক ধমনী ও শিরার নিমিত্তে

যদ্রূপ বেগ যথার্থ আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত তাহা নহে, এই ভূমণ্ডল এবং চতুর্দ্দিক্স্থ অন্যান্য জগৎ ও স্বভাবের মহতী কীর্ত্তির বিবিধ অঙ্গের স্ব২ চক্র মণ্ডল মধ্যে স্বচ্ছন্দাবস্থায় সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় রক্ষণ জন্য কিরূপ প্রবল বেগের প্রয়োজন তাঁহারাই অনুধাবন করিতে পারেন।

[সংবাদ সাধুরঞ্জন—ইং ১৮৫১ সাল]

ব্রকেন পর্ব্বতের ভূত।

আশ্চর্য্য অদ্ভুত বা ভ্রামক পদার্থের মধ্যে ইহা এক পরম ভয় জনক ও সুপ্রাব্য বিষয়, ইহা অতি কঠিন ভাবোৎপাদক হয় এবং সময় বিশেষে বিকট ও সঙ্কট জনক রূপ ধারণ করে। এবম্প্রকার স্বাভাবিক পদার্থের মধ্যে বোধ হয় কোন পদার্থই “ব্রকেনের ভূত” (এক মানুষ মূর্ত্তি যাহা কখন২ হানোবরের হার্টজ পর্ব্বত মধ্যে দৃশ্য হয়) উহা তুল্যরূপ বিস্ময়দ ও প্রশংসিত হইতে পারে না। অনেক পর্য্যটকদিগের দ্বারা এই অদ্ভুত বস্তু নিরীক্ষিত হইয়াছে তন্মধ্যে এম হে এক জন বিজ্ঞান বিশারদ ভ্রমণকারী, তাঁহার বর্ণনা হইতে নিম্নস্থ বিষয় উদ্ধৃত করিলাম।

তিনি কহেন,—“ত্রয়োদশ বার ব্রকেন অচলের উপরি অধ্যারোহণ পূর্ব্বক আমি এই মনোরম অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনের

সুখ গ্রহণে কৃতকৃতার্থ হই। প্রায় চারি ঘটিকার মধ্যে প্রভাকর সুদীপ্ত প্রভায় উদিত হয় এবং আকটর মানশোহিৎ গিরির অভিমুখে পশ্চিমদিক্ বায়ু দ্বারা স্বচ্ছ উজ্জ্বল বাষ্পচয় আনীত হয়, ও পশ্চাৎপূর্ব ভাগে বিমল থাকিবায় নৈর্ঋত কোণস্থ ইস্যাকবুর্গাদি শিখরাবলির কিরণ স্বচ্ছ নির্বিঘ্নে নির্দিষ্ট হয়। প্রায় ৪ দণ্ড ১৫ পল বিগত হইলে; আকাশের বিমলতায় নৈর্ঋত কোণের সমুদয় ভাগ দর্শন গোচর হয় কি না, তাহা নিশ্চয় করণার্থে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম. তখন আকটর-মানশোহির দিকে অনেক দূরে এক ভয়ঙ্কর আকৃতির প্রতি-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। দৃষ্টতঃ এক মাইলের চতুর্থাংশ পরিমিত তাহার দীর্ঘতা! ভয় এবং বিস্ময় আমাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল, কোন বিবেচক মনুষ্য হইলে অবশ্য ম্রিয়মাণ হইত, পরন্তু আমি এক দৈবঘটনা দ্বারা বিরক্ত হইলাম। এক প্রবল বায়ুর দ্বারা আমার টুপী উড়াইয়া প্রায় পতন কালীন তাহাকে ধরিয়া রাখিলাম, মস্তকোপরি আমার বাহু উত্থান করিবায় ঐ অদ্ভুতাকার প্রতিমূর্ত্তিও তদ্রূপ করিল, ইহা দর্শনে আমি যাদৃশ কুতূহলী হইলাম তাহা প্রায় বর্ণনাসাধ্য, কারণ পূর্ব্বে আমি ঐ লিখিত প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণার্থে বহু প্রয়াস পূর্ব্বক অনেকবার আগমন করিয়াও কুতূহল সন্তোষ বা নিবারণার্থ ইহার রূপ কল্পনা করিতে পারি নাই। কিয়ৎকাল পরে আমি যদ্রূপ বক্র হইলাম, আমার সম্মুখস্থ প্রতিমূর্ত্তিও পুনরায় তদ্রূপ হইল। আমি আর একবার তদ্রূপ করণেচ্ছু

হইলাম. পরন্তু আমার বিশাল বন্ধু তখন অন্তর্হিত হইয়াছেন, ইহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় আমি সেই ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম; কিঞ্চিৎ ক্ষণের মধ্যে আকটর মান-শোহির উপরি পুনর্ব্বার ইহা সাক্ষাৎ গোচর হইল. নিকটস্থ সরাইয়ের অধ্যক্ষকে আহ্বান করিয়া আনিয়া আমি পূর্ব্বে একাকী যেখানে স্থিত ছিলাম তথায় উভয়েই স্থিত হইয়া আকটর মানশোহির দিগে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই দৃষ্ট হইল না। আমরা অধিক ক্ষণ দণ্ডায়মান না থাকিতে থাকিতেই সেই রূপ দুই বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি উক্ত উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত হইল, আমাদিগের সহিত তাহারাও শরীর বারম্বার নোয়াইয়া নমস্কার করিতে লাগিল, তদনন্তর অন্তর্হিত হইল। আমরা আপনঃ স্থানে রহিলাম এবং ঐ স্থানের উপর নয়ন নিয়োজিত করিয়া রাখিলাম কিঞ্চিৎ পরে সেই দুই প্রতিমূর্ত্তি আর এক তৃতীয় প্রতিমূর্ত্তি (এক জন ভ্রমণকারির প্রতিমূর্ত্তি যিনি ঐ সময় আমাদিগের সহিত মিলিত হয়েন) সহিত সংযোজিত হইয়া আমাদিগের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল। ঐ প্রতিমূর্ত্তিগণ আমাদিগের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গিমার অনুকার করিয়াছিল, কেবল এই মাত্র প্রভেদ ছিল যে ঐ অদ্ভুত ব্যাপারে কচিৎ শীর্ণ ও অস্পষ্ট কচিৎ সবল ও সুব্যক্ত দৃশ্য হইয়াছিল।"

[সংবাদ সাধুরঞ্জন—ইং ১৮৫১ সাল।]



সংবাদ সার।

কৌতুকী ধীবর।*

ইটালি দেশস্থ এক দুর্গ মধ্যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিরন্তর বাস করিতেন. তিনি বিবাহোপলক্ষে ধন ব্যয় করিয়া চতুর্দ্দিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহাতে স্বচ্ছন্দরূপে আর সকলই আয়োজন হইয়াছিল কেবল সমুদ্রে তুফান প্রযুক্ত মৎস্য মিলে নাই। যাহা হউক ভোজের দিন প্রাতঃকালে ভোজ্যোপযুক্ত প্রকাণ্ডাকার এক মৎস্য লইয়া এক ধীবর আসিয়া উপস্থিত হইল. ইহা দেখিয়া দুর্গ মধ্যস্থ সকলে বড় আহ্লাদিত হইলেন. তাহাতে ঐ বিশিষ্ট লোক ধীবরকে দালানের ভিতর ডাকিয়া সভার মধ্যেতেই ঐ মৎস্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ধীবর তাঁহাকে কহিল যে আমি ইহার মূল্য অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না, কেবল আমার বসনে অনাবৃত পৃষ্ঠদেশে একশত চাবুকের আঘাত করুন্ ইহার ন্যূনাতিরিক্ত হইলে আমি মৎস্য বিক্রয় করিব না। তাহাতে নিমন্ত্রিত জনগণ এবং ঐ বিবাহার্থিব্যক্তি ধীবরের অসম্ভব পণ শুনিয়া অতি চমৎকৃত [illegible] এবং অনেকে ঐ ধীবরকে অনেক উপদেশ

প্রদান ও ভৎর্সনাও করিলেন, তথাপি ধীবর স্বীয় মস্তকার্টা পরিত্যাগ করিলেক না, এতদ্দর্শনে ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিলেন যে ধীবর স্বভাবতঃ কৌতুকী এবং আমাদিগের মৎস্যের আবশ্যকতা আছে, অতএব ধীবরকে সর্ব্বসম্মুখে উক্ত মূল্য উত্তমরূপে প্রদান করাই কর্ত্তব্য, অনন্তর উক্ত মূল্যাঙ্ক প্রস্তুত হইলে ধীবর কহিল যে আপনারা কিঞ্চিৎকাল মূল্য দানে বিরাম করুন, কেননা এই লভ্যের একজন অংশী আছে অতএব সকল লভ্য আপনি গ্রহণ না করিয়া অংশিকে অংশ দান করা উচিত হয়। উক্ত ব্যক্তি এই কথা শ্রবণে ধীবরকে কহিলেন, যে তোর মত কি আর অন্য পাগল আছে? যদি এমত ক্ষেপা কেহ থাকে তবে তাহাকে অবিলম্বে লয়ে এসো। পরে ধীবর কহিল যে মহাশয় তাহাকে আনিতে অধিক দূরে যাইতে হইবেক না, আপনকার দ্বারেই পাওয়া যাইবে, সে দ্বারিরূপেই আছে। সে ব্যক্তি যে আমার লভ্যের অংশী, ইহার কারণ এই যে আমি যে সময়ে এস্থানে আসি, তখন সে অর্দ্ধেক লভ্য না পাইলে আমাকে আসিতে দেয় না তন্নিমিত্ত অর্দ্ধেক অংশ প্রদানে স্বীকার করিয়া আসিয়াছি। ইহাতে ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তি কহিলেন যে ভাল ভাল তবে তাহাকে শীঘ্র লইয়া আইস, বিলক্ষণরূপে অংশ দেওয়া যাউক। পরে ঐ অংশিকে উপস্থিত ব্যাপারে বিলক্ষণরূপে অংশানুসারে দক্ষিণা দিয়া দ্বারস্থকার্য্য হইতে দূরীকৃত করিলেন এবং ধীবরকে বহু অর্থ পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।

[জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা—ইং সন ১৮৩৮।]

অনুদ্দিষ্ট উষ্ট্র।*

এক ফকীর বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে দুইজন সওদাগর সহ সাক্ষাৎ হইল, অনন্তর ঐ ফকীর সওদাগরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমাদিগের কি এক উঁট হারাইয়াছে? তাহাতে সওদাগরেরা কহিলেন, যে হাঁ হারাইয়াছে, পুনর্ব্বার ফকীর জিজ্ঞাসিলেন, যে ঐ উটের দক্ষিণ চক্ষুঃ কাণা ও এক চরণ খঞ্জ কি? উত্তর, হাঁ আছে বটে। তাহার সম্মুখের এক দন্ত ভগ্ন হইয়াছে? হাঁ দন্ত পতিত হইয়াছে। তাহার পৃষ্ঠে এক দিগে মধু ও আর এক দিগে গম আছে? সওদাগরেরা কহিলেন যে ঠিক২। যথার্থ বটে তুমি তাহার যে স্থানে যাহা আছে তাহা ভালরূপে দর্শন করিয়াছ, বোধ করি যে তাহার নিকটে আমাদিগকে লইয়া যাইতে পারিবে। ফকীর কহিলেন যে অহে বন্ধু তোমাদিগের উঁট আমি দর্শন করি নাই, আর উটের যে চিহ্ন তাহাও দেখি নাই। এই কথা বলিলে সওদাগরেরা কহিলেন যে ভাল কৌতুক করিলে যে দেখিতে পাই, সে উটের পৃষ্ঠে যে অলঙ্কার বোঝাই ছিল, তাহা কি হইল? তাহাতে ফকীর উত্তর করিলেন যে আমি তোমাদিগের উঁট ও অলঙ্কার কিছুই দেখি নাই। এই কথা শুনিয়া ঐ সওদাগরেরা ঐ ফকীরকে ধৃত করিয়া কাজী সমীপে লইয়া গেল। পরে কাজী ফকীরের নিকটে উটের অনুসন্ধান পাইবার অনেক

উপায় করিলেন, তাহাতে কোন কিছুই প্রমাণ পাইলেন না, যে ফকীরকে দোষী অথবা মিথ্যাবাদী বলা যায়। অনন্তর কিছুই চিহ্ন না পাইয়া ফকীরকে সেই স্থানস্থ সকলে বলিতে লাগিল যে এ ব্যক্তি ভোজবাজী জানে এবং তাহারা সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল। এতৎসময়ে ফকীর কহিলেন যে আমি তোমাদিগের এই আশ্চর্য্য ব্যবহার দর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত হইতেছি, কিন্তু আমি ইহা স্বীকার করি যে আমার প্রতি তোমাদিগের সন্দেহের অনেক কারণ ছিল। আমি একাকী অনেক কাল এই পৃথিবীতে থাকিয়া অনেক স্থানে ও বনে অনেক ২ দর্শন করিয়াছি আর উট যে পথ দিয়া গমন করিয়াছে আমি সেই পথ দিয়া আগমন করিয়াছিলাম, কেবল উটের পদচিহ্ন রহিয়াছে, মনুষ্যের পদচিহ্ন নাই, ইহাতে বোধ হইল যে অনুদ্দিষ্ট উট; এবং এক দিকের তৃণ পাদ দ্বারা আনত করিয়া গমন করিয়াছে, ইহাতে বোধ হইল যে উটের এক চক্ষুঃ কাণা। আর ধূলির উপরি এক পদের অধিক চিহ্ন হইয়াছে এবং এক পদের চিহ্ন অল্প হইয়াছে ইহাতে বোধ হইল যে ঐ উটের এক পদ খঞ্জ। আর ঐ উট যে ২ তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে তাহার পার্শ্বদ্বয়ের অগ্রভাগ নাই, কিন্তু মধ্যস্থানের রহিয়াছে ইহাতে বোধ হইল যে দন্তহীন। যদি বল যে উটের পৃষ্ঠদেশের এক দিকে মধু আর এক দিকে গম কি রূপে জানিলে উত্তর; পিপীলিকা সকল পথের এক দেশ দিয়া গম মুখে লইয়া গমন করিতেছে আর এক দিকে

মধুমক্ষিকা শব্দ করিতে২ চলিয়াছে, ইহাতেই জানিতে পারিলাম যে এক দিকে মধু ও অন্য দিকে গম আছে।

[জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা—সন ১৮৩৮।]

ইঙ্গরাজদিগের প্রাচীন অবস্থা।

ইঙ্গরাজেরা প্রথম অবস্থাতে মৃগয়া ও গোরক্ষাদি কর্ম্ম করিত, আর কেবল স্বয়ং উৎপন্ন হয় যে সকল দ্রব্য এবং পশুর মধ্যে যাহা নষ্ট করিয়া আনিতে পারিত তাহাই আহার করিত, এবং বন ও গর্ত্ত ব্যতিরেকে তাহাদের বাস করিবার নিমিত্ত অন্য কোন উত্তম স্থান ছিল না।

বোধ হয় যে এতদ্দেশের অনেক২ প্রদেশের লোকেরা কোন২ অংশে প্রায় সেই রূপেই আছে, বাঁকুড়া জেলার লোকের মধ্যে প্রায় অনেকেই নানা প্রকার বীজ ও বনফল মাত্র আহার করে। যাহারা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন তাহারা কহেন যে তাতার দেশের স্থানে২ লোকসকল পর্ব্বতের গহ্বরে বাস করে ও তাহারা অতি দরিদ্র এবং ক্ষীণ ও মলিন। আর তাহাদের আয়ুঃ স্বাভাবিক আয়ুঃ যে পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক। কিন্তু ইহা সত্য বটে যে ঐ অবস্থা উত্তম নহে কেননা আমরা যেমন দেখিতেছি তাহা অপেক্ষা মনুষ্যের অবস্থা অতি উত্তম হইতে পারে। আমাদের ইহা বিবেচনা করা

কর্ত্তব্য যে ব্যবসায় কর্ম্মের নিমিত্তে পরমেশ্বর আমাদিগকে যথেষ্ট শক্তি প্রদান করিয়াছেন, কেননা আমাদের সাধ্যানুসারে অবস্থার উৎকর্ষ হইতে পারে। ইঙ্গরাজেরা প্রথম কালে যে অবস্থায় ছিল তাহারা কি সেই অবস্থায়ই চিরকাল থাকিতে ইচ্ছুক ছিল? জ্ঞান ও সুখ হইবার সম্ভাবনা থাকিতে কি মূর্খতা ও নির্ধনতাবস্থায় থাকিতে আকাঙ্ক্ষিত হয়? আর ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সুখ ও জ্ঞান ত্যাগ করিয়া মূর্খতা ও দরিদ্রতা কেহ চাহে না, বরং মূর্খতা ও দরিদ্রতা দূর করিয়া কোন রূপে সুখ ও জ্ঞানের চেষ্টা পায়।

শীত কালে ও যুদ্ধহইতে পলায়ন সময়ে পৃথিবীর মধ্যে গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া এবং তাহার উপরিভাগে আবরণ দিয়া কৌশলদ্বারা ঐ স্থানে উষ্ণ করিয়া বাস করত তাহারা রক্ষিত হইত। অদ্যাপি ইঙ্গলণ্ডীয় করণুয়াল নামক এক প্রদেশে ও স্কাটলেণ্ডের পশ্চিমাংশে স্থানে২ সেই রূপ বাসস্থান আছে।

অতিশয় প্রাচীন ইঙ্গরাজদিগের গ্রীষ্ম কালের গৃহ সকল এক২ যষ্টি পুতিয়া তাহার উপর বৃক্ষের শাখা ও পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত হইত, কিছু দিন পরে তাহারা বৃহৎ২ কাষ্ঠ পুতিয়া দেওয়ালের ন্যায় করিত। যখন রুমীয়দের কর্ত্তৃক ইঙ্গলণ্ড আক্রান্ত হইয়াছিল সেই পর্য্যন্ত উক্ত রূপ গৃহের আকার ছিল, ঐ সকল গৃহ চারিদিকে সমান ছিল না, কেবল গোল ছিল, আর তাহার চাল ক্রমে উচ্চ ও সরু করিয়া তাহার অগ্রভাগে এক ছিদ্র রাখিত, সেই ছিদ্রদ্বারা

আলো প্রবেশ ও ধূম নির্গত হইত। সমুদয় অসভ্য লোকের রীতি সমানই হইয়া থাকে, ইহার আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত এই যে বঙ্গ উপসাগরের নিকট নিকোবার নামক যে উপদ্বীপ আছে সেই উপদ্বীপস্থ লোকদের গৃহ ঠিক ঐ রূপ।

কিন্তু ঐ সকল গোলগৃহের মধ্যে যে সকল গৃহ অতি উত্তমরূপ নির্ম্মিত হইত, তাহার অধোভাগ প্রস্তরদ্বারা গ্রথিত থাকিত; এঙ্গলসি নামক দেশে ও অন্য২ স্থানে ঐ সকল গৃহের কোন২ চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইঙ্গলণ্ডীয় রাজাদিগের রাজধানীর গৃহ সকল ঐরূপ নির্ম্মিত ছিল এবং তত্রস্থ প্রজাবর্গের গৃহের সহিত রাজার গৃহ আকারে ঠিক এক সমান ছিল, কেবল ঐ গৃহ অধিক বিস্তৃত ও সুদৃঢ় হইত।

তৎকালীন ব্যক্তিদের পক্ষে সেই রূপ গৃহ অতি আশ্চর্য্য ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণকার ইঙ্গলণ্ডীয় রাজাদিগের অতি উত্তম রমণীয় অট্টালিকা হইয়াছে এবং ইঙ্গলণ্ডের পুর্ব্ব রাজ গৃহের ন্যায় অসুখদায়ক অরমণীয় গৃহ কোন ভিক্ষুক বা দরিদ্র লোকেরও নাই।

কেহ কহেন যে, পুর্ব্বেতে ইঙ্গরাজেরা যাহাকে উত্তম নগর কহিত সে বন্য ভূমির এক অংশ মাত্র তার বিপক্ষ-হইতে আপনাদিগের ও পশুদের রক্ষা নিমিত্তে ঐ নগরের চতুর্দ্দিকে প্রণালীর কর্দ্দম অর্থাৎ নরদামার কাদা তুলিয়া বেষ্টন করিয়া রাখিত, ইঙ্গলণ্ডীয় বন সকল তত্রস্থ লোকদের নগর ছিল, কিন্তু যৎকালে রূমীয় লোকেরা ঐ স্থানে বাস করিয়াছিলেন তখন একেবারে গৃহনির্ম্মাণের রীতি

পরিবর্ত্ত হইল। কেম্ব্রেজ নগর হইতে ৮ ক্রোশ দূরে কেমেলেদাইনম নামক নগরে রূমীয় লোকেরা প্রথম বসতি করেন তৎপরে একাদশ বৎসরের পর অর্থাৎ খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পঞ্চাশৎ বৎসরের পর বোডিসি নাম্নী রাণী সৈন্যাধ্যক্ষা হইলে ব্রীটীয়ান লোকেরা দুর্নিবার্য্য আক্রমণ করিয়া তাহাকে নষ্ট করে। ঐ নগর অতি প্রশস্ত এবং দৃঢ়রূপে গ্রথিত এবং নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির ও নৃত্য শালা ও অন্য২ অসাধারণ অট্টালিকাদ্বারা শোভিত ছিল। ইঙ্গলণ্ডেতে রূমীয়দের মত নির্ম্মাণরূপ শিল্পবিদ্যার বৃদ্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ লণ্ডন নগরে তাহার উত্তম নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। রূমীয়দের আক্রমণের পূর্ব্বে বোধ হয় যে উক্ত উপদ্বীপে উত্তম নগর ছিল না; ব্রীটীয়ান লোকদের কেবল একটা অতিক্ষুদ্র নগর বনদ্বারা বেষ্টিত ছিল, কিন্তু রূমীয়দের আগমনের পর অধিক দিন গত না হইতে হইতেই ঐ নগর অতি সম্পত্তিশালি ও অতি রম্য হইয়াছিল।

ইহাতে আমাদের অনুমান হয় যে উপরের লিখিত উক্তি অতি যথার্থ ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে ব্রীটীয়ান লোকেরা রূমদেশীয় শিল্পবিদ্যায় অধিক ব্যুৎপত্তির প্রার্থনায় তাহাদের নিকটে অত্যন্ত বাধ্য হইয়াছিল। এই রূপে যে পর্য্যন্ত সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা ও সুন্দর বস্ত্র না জন্মিয়াছিল সে পর্য্যন্ত ক্রমে২ অন্য২ বিষয়েতেও ব্যুৎপত্তি করিয়াছিল। ব্রীটীয়ান লোকেরা ঐ সকল বিষয়ের যথার্থ মর্ম্ম জানাতে রূমীয়েরা বিপক্ষ বা উদাসীন

লোক হইলেও তাহাদের নিকটহইতে এই সকল গ্রহণ করা স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং ঐ সকল উপকার বহু-মূল্য করিয়া মান্য করিতেন, কারণ ঐ সকল উপকারের পরীক্ষা করাতে উক্ত উপকার যথার্থ লভ্যদায়ক বোধ হইয়াছিল। সেই রূপ ব্রীটীয়ান লোকেরা অর্থাৎ ইঙ্গরাজেরা ভারতবর্ষের কি, নানা প্রকার অবস্থার উত্তম রূপে পরিবর্ত্তন করেন নাই? এতদ্দেশীয় লোকেরা যে সকল শিল্পবিদ্যা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন না তাহা এক্ষণে ব্রীটীয়ান লোকেরা এ দেশে প্রবৃত্ত করাইতেছেন, এবং এতদ্দেশে অনেকানেক স্থান নানা প্রকার অতি রম্য অট্টালিকাদ্বারা শোভিত করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বেতে যেখানে অতি নিবিড় অবণ্য এবং অহিতকারি জলাশয় ছিল সেই স্থানে এক্ষণে অতি রমণীয় ১ পথ হইয়াছে; এই উত্তম ২ পরিবর্ত্ত সকল যদ্যপি প্রথমতঃ এদেশীয় লোকেরা ফলদায়ক জ্ঞান করেন নাই, তথাপি দৃশ্যে অতি মনোহর হইয়াছিল, এবং এক্ষণে তাহার কিছু ফল জানিতেও আরম্ভ করিযাছেন। ব্রীটীয়ান লোকেরা এদেশে যে রূপ উপকার দর্শাইয়াছেন তাহার নিদর্শন এই মহানগর কলিকাতাই দেখা যাইতেছে, কেননা এ দেশের যে অংশে উক্ত লোকদের কোন সম্পর্ক নাই সে সকল দেশ অপেক্ষা এই নগরের বাণিজ্য ও ধন এবং জন আর চতুরতা কত অধিক হইয়াছে।

ইঙ্গরাজদিগের সৎবুদ্ধির উত্তম ফলের চমৎকার প্রমাণ শিঙ্গাপুরে দেখা যাইতেছে। যে শিঙ্গাপুর নুতন বসতি হইয়া অতি উন্নতি শালী হইয়াছে, আর যে শিঙ্গাপুরেতে

নের টামস রাফলস্ সাহেব তাঁহার উত্তম বুদ্ধি ও রাজশাসনের সুরীতিদ্বারা দুই শত লোকহইতে সহস্র ২ লোক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, এবং যাহা পূর্ব্বে এক অতি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল তাহাই এক্ষণে অতি উন্নত নগর হইয়াছে।

ইঙ্গরাজ লোকেরা পূর্ব্বে নিবিড় বন মধ্যে থাকাতে তাঁহাদের গাত্রের চর্ম্ম সকল নীলবর্ণ ছিল ও তাহাদের অনাবৃত গাত্রেতে নানা প্রকার পশুর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিত, এবং ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তিকে এরূপ অলঙ্কার বোধ করিত যে সে সকল প্রতিমূর্ত্তি অন্য ২ লোককে দর্শাইবার নিমিত্তে বস্ত্রাদি পরিধান করিত না, অতি সুধার সুচির অগ্রদ্বারা গাত্রের চর্ম্ম সকল বিদ্ধ করিয়া ঐ রূপ প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিত, এবং অতি বালককালেই ইহা আরম্ভ করাতে যত বয়োধিক হইত তদনুসারে উক্ত বিষয়ের বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইত।

ইঙ্গরাজ লোকেরা পূর্ব্বেতে এই রূপ অসভ্য অবস্থায় ছিল বটে, কিন্তু তথাপি কবিতার রস আস্বাদনে উত্তম পণ্ডিত ছিলেন, তাহারা ঈশ্বরের স্তবের নানা প্রকার ধর্ম্মবিষয়ক গীত রচনা করিতেন এবং বলি প্রদান কালে ও অন্য ২ ধর্ম্ম কর্ম্মেতে ঐ সকল গীত গান করিতেন।

[বিজ্ঞান সারসংগ্রহঃ—সন ১৮৩৬]

সন্তোষের উপায়।

ইটালি দেশস্থ এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ স্বীয় নিরাকাঙ্ক্ষতায় অতিশয় খ্যাত ছিলেন; তিনি জীবদ্দশায় নানা প্রকার

ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াও, কখন খেদান্বিত ও অস্থির হয়েন নাই। এক দিবস তাঁহার এক পরম বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমার এতাদৃশ সন্তুষ্টি ও স্থির থাকিবার গোপনীয় কারণ কি? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে তাহার কারণ এই. যে আমি স্বীয় চক্ষুর যথার্থ ব্যবহার করি, তাঁহার বন্ধু ইহার ভাব না বুঝিয়া তাঁহাকে স্পষ্ট রূপে কহিতে বলিবাতে তিনি কহিলেন যে, আমি যে অবস্থায় থাকি তদবস্থায় প্রথমে স্বর্গে দৃষ্টিপাত করিয়া বিবেচনা করি যে ঐ স্থানে যাইবার উপায় চিন্তা আমার এখানকার কর্ম্ম; অনন্তর পৃথিবীতে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া অনুমান করি যে আমি পরলোক প্রাপ্ত হইলে এই জগতের অত্যল্প স্থানে আমার দেহ থাকিবে, ও জগতের চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখি, যে আমা অপেক্ষা অনেক লোক দুর্ভাগ্য ও অসুখী আছে।

এই রূপ বিবেচনাদ্বারা আমি দেখি যে আমার খেদের কোন কারণ নাই ও এই প্রকারে যথার্থ সুখ জ্ঞাত হইতে সক্ষম হই।

[জ্ঞানোদয়—সন ১৮৩২]

বহুরূপ নামক জীবের বিষয়।

এই জন্তু ইচ্ছানুসারে আপন বর্ণের পরিবর্ত্ত করে; আফ্রিকা দেশে ও ভারতবর্ষে ইহার জন্ম হয়, এতদ্ভিন্ন ইউরোপের দক্ষিণাংশেও ইহাকে পাওয়া যায়। এই জন্তু

অহিংসক কেবল ক্ষুদ্র২ কীট ভক্ষণ করিয়া কাল যাপন করে, একারণ তাহার জিহ্বার অতি আশ্চর্য্য গঠন! তাহার শরীর এক হস্ত পরিমিত ও মুখের অগ্রভাগ নলাকৃতি দীর্ঘ, তৎপ্রযুক্ত তাহারা ক্ষুদ্র২ জন্তুদিগকে অনায়াসে ধরিতে পারে এবং কাঠঠোকরা পক্ষির ন্যায় তদুপরি জিহ্বা নিঃক্ষেপ করে, আর ঐ আহারীয় দ্রব্য ওষ্ঠগত হইবামাত্রেই জিহ্বা সম্বরণ করে। এই জন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে পারে, লোকে সচরাচর কহিয়া থাকে যে কৃকলাশ বাতাস খাইয়া বাঁচে।

ঐ জন্তুর লাঙ্গূল আছে এবং সেই জন্তু নয় ইঞ্চি দীর্ঘ ও তদৰ্দ্ধেক প্রশস্ত, যখন তাহারা উদর স্ফীত করে, তখন ঐ স্ফীততার অনুসারে প্রশস্তের বৃদ্ধি হয়। তাহার মস্তক মৎস্যের ন্যায়, শরীরের সহিত সংযুক্ত, ইহার গোল চক্ষুঃ অদৃশ্য আলের উপর চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে, ঐ চক্ষুঃ তাহার মস্তকোপরি কোটর মধ্যে আছে তাহার মধ্যদিয়া চক্ষুর উজ্জ্বল তারা দৃশ্য হয়, ঐ তারা হরিদ্রাবর্ণরেখায় বেষ্টিত, সেই চক্ষুর আশ্চর্য্য গঠন এবং তাহার ঘূর্ণনপ্রযুক্ত সম্মুখ ও পশ্চাৎস্থিত এবং পার্শ্ববর্ত্তি তাবৎ মনুষ্যকে তাহারা দেখিতে পায়, আর তাহারা এক চক্ষুঃ স্থির করিয়া অন্য চক্ষুঃ ঘুরাইয়া সকল দিকস্থিত লোককে দর্শন করিতে পারে। সেই চক্ষুর্দ্বয় রক্ষার্থে নয়নের উপরিভাগে শক্ত মাংস আছে এবং তাহার কপাল ও নাসিকা পর্য্যন্ত স্থানে আর এক খান মাংস আছে, তাহার মুখ বৃহৎ ও দন্ত আছে। তাহার জিহ্বা সচ্ছিদ্র,

হস্তিশুণ্ডের ন্যায় ঐ জিহ্বা তাহার শরীরার্দ্ধ পরিমিত; তাহারা কীটপতঙ্গাদি আহার করে, কিন্তু তাহা ছোঁ মারিয়া ধরে; এবং নখ কিম্বা লাঙ্গূল দ্বারা বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলে।

এক সাহেব কহেন যে, যে বহুরূপ জন্তু তাঁহার নিকটে ছিল, তাহার সবুজ্‌বর্ণ গাত্র ও তাহাতে নীলরঙ্গ বিন্দু ২ ছিল; কখন ২ তাহা পরিবর্ত্ত হইয়া পীত ও রক্তপীত মিশ্রিত বর্ণ হইত। যখন সে ক্রোধ করিত, কিম্বা তাহার নিকটে কুক্কুর আসিত, তখন ঐ বর্ণ স্পষ্ট বোধ হইত, আর তাহার শরীরও স্ফীত হইত, এবং তাহার চর্ম্ম কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় পীত ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং যে গৃহে সে থাকিত, সেই ঘরে এক খান কৃষ্ণবর্ণ তক্তা ছিল, তাহার নিকটে সে কদাচিৎ আসিত না। অকস্মাৎ যদি সেই তক্তার নিকটে সে জন্তু আইসে কি কৃষ্ণবর্ণ টুপী যদি সেখানে রাখা যায়, তবে সে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে. এবং যখন তাহা স্থানান্তর করা যায়, তখন তাহার ঐ বর্ণের পরিবর্ত্তন হঠাৎ হয় এবং তাহার শরীরও অতি বৃহৎ হয়। ইতি।

[জ্ঞানোদয়—সন ১৮৩২।]

বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত।

বঙ্গদেশের নাম পূর্ব্বে গৌড় ছিল, বোধ হয় যে তাহা সকল অথবা তাহার অধিকাংশ বঙ্গ উপসাগরের চড়া,

বিশেষতঃ চব্বিশপরগণা, মেদিনীপুর, যশোহর ও রাজসহলের সীমা পর্য্যন্ত প্রথমে চড়া ছিল, পরে সুন্দরবনের ন্যায় জঙ্গল হয়, অনন্তর ক্রমে২ পরিষ্কার হইয়া বসতি হইয়াছে। যখন রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য শিবানন্দ মজুমদার, ৩০০ বৎসর হইল, যশোহর নগর স্থাপন করিয়া তথায় বসতি করিলেন, তখন ঐ স্থান সমুদ্রতীরস্থ এক বন ছিল।

নীচে লিখিত নানা গ্রামের নামদ্বারা বোধ হয় যে এইদেশ সমুদ্র হইতে উদয় হইয়াছে।

(১) সুখসাগর; চাকদা অর্থাৎ চক্রদ্বীপ; নদীয়া অর্থাৎ নবদ্বীপ; অগ্রদ্বীপ; ডুমুরদহ; নলদী অর্থাৎ নলদ্বীপ; চন্দ্রদ্বীপ; মালদহ, গেঁয়োখালি; মধুখালি; হাঁসখালি; ধোবাখালি; নলডাঙ্গা; গোবর ডাঙ্গা; বামন ডাঙ্গা; ভোলাডাঙ্গা; এই সকল চড়াভূমি।

সাগর, দ্বীপ, খাল, ডাঙ্গা, দহ, ইত্যাদি শব্দেতে বোধ হয়, সমুদ্র সম্পর্কীয় এই সকল নাম, ইহা সমুদ্রোত্থিত ভূমি ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার ভূমিতে অর্শে না।

(২) বঙ্গ দেশে মিষ্ট জলের নিমিত্ত ভূমি খনন করাতে দৃষ্ট হইয়াছে, যে ১২০ হাত পর্য্যন্ত খনন না করিলে প্রকৃত মৃত্তিকা স্পর্শ হয় না, অতএব বোধ হয় তদুপরিস্থ যত ভূমি, সে সমুদায় চড়া।

বিশ হাত গম্ভীর এমত কোন২ পুষ্করিণী খনন করাতে ভাঙ্গা নৌকার অবয়ব, ও যুদ্ধ নৌকার সরঞ্জাম, ও বৃক্ষের গুঁড়া ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে।

(৩) যে মুসলমানেরা পশ্চিম দেশ জয় করিয়া দিল্লীতে আপনারদের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এতদ্দেশ দোজাক্ অর্থাৎ নারকীয় ভূমি জ্ঞান করিতেন; অতএব তাঁহাদের মধ্যে কোন আমীর মহাপরাধী হইলে, এবং ঐ অপরাধি ব্যক্তির পদদূষ্টে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন দণ্ড-সম্ভব না হইলে, দেশবহিষ্কৃত করণের যোগ্য বুঝিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে পাঠাইতেন। এই রূপে বঙ্গদেশে যাহারা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মল্লিক কাসীম নামক এক ব্যক্তি হুগলির পশ্চিমে বাস করিল, সেই স্থানে এক হাট অদ্য পর্য্যন্তও তাহার নামে বিখ্যাত আছে। এবং তদ্রূপ আহম্মদ বেগম নামক অপর এক ব্যক্তিও ছিল, অদ্যাপি তাঁহার জমী-দারী বাঁশবাড়িয়ার সম্মুখাসম্মুখী আছে, এবং তত্রস্থ হাট ও গঞ্জ ও খাল তাঁহার নামে বিখ্যাত আছে; মীর বেগেরও এক কাঁচা কিল্লা ও বসতি বাটী হুগলির সম্মুখে ছিল, তাহাকে অদ্যাপি মীরখাঁগড় বলিয়া ডাকে।

(৪) বঙ্গীয় ভূমি সকল অতি নীচ ও জঙ্গলাবৃত ছিল, কিন্তু দেশের মধ্যে কোন রাজা বা খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এমত বোধ হয় না; অথচ তৎসমকালে মণিপুর, জয়ন্তীপুর, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা স্ব ২ দেশকে স্বর্গ কহি-তেন, বিশেষতঃ ত্রিপুরাদেশীয় লোকেরা অদ্যাপি আপনার-দের নৃপতিকে স্বর্গদেব অর্থাৎ স্বর্গেন্দ্র বলিয়া ডাকেন।

(৫) বঙ্গ দেশীয় লোকেরা হিমালয় এবং অন্যান্য পর্ব্বতীয় শ্রেণীকে স্বর্গের ন্যায় বোধ করেন, অতি বিখ্যাত কবি কালিদাসও হিমালয়কে স্বর্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

"(৬) গ্রীকীয় ও যবনীয় ও ইউরোপীয় দেশ পর্য্যটক ইতিহাসবেত্তারা বঙ্গদেশ বিষয়ক কিছু প্রস্তাব করেন নাই ; তাঁহারদের নানা গ্রন্থের মধ্যে বঙ্গদেশের নামও পাওয়া যায় না।

(৭) ভারতবর্ষের মধ্যে সিকন্দরশাহা নামে বিখ্যাত যে আলেকজান্দ্র তিনি কাশ্মীর দেশের দক্ষিণাংশে আগত হন নাই, সুতরাং বঙ্গদেশ দর্শন করিতে তাঁহার অবকাশ হয় নাই, অতএব তিনি যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্গদেশের নাম পাওয়া যায় না। মেগাস্থনিস নামক এক জন প্রসিদ্ধ ইতিহাস বেত্তা, বঙ্গদেশের প্রসঙ্গও করেন নাই।

(৮) টলেমি মগধের রাজধানীতে আগমন করিয়া পাটনা নগর পাটলীপত্র বলিয়া বিখ্যাত করিলেন, তিনিও বঙ্গদেশের বিষয় কিছুমাত্র লেখেন না ; হিরডটস ও স্ত্রাবো নামক দুই ব্যক্তি হিন্দুস্থানের ভূগোলীয় বৃত্তান্ত বিষয়ক উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গ দেশের প্রস্তাব করেন নাই ; প্লিনি ও পিথাগোরস এবং অন্যান্য প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা তৎকালীন হিন্দুরদের আচার ব্যবহার ও বিদ্যার বিষয় অনেক প্রকার বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গ দেশীয় বৃত্তান্ত কিছু লেখেন নাই।

এই সকল বিবরণ দৃষ্টে বোধ হয়, যে বঙ্গ দেশ আধুনিক এবং যে সকল লোক এইক্ষণে বঙ্গ দেশে বাস করিতেছেন, ইহাঁরা দেশের আদিম লোকের সন্তান নহেন ; এই প্রযুক্ত বাঙ্গালি লোকেরদের মধ্যে কোন প্রাচীন গ্রন্থ নাই। এই২

কারণ দৃষ্টে বোধ হয় যে লিখনের উপায়ও তৎসময়ে সৃষ্ট হয় নাই, এবং কাগজে মণ্ড বা স্বিন্ন তণ্ডুলের মাড় থাকা-প্রযুক্ত হিন্দু লোকেরা স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাহাকে কাগজ কহিতেন এবং লেখনীকে কলম বলিতেন, কলমও আরবীয় কথা; কলমের কাটিসকল বিদেশ হইতে আসিত।

প্রাচীন হিন্দু লোকেরা তালপত্রে লিখিতেন, তৎপ্রযুক্ত এইক্ষণে লেখনীয় কাগজকেও পত্র কহিয়া থাকেন, এবং লেখনীর পরিবর্ত্তে তাঁহারা লোহার কাঁটাতে লিখিতেন, অতএব কটক প্রদেশে ঐ কাঁটার দ্বারা অদ্যাপি লিখন ব্যবহার চলিতেছে. এই সকল ব্যাপারেতে বোধ হয় যে তৎসময়ে তাদৃশ লিখন পঠন ব্যবহার ছিল না।

কিন্তু পশ্চিম দেশস্থ লোকেরা সভ্য হওনের অথবা তাহারদের নিকটে বিদ্যার প্রতিভা দীপ্ত হওনের পূর্ব্বে, এই দেশ যে অতি প্রাচীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল. ইহাতে কেহ২ বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রমাণও দর্শিয়া থাকেন; অতএব যদি এই সকল বিষয় অন্যান্য দেশীয় ইতিহাসের সঙ্গে ঐক্য ও বিবেচনা করা যায়, তবে বোধ হইবে যে বঙ্গ দেশ যদ্যপি অন্যান্য দেশাপেক্ষা প্রাচীনও না হয় তথাপি তত্তুল্য কালীন হইবে।

(১) হিন্দুরদের সর্ব্বাপেক্ষ প্রাচীন ইতিহাস মহাভারতের মধ্যে গঙ্গাসাগরের নাম লিখিত আছে, তাহাতে বোধ হয়. যে তৎকালে তচ্চতুর্দিকস্থ প্রদেশও ছিল।

(২) রামায়ণে লেখে ইন্দ্র, সূর্য্যবংশীয় সাগর রাজার যজ্ঞীয়

অশ্ব হরণ করিয়া সাগরের দ্বীপের মধ্যে রাখিয়াছিলেন; পরে রাজার পৌত্র অংশুমান্ ঐ অশ্ব কপিল মুনির আশ্রমে পাইয়াছিলেন, ঐ স্থান সাগর দ্বীপান্তঃপাতি এবং কপিল মুনির আশ্রম বলিয়া খ্যাত।

(৩) ঐ রাজবংশীয় রঘুনামক রাজা নানা দেশ জয় করিয়া ভ্রমণ করত, বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন এবং বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া গঙ্গাতীরে স্বীয় জয়ের চিহ্ন নির্ম্মাণ করিলেন, পরে তিনি বঙ্গ উপসাগরের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাহার তট হইয়া উৎকল দেশে গমন করিলেন, ইহার বিবরণ সকল মহাভারতে পাওয়া যায়, এবং অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ নামক কাব্যের মধ্যে লিখিয়াছেন।

(৪) ভগীরথ, হিমালয় পর্ব্বত হইতে গঙ্গা আনয়ন করত অবশ্যই বঙ্গ দেশ দিয়া সাগরে গমন করিয়া থাকিবেন, তৎপ্রযুক্ত কপিল মুনির আশ্রমকে গঙ্গাসাগর বলিয়া কহে।

(৫) যে সময়ে গঙ্গা বঙ্গ দেশ দিয়া গমন করত সমুদ্রগতা হইলেন, তৎসময়ে কালীঘাট নামক অতি প্রসিদ্ধ তীর্থ ছিল।

(৬) যমুনা ও সরস্বতী নদী গঙ্গাহইতে নিঃসৃতা হইয়া যমুনা পূর্ব্বদিগে সুখসাগর দিয়া, এবং সরস্বতী পশ্চিম দিগে বাঁশবেড়িয়া ও ত্রিবেণী দিয়া বহে, তাহাতে ঐ স্থান দক্ষিণ প্রযাগ বলিয়া বিখ্যাত আছে।

(৭) এই দেশ পূর্ব্বে অসুর কর্তৃক শাসিত হইত, তাহারদের মধ্যে শম্বরাসুর দক্ষিণ বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, তিনি কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন কর্তৃক হত হয়েন, এবং ঐ শব

সুখসাগরের নিকটস্থ মনসাপোতা নামক হ্রদে নিঃক্ষিপ্ত হই-য়াছিল, তৎপ্রযুক্ত ঐ হ্রদ প্রদ্যুম্ন হ্রদ বলিয়া খ্যাত আছে।

(৮) দুর্য্যোধনের সৈন্যেরদের প্রধান এক জন ভগদত্ত নামক ঢাকা প্রদেশে বাস করিতেন, এবং তাঁহার ঐ স্থান অদ্যাপি ভগালয় বলিয়া বিখ্যাত আছে।

(৯) বৃহৎকথা গ্রন্থে লিখিত আছে যে বঙ্গ দেশীয় একজন রাজা যুদ্ধার্থ কলিঙ্গ তটে গমন করিয়াছিলেন, এবং অতি বিখ্যাত এতদ্দেশীয় বণিক শ্রীমন্ত চাঁদ এবং ধনপতি সময়ক্রমে অর্ণবযানে সিংহল দ্বীপে গমন করিতেন।

অতএব রঘুরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গ দেশ জয় — সগর রাজার যজ্ঞীয় অশ্বের সাগর দ্বীপে প্রাপ্তি — অতি বিখ্যাত কালীঘাট তীর্থ — বঙ্গদেশ দিয়া গঙ্গার সমুদ্রে সঙ্গম ও ত্রিবেণী অর্থাৎ দক্ষিণ প্রয়াগ তীর্থ — ভগদত্ত রাজার নিবাস-স্থান — বঙ্গদেশীয় রাজার কলিঙ্গ তটে যুদ্ধযাত্রা এবং উক্তবণিকেরদের সময়ক্রমে সিংহলদ্বীপে দীর্ঘ যাত্রা, ইত্যাদি বিবরণ বিবেচনা করিলে, বোধ হয় যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বেও বঙ্গ দেশ ছিল।

[শ্রীরামকমল সেন—ইং সন ১৮৩৪।]

আকবর বাদসাহের সুবিচার।

আকবর বাদসাহের শাসন সময়ে, দিল্লী নগরবাসি এক ধনি সদাগর বহুকাল পর্য্যন্ত কৃপণ স্বভাবে অনেক ধন সংগ্রহ

করিয়াছিল ; তৎকালে ধন রক্ষণের কুঠি প্রভৃতি উত্তম ছিল না, অতএব ধন রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত কঠিন ছিল ; একারণ ঐ সদাগর এক সময়ে আগ্রা নগর গমনে প্রস্তুত হইয়া তাহারি বহুমূল্য সম্পত্তি সকল চর্ম্মনির্ম্মিত সপ্ত জালাতে পুরিয়া প্রতিবাসি কাজী মিত্রকে কহিলেন, হে মিত্র, আমার এই সাতটা জালা আপন বাটীতে রাখুন, ইহাতে ঘৃত আছে, পথে ঘৃতের অভাব নাই, অতএব ইহা রাখিয়া যাইতেছি, প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় লইব ; কাজী কহিলেন, ভাল আপনি এক গৃহের কোণে রাখিয়া যাউন, আসিয়া লইবেন। কিঞ্চিৎকাল পরে সুচতুর কাজী ঐ সকল জালার ভার বিবেচনা করিয়া অনুমান করিলেন, ইহাতে ঘৃত না হইবে, মুখাবরণ খুলিয়া দেখিলেন, যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইল, সদাগর ঘৃতবলিয়া ধন পরিপূর্ণ জালা রাখিয়া গিয়াছে, একপ অনায়াস লব্ধ ধনে ধনী হইতে পারিলে, এমত সুসময় কে ত্যাগ করে কাজী তৎক্ষণাৎ ঐ ধন গোপন করিয়া, জালা সকল ঘৃত পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলেন।

কিছু কাল পরে সদাগর বাটীতে আসিয়া কাজীর নিকট গিয়া সাতটা জালা চাহিলেন, তাহাতে কাজী কহিলেন, আপনার ঘৃতের জালা গৃহের কোণে আছে, লইয়া যাউন। সদাগর তাড়াতাড়ি জালাসকল বাটীতে আনিয়া খুলিয়া দেখেন, কাজীর কথাই সত্য হইল, জালা সকল ধনশূন্য ঘৃতে পরিপূর্ণ আছে, তাহা দেখিয়া সদাগর অস্তব্যস্তে কাজীর নিকট গিয়া কহিলেন, আমার ধন কি হইল, তুমি সর্ব্বনাশ করিয়াছ, আমার ধন দেও, তাহাতে কাজী কহিলেন, তুমি কি আমার প্রতি

মিথ্যা দাওয়া করিতে আসিয়াছ, সদাগর তাহা না শুনিয়া ব্যস্ত করিবাতে কাজী আপন ভৃত্যকে কহিলেন, যে ইহাকে গলে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক বাহির করিয়া দে।

অনন্তর সদাগর ধনের শোকে পাগলের ন্যায় হইয়া, বিচার স্থানে দরখাস্ত করিলেন, কিন্তু ঐ বিচার স্থানে কাজীর সম্ভ্রম ছিল, এবং অকাতরে ধন ব্যয় করিতে লাগিলেন; একারণ ধনলোভী আমলাগণ কাজীর পক্ষে হইবাতে বিচারস্থলেও সদাগরের ফল দর্শিল না, পরন্তু মোকদ্দমা জয় করণেতেও কাজীর সন্তোষ হইল না, তিনি পুনরায় সদাগরের উপর এই অভিপ্রায়ে অভিযোগ করিলেন, যে সদাগর তাঁহার মিথ্যা কলঙ্ক করিয়াছেন, ইহাতে বিচারপতিরা অসহায়ি সদাগরের প্রাণদণ্ড আজ্ঞা করিলেন।

অনন্তর অপরাধি সদাগরকে যে করিয়া মারিয়া ধরিয়া গালাগালি করিয়া প্রাণগ্রাহক ফাঁসুড়িয়া লোকেরা রাজবাটীর সম্মুখ মাঠের মধ্যে ফাঁসির কাষ্ঠের নিকট আনিল, এবং এক ব্যক্তি গালি দিয়া পদাঘাত পর্য্যন্তও করিল; এরূপ দেখিয়া চতুর্দিকে লোকের গোল হইতে লাগিল, এই সময়ে সদাগর নিরুপায় দেখিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কহিলেন, হে পরমেশ্বর, আমার কোন অপরাধ নাই, বিনা দোষে ইহারা প্রাণদণ্ড করিতেছে, এই কথা শ্রবণে তাবৎ লোক রাজবাটীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া অন্যায় ২ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

আকবর বাদসাহ পূর্ব্বাবধি জানালার নিকট দাঁড়াইয়া গোল দেখিতেছিলেন, এই সময়ে লোকেরা রাজবাটী নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অন্যায় ২ বলিবাতে, বিবেচনা করিলেন যে তাহার নিকট ঐ

সদাগরের মোকদ্দমার আপীল হইল, তাহাতে বাদসাহ কৃপা করিয়া কহিলেন, যে এই সদাগরের ফাঁসি হইবেক না, পুনরায় উহার মোকদ্দমা বিচার করিতে হইবেক, এবং নিকটস্থ বীরবল মন্ত্রিকে কহিলেন, হে বীরবল, আমার বোধ হয় ঐ ব্যক্তির যথার্থ বিচার হয় নাই, ইহাতে কোন ছল হইয়া থাকিবে, অতএব কল্য এই মোকদ্দমার সূক্ষ্ম বিবেচনা করা যাইবেক, ইহাতে সর্ব্বকার্য্যক্ষম তীক্ষ্ণবুদ্ধি বীরবল কহিলেন, হে ভূপাল, এই ব্যক্তির মোকদ্দমাতে আমিও কিঞ্চিদ্বিবেচনা করিব।

পরদিবস প্রাতঃকালেই রাজধানীর লোকেরা সদাগরের মোকদ্দমার কিরূপ বিচার হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত রাজ সভার চতুর্দিগ্ বেষ্টিত করিয়াছিলেন; এই সময়ে আমীরগণে বেষ্টিত হইয়া বাদসাহ সিংহাসনোপবেশনার্থ আগমন করিলেন, এবং বহুমূল্য মণিমুক্তা সুশোভিত সিংহাসনে বসিবামাত্র, অধিকারস্থ রাজগণ যথাযোগ্য নজর দিতে লাগিলেন, ইহার পর নৃপতির লোকেরা কাজীকে ও সওদাগরকে সাক্ষাতে উপস্থিত করিল, তৎকালে সদাগরের প্রাণরক্ষার কোন উপায় ছিল না, একারণ মৃত্যুভয়ে সদাগর অত্যন্ত কাতর ছিলেন, কিন্তু কাজী অর্থদ্বারা বিচার ক্রয় করিয়াছিলেন, এপ্রযুক্ত তাহার ভয় কিঞ্চিৎ মাত্রও ছিল না; এই সময়ে উজীর মোকদ্দমার কাগজ পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং বাদসাহ বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকস্থ দিদৃক্ষু লোকদের প্রতি নয়নার্পণ করিয়া দেখিলেন, যে তাবৎ লোক নীরব হইয়া শ্রবণ করিতেছে; অনন্তর বাদিপ্রতিবাদির প্রতি দৃষ্টি

করিয়া দেখিলেন, সদাগরের প্রাণ ধুক্২ করিতেছে, এবং কাজী তদপেক্ষা সুস্থির বটেন, কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগ জন্মিয়াছে, এই দেখিয়া, মহারাজ নিকটস্থ ভৃত্যকে কহিলেন, বাহিরে দুই তাম্বু ফেল্ এবং এক তাম্বুতে সদাগরের স্ত্রীকে এবং অন্য তাম্বুতে কাজীর বিবিকে আসিতে বল, কিন্তু দেখিও কোন প্রকারে যেন ঐ দুই স্ত্রীলোকের অপমান না হয়।

পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা যাহা শুনে, তাহাই করে, অতএব বাদসাহ যে রূপ আজ্ঞা দিলেন, তাহাই করিল, কিন্তু দিদৃক্ষু লোক সকল চমৎকার ভাবিয়া নীরব হইয়া রহিলেন, এই সময়ে যাহাতে লোকেরা মুখভঙ্গী দেখিয়া মনের ভাব না টের পায়, সেই রূপ মহাভার মুখ করিয়া আজ্ঞা দিলেন, যে ইহারা এক২ জন এই সিন্দুক লইয়া আপন২ স্ত্রীর সহিত জীবন শেষের সাক্ষাৎ করিয়া আইসুক; রাজার নিকট পুনরায় বিচার হইবাতে সদাগরের যে কিঞ্চিৎ জীবনাশা ছিল, এই আদেশ শুনিয়া তাহাও গেল, পরিশেষে জীবনাশা শেষ জানিয়া সিন্দুক স্কন্ধে করিয়া স্ত্রীর তাম্বুতে প্রবিষ্ট হইলেন, তথায় গিয়া, দেখেন, তাহার স্ত্রী ভর্ত্তার মৃত্যু ও স্বীয় বিপদ্ নিশ্চয় করিয়া, রোদন করিতেছে, এবং পতি নিকট আসিবামাত্র স্ত্রী কহিলেন, হে প্রিয়তম, এই কি তোমার পুণ্যের প্রতিফল হইল, রাজা এইক্ষণে তোমার প্রাণদণ্ড করিবেন, অতএব আমার সহিত সন্দর্শনের শেষ হইল, আমি বোধ করি, আমাকে মারিতে আনিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে খেদ করি না, আমাকে

মারিয়া যদ্যপি আপনার প্রাণরক্ষা করেন, তবে সন্তোষ হইবে, পরন্তু তাহা করিবেন না, অতএব তোমার প্রাণদণ্ড করণেতে রাজাকে অভিশাপ দিতেছি, এবং আমার প্রাণদণ্ড করণেতে রাজাধিরাজকে আশীর্ব্বাদ করি, তাহাতে সদাগর কহিলেন, আমার প্রাণ রক্ষার কোন উপায় নাই, কেবল পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়াছি, আমি এবিষয়ে দোষী নহি, কিন্তু নিশ্চয় বোধ কর, অন্য কোন পাপ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য প্রাণদণ্ড হইতেছে এই বলিয়া, পত্নীর নিকট হইতে আসিয়া, বাদসাহের সাক্ষাতে সিন্দুক রাখিলেন।

অনন্তর কাজী ঐ সিন্দুক লইয়া তাঁহার স্ত্রীর তাম্বুতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, ঐ স্ত্রী কাজীর প্রতি প্রকোপ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া, নেত্রবারি নিঃসারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, কাজি কাজি কাজি তোমার লোভেতে কি আমাকে এই ঘোরতর বিপদে ঠেকিতে হইল, আমি তোমার কুবুদ্ধির কর্ম্মেতে সর্ব্বদাই ভাবিত ছিলাম, যে কোন্ দিন কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে; তোমার ঘাড়ে সিন্দুক কেন? তখন কাজী নম্রভাবে কহিতে লাগিলেন, হে প্রিয়তমে, তুমি কোপ করিয়াছ কেন, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, আমারদিগের কোন ভয় নাই, এবং উজীর সাহেবও আমাকে এইরূপই বলিয়াছেন বিশেষতঃ আকবর বাদসাহ বালক, তিনি আমার কি দোষ ধরিতে পারিবেন, তুমি দেখ, উজীর আমার পক্ষে আছেন এবং যে খোষামদীয়া বীরবল সকলের দোষ ধরিয়া বেড়ায়, সেও অদ্য বিচারস্থলে আসে নাই, বাদসাহ

মনের খেয়ালে, আমার ঘাড়ে একটা সিন্দুক দিয়াছেন, ইহা-তেই কি আমাকে দোষী করিবেন, আমার দোষ এ স্থলে বাহির হইবেক না, যদি প্রস্তর জল হয় তবে আমার সে দোষ খণ্ডিত করিতে পারিবেন। ইহাতে তাহার স্ত্রী উত্তর করিল, ভাল ২ তোমার যে অগাধ বুদ্ধি তাহাতে কোন ফল হইবেক না, কবে না জানি আমাকে পর্য্যন্ত বিপদে ফেলিবে। পুনরায় কাজী কহিলেন, হে প্রিয়ে, তুমি স্থির হও, এই বলিয়া, বাদসাহের সাক্ষাতে প্রত্যাগত হইয়া সিন্দুক রাখিলেন।

সিন্দুক লইয়া যাতায়াতের মর্ম্ম সভাস্থ কেহ বুঝিতে পারি-লেক না, অতএব ইহার পরে মহারাজ কি আজ্ঞা দিবেন, এই অপেক্ষাতে সকলে বাদসাহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন; অনন্তর বাদসাহ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বহস্তে সিন্দুক খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, আমি যাহার বুদ্ধিতে রাজ্য শাসন করি, তুমি আমার সেই মন্ত্রী বীরবল শীঘ্র গাত্রোত্থান কর, পরমেশ্বর তোমার দ্বারা দিয়া সত্য প্রকাশ করুন; পরে অগম্য-বুদ্ধি বীরবল তৎক্ষণাৎ সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া উচিত-মতে বাদসাহকে প্রণাম করিলেন, এই সময়ে সভাস্থ আমীরগণ এবং অন্যান্য লোকেরা এই আশ্চর্য্য দেখিয়া, ঘোর কোলাহল উপস্থিত করিতে লাগিল। গোলমাল শান্তির পর বাদসাহ কহিলেন, বীরবল! তুমি সিন্দুক ভিতর থাকিয়া স্বং স্ত্রীর সহিত বাদি প্রতিবাদির কথোপকথন শুনিয়া, যাহা লিখিয়াছ, তাহা পাঠ কর; সভার মধ্যে ইহারা দুইজন আপন ২ মুখে স্বীয় ২ দোষাদোষ স্বীকার করুক, যথার্থ বিচার হইলে, পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন। বাদসাহের আজ্ঞা প্রমাণে বীরবল

গ

তাবদ্বৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন, ঐ সকল কথা শ্রবণে উজীর অবাক্ হইলেন এবং কাজীর শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল, কিন্তু সদাগর একেবারে আহ্লাদে অজ্ঞান হইলেন।

সভাস্থ সমস্ত লোক ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণে কাজীর প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেন, এবং বাদসাহের কি পর্য্যন্ত প্রকোপ হইল, তাহা বলা যায় না, আপন উজীরের প্রবঞ্চনা শুনিয়া, রাগে কাঁপিতে লাগিলেন, এবং উজীরের প্রতি চাহিয়া চীৎকার শব্দে কহিলেন. ওরে উজীর পাজী, কাজীর ধনে বশ হইয়া তুই আমার প্রজার এইরূপ ধনে প্রাণে সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিস্. শুন পাজী, ভাবিয়া দেখ, সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি আমারদিগের উপরে আছেন, তিনি সকলই দেখিতে পান, প্রবঞ্চনার বিষয় পাতালে গোপন করিলেও তাঁহার নিকট অবশ্যই সত্য প্রকাশ পায়, যা, পাজী তোর সঙ্গে আর কেন বাক্য ব্যয় করিব, ইহার দণ্ড তুই শীঘ্র পাইবি। অনন্তর কাজীর পানে চাহিয়া কহিলেন, তুই বেটা শয়তান, যে অপকর্ম্ম করিয়াছিস্ তাহার শাস্তি তোর প্রাণদণ্ড হইবে। এবং তৎক্ষণাৎ চৌকিদারকে ডাকিয়া কহিলেন, ওরে চৌকিদার, পাজী কাজীকে ও উজীরকে পীঠমোড়া করিয়া বান্ধিয়া কারাগারে নিয়া যা, এবং জল্লাদকে বল আমার রায়েতে ইহারদের প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল, শীঘ্র এই দুই হারামজাদার মাথা কাটিয়া ফেলুক। দর্শক লোকেরা এই বিষয়ে কাজী ও উজীরকে যেমন অভিশাপ দিতেছিলেন, বাদসাহকেও তেমনি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, অতএব বাদসাহ দীর্ঘজীবী হউন এই শব্দই শুনা যাইতে লাগিল।

আকবর বাদসাহের সময়ে এইরূপে দুষ্ট দমন হইয়াছিল, অতএব যাহারা দণ্ডের ভয় করে তাহারা কুকর্ম্ম ত্যাগ করুক।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৬।]

হীরকের বিবরণ।

এইক্ষণে ইঙ্গলণ্ডদেশের রাজাভরণের মধ্যে এক হীরক আছে, তাহার বিবরণ অত্যাশ্চর্য্য। ইং ১৪৭৭ সালে ফ্রান্স্ দেশের চার্লস্ নামক অধ্যক্ষের ঐ হীরা ছিল, এবং নানসি নামক যুদ্ধস্থলে তাঁহার মস্তকাবরণে ঐ হীরক বিন্যস্ত থাকে, সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া হত হন। পরে সুইস দেশীয় এক জন সৈন্য তাহা লুটেতে প্রাপ্ত হইয়া, ফ্রান্স-দেশীয় এক জন সাহেবকে বিক্রয় করে, তাঁহার বংশ্যেরা ঐ হীরক শত বর্ষ পর্য্যন্ত অতি যত্নে রাখেন। পরে রাজা তৃতীয় হেনরি স্বীয় সিংহাসনভ্রষ্ট হইলে উক্ত সাহেবের এক জন সন্তানকে কহিলেন, যে তুমি গমন করিয়া সুইসদেশীয়দিগের নিকট হইতে আমার উপকার প্রার্থনা কর, রাজা তৎকালে নির্ধন হওয়াতে উক্ত সাহেবকে এই পরামর্শ দিলেন, যে তুমি ঐ হীরক আপনার বংশের স্থান হইতে কর্জ্জ করিয়া সুইস দেশের গবর্ণমেণ্টের স্থানহইতে যে টাকা লইবা, তাহার বন্ধকস্বরূপ দিবা। পরে তিনি ঐ হীরক এতদ্রূপে কর্জ্জ পাইয়া অতিবিশ্বস্ত এক জন ভৃত্যদ্বারা তাহা প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ঐ ভৃত্য তদবধি একেবারে অদৃশ্য হওয়াতে

কিছুমাত্র তাহার অনুসন্ধান পাওয়া গেল না; অবশেষে এই অবগত হওয়া গেল, যে দস্যুরা তাহাকে বধ করিয়া তাহার শব এক বনের মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার প্রভু তৎক্ষণাৎ তথায় গমন পূর্ব্বক ঐ শব উত্তোলিত করিয়া দেখেন, যে ঐ হীরক তাহার কুক্ষি মধ্যে আছে! ঐ বিশ্বস্ত ভৃত্য দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওন সময়ে তাহা গিলিয়া ফেলিয়াছিল।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩১।]

দৃঢ়তার ফল।

ছুতরের কর্ম্মকারি শ্রীযুত মেষ্টর ক্লর্ক সাহেব আদালতের গৃহে সেসন জজের উপবেশনার্থ এক চৌকী প্রস্তুত করণ কালে হাস্য করিয়া অন্তঃকরণে কহিলেন, যে এই চৌকী আত্মসুখার্থ হইতেছে এবং তাহার মনে উদিত হইল, যে এই চৌকীতে যে পর্য্যন্ত উপবেশন না করিব সেই পর্য্যন্ত মরিব না, তাঁহার ঐ বাক্য সফল হইয়াছিল। তিনি অতিশয় বিজ্ঞ, ও সুশীল ছিলেন এবং যে ২ কার্য্যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত্যর্থ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, সেই সকল কার্য্যে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং তাঁহার গুণদ্বারা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইল পরে তিনি জজের পদ প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্বীয়খোদিত চৌকীতেই উপবেশন করিয়াছিলেন।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং সন ১৮৩৮।]



খন্দ জাতি।

উৎকল দেশে গুমশূর পর্ব্বতে যে খন্দজাতীয়েরা বসতি করে, তাহারা অতিনির্দ্দয়তারূপে নরবলি দান করিয়া থাকে। মেরিয়া অর্থাৎ মৃত্তিকাপূজা বৎসরের মধ্যে একবার ঐ দেশে এক গ্রামে সম্পন্ন হয়; তাহারা বলিদানার্থ নর সকল পর্ব্বতের নিম্নভূমি অথবা কোন দূর স্থান হইতে আনয়ন করিয়া, যে গ্রামে বলিদান হয়, ঐ গ্রামের মণ্ডল অর্থাৎ প্রধান লোকদের নিকটে বিক্রয় করে। ঐ অতি নিদারুণ ব্যাপার এতদ্রূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, যে বলিদানের নিয়মিত সময় উপস্থিত হইলে খন্দেরা সুপরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া অর্থাৎ কাহারো স্কন্ধোপরি ভল্লুকের চর্ম্ম, কাহারো পশ্চাদ্ভাগে ময়ূর পুচ্ছ, কাহারো বা মস্তকোপরি আরণ্য কুক্কুটের পক্ষ, এতদ্রূপ সজ্জা পূর্ব্বক চতুর্দিক্ হইতে একত্র হয়, তাহারা এতাদৃশ সুসজ্জ হইয়া নাচিয়া কুঁদিয়া মহাহ্লাদ করত নানা বাদ্যোদ্যম করিতে থাকে। কিঞ্চিৎকাল পরে জানি অর্থাৎ পুরোহিত এবং তৎসহকারি কর্ম্মকারক ঐ মৃত্তিকায় প্রোথিত স্তম্ভে বলিরূপি নরকে বন্ধন করে এবং যেমন ঐ বলি দণ্ডায়মান থাকে তেমনি ঐ নির্দয় ব্যক্তিরা ধাবমান হইয়া ছুরিকাদ্বারা তাহার অঙ্গ সকল খণ্ড ২ করিয়া কাটিয়া লয়। পরে ঐ মাংসখণ্ড লওনার্থে বিবাদ করে, যেহেতুক ঐ নরবলির অঙ্গ হইতে যে মাংসখণ্ড প্রথম ছেদিত হয়, তাহারা তাহা অতি উত্তম জ্ঞান করে; এই হেতুক সকলই ঐ প্রথম ছেদিত মাংস খণ্ড লইতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি

নীচ জাতি (পান্না) বংশ বোধ হয়, তাহারা মাঠস্থ হিন্দুর মধ্যে অপকৃষ্ট কোন প্রকার জাতি হইবে, তাহারা পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়া কৃষ্যাদি কর্ম্ম করে, এবং ঐ পর্ব্বতের মধ্যে যে ব্যবসায় চলিত আছে তাহা তাহারদের দ্বারাই নির্ব্বাহ হয়। পান্নাজাতীয় ভিন্ন আর ২ জাতীয়েরা মাংস ভোজন করে কেবল গোমাংস খায় না, তাহারদের বাটী ঘর মৃত্তিকাতে না করিয়া কাষ্ঠেতে নির্ম্মাণ করে, তাহারদের মধ্যে যে কোন বিবাদ সম্ভাবনা তাহা উপত্যকা ভূমির সীমা লইয়া হয়, এবং ঐ বিবাদ উপস্থিত হইলে যুদ্ধ ব্যতিরেকে নিবৃর্ত্ত হয় না, কখন ২ তদ্রূপ যুদ্ধ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। তাহারদের লিখনের বর্ণমালা নাই, সুতরাং কোন গ্রন্থও নাই, সংপ্রতি ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট তাহারদের নিকটে যে নিয়ম ঘোষণা প্রকাশ করেন, তাহা উড়িয়া অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, ঐ অক্ষর খন্দজাতীয়েরা কতক ২ বুঝিতে পারিয়াছিল।

[সমাচার দর্পণ—সন ১৮৩৭।]

ব্যাঘ্র মুখে আশ্চর্য্য রক্ষা।

বোম্বাইর এক জন সেনাপতি সাহেব ব্যাঘ্র হইতে আপনার আশ্চর্য্য রক্ষাবিষয়ক বার্ত্তা লেখেন, যে আমি ১৮৩৭ সালের জানুআরি ২৩ তারিখে জবলপুর ও কাম্‌তির মধ্যস্থলে গমন করত পালকি হইতে নামিয়া রীতিমত পদ

ব্রজে গমনার্থ বাহির হইলাম ; যেহেতুক তৎসময়ে শীত ছিল, বিশেষতঃ ঐ দিবসের প্রাতঃকালে অত্যন্ত শীত হওয়াতে এক যোড়া বনাতের ইজের পরিয়াছিলাম এবং তুলপোরা একটা লবেদা গাত্রে ছিল। অপর ইউরোপীয়েরদের দৃষ্টিতে আশ্চর্য্যজনক এমত কতক গুলি পুষ্প দেখিয়া তচ্চয়নার্থ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ পুষ্প আহরণ করিলাম, অপর আরো কতক পুষ্প কুড়িয়া লওনার্থ অধঃকায় হওন সময়ে পশ্চাদ্ভাগে ফোঁস ২ শব্দ শুনিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, যে কএক হাত অন্তরে একটা চিতাবাঘ আসিয়াছে, তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত ভয় প্রযুক্ত যেমন ঊর্দ্ধকায় হইতে চেষ্টা করিলাম তেমনি লবেদার খুঁট পায়ে বাঁধিয়া উলটিয়া পড়িলাম। তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্র আক্রমণ পূর্ব্বক আমার কটিদেশীয় ইজের ধরিল এবং ইজেরের সঙ্গে লবেদার বামপার্শ্বাংশ কিঞ্চিৎ মুখে করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। ঐ লবেদা অত্যন্ত পুরুপ্রযুক্ত ব্যাঘ্রের মুখ হইতে রক্ষা পাইলাম, যেহেতুক তাহাতেই বাঘের মুখ ভরিয়া গেল মাংস ধরিবার যো পাইল না। ইতিমধ্যে আমাকে টানিয়া লইয়া যাওন সময়ে আমার কক্ষস্থ ছোট বন্দুক বাহির করিলাম, কিন্তু ঐ পিস্তল অতিক্ষুদ্র প্রযুক্ত কার্য্য সাধনে তাদৃশ নির্ভর ছিল না, তথাপি অবস্থানুসারে সাধ্যমতে ঐ পিস্তলই ব্যাঘ্রের মুখ লক্ষ করিয়া ছাড়িলাম, তাহাতেই মুক্ত হইলাম যেহেতুক ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ কেবল কাপড় মুখে করিয়া একটা বৃহৎ লাফ দিয়া চলিয়া গেল।

[সমাচার দর্পণ—সন ১৮৩৭।]

মিসরদেশের সুরক্ষিত শব।

মিসর দেশ হইতে একটা সুরক্ষিত শব লণ্ডন নগরে আনীত হয় এবং অনেক বিদগ্ধ লোকের সমক্ষে তাহা খোলাতে তাঁহারা দেখিলেন যে তাহা অত্যুত্তমাবস্থায় আছে। ঐ শব পাদোন চতুর্হস্ত পরিমিত দীর্ঘ তাহার মস্তকে প্রায়ঃ কৃষ্ণবর্ণ কেশ অনেক আছে এবং ঐ শব স্বর্ণপত্রদ্বারা মণ্ডিত ছিল, তাহা খুলিবার সময়ে ঐ পত্রের কিছু দৃশ্য হইল, ঐ শব এবম্বিধ অবস্থায় তিন হাজার বৎসর রক্ষিত হইয়াছে, ইহা শ্রবণে কোন্ ব্যক্তির আশ্চর্য্য বোধ না হইবে?

মিসরদেশীয় লোকেরদের এই অনুভব ছিল যে তিন হাজার বৎসরের পর মৃত দেহে পুনর্ব্বার আত্মা আবির্ভূত হইবে, অতএব ইউরোপীয়েরা যেমন সমাধি করিয়া থাকেন এবং হিন্দুরা যেমন চিতাতে দাহ করেন তাঁহারা তেমন না করিয়া শব সুগন্ধি দ্রব্যে লিপ্ত করিয়া অতিযত্নে রক্ষা করিতেন যে তাহা কোনরূপে ক্ষয় না পায়। এই রূপে তাঁহারা তাবৎ শব গৃহের মধ্যে রাখিতেন।

অপর শত২ বৎসরের পর ঐ মৃত দেহ যেরূপ উত্তমাবস্থায় আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে তাঁহারা কিপর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে মনোযোগী ও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ঐ মিসরদেশীয়েরা এইক্ষণে বিলুপ্ত এবং অন্য জাতীয়েরা তদ্ভূমিতে বাস করিতেছে তাঁহাদের ভাষাও লুপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহাদের অট্টালিকাতে যাহা লিখিত আছে তাহা পাঠ করিতে

এইক্ষণে কেহ ২ সমর্থ অতএব আশ্চর্য্য বিষয় এই যে কেবল মিসরদেশীয়েরদের ক্ষয়ণীয় যে মৃত শরীর তাহা অদ্যাপি অক্ষয়বৎ বর্ত্তিতেছে, কালগতিতে তাহার কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই।

[সমাচার দর্পণ—সন ১৮৩১।]

বিদ্যাবিষয়ক।

যখন তাপ, বস্তুর মধ্যে ব্যাপ্ত হয় তখন কঠিন বস্তুর মধ্যে তাহার সর্ব্বদিগে অর্থাৎ ঊর্দ্ধে অধোতে চতুষ্পার্শ্বে চলে, কিন্তু ঊর্দ্ধে অতি সহজে চলে। অতএব লৌহযষ্টির কিঞ্চিদগ্রভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ হইলে তাহা অগ্নিহইতে বাহির করিয়া সামান্যতঃ ভূমিতে রাখা গেলে, তাহার তাপ ক্রমে পরিসরে ব্যাপ্ত এবং দণ্ডবৎ ঊর্দ্ধ ভাবে রক্ষিত হইলেও তদ্রূপ উত্তপ্ত হয়। কিন্তু ঐ উত্তপ্ত অংশ নীচভাবে রাখা গেলে ঊর্দ্ধ পরিসরে এমত অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয় যে তাহা প্রায় হস্তে ধারণ করা যায় না। অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা ধাতুময় বস্তুতে তাপ এই প্রকার অতিশয় বেগে চলে। কিন্তু তাহা রত্ন এবং কাচ প্রভৃতি বস্তুতে ভাল চলে ও কোমল মৃত্তিকার বস্তু বা দারুময় বস্তুতে মন্দ চলে এবং রেশম ও পক্ষ ও লোমাদি বস্তুর মধ্যে অতি আয়াসে চলে। এইহেতুক শেষোক্ত বস্তুতে নির্ম্মিত

বস্ত্র শীতকালে ব্যবহৃত হয় কারণ তাপ উৎপন্ন করা বস্ত্রের কার্য্য নহে কেননা তাহার উৎপাদক কোন সামর্থ্য বস্ত্রের মধ্যে নাই। কিন্তু মনুষ্যের মত জীবের মধ্যে স্বভাবতঃ যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহা রক্ষা করা এবং শীতল বস্তুতে তাহা বাপ্ত হওনের বাধকতা করা বস্ত্রের এই প্রধান কার্য্য; অতএব তাপ যে বস্তুর মধ্য দিয়া অতি আয়াসে চলে সেই বস্তুতে ঐ কার্য্যের বাহুল্য অর্থাৎ পশমী বস্ত্র এবং তুলা ও রেশমপূরা লেপেতে আধিক্য হয়। এক চমৎকার প্রমাণ এই যে গরম কাপড়ে তাপ কিছু উৎপন্ন হয় না ইহার উত্তম প্রমাণ এই যে উষ্ণ বায়ুদ্বারা বরফ না গলে এ কারণ বরফ মুড়িয়া রাখে যেহেতুক আকাশের তাপ অতি আয়াসে কম্বলের মধ্যে প্রবেশ করে সুতরাং সেই বরফ শীতল থাকিয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত গলে না।

বিশেষ ২ বস্তুতে অনায়াসে বা আয়াসে তাপের চলন দ্বারা তত্তদ্বস্তুর শীতলতার বিষয়ে আমারদের অনেক ভ্রান্তি জন্মে। কাষ্ঠ পাতর এবং লৌহ সমানরূপ শীতল হইলেও অসমানরূপ শীতল বোধ হইবে, যদি হস্তে স্পর্শ করা যায় তবে পাতর কাষ্ঠহইতে শীতল বোধ হইবে যেহেতুক পাতরহইতে লৌহার মধ্যে হস্তের তাপ শীঘ্র চলে এবং কাষ্ঠহইতে পাতরের মধ্যেও হস্তের তাপ ভাল চলে। অতএব বিশেষ ২ বস্তুর শীত এবং তাপের জ্ঞাপক আমারদের ইন্দ্রিয় জন্য বোধ ভাল নয় এবং তাহাতে থর্ম্মমেতরের অর্থাৎ উষ্ণতামাপন যন্ত্রের

মহোপকার দৃষ্ট হয় কেননা ঐ যন্ত্রে এমত কোন ভ্রান্তি বোধ হয় নাই।

তাপ যে প্রকার কঠিন বস্তুর মধ্য দিয়া যায়, সেই প্রকার দ্রব বস্তুর মধ্য দিয়া চলে না কিন্তু আস্তে ২ চলে। দ্রব বস্তুর মধ্য গত পরমাণুর চলন দ্বারা তাহার মধ্যে তাপ বাহুল্য রূপে চলে অর্থাৎ কোন জলপূর্ণ পাত্র অগ্নিতে স্থাপিত হইলে জলের যে পরমাণু ঐ পাত্রের নীচে থাকে তাহা প্রথম উত্তপ্ত হয়, ঐ উত্তপ্ত পরমাণু কঠিন বস্তুর পরমাণুর ন্যায় স্বস্থানে থাকিয়া অন্যান্য নিকট বর্ত্তি পরমাণুর প্রতি তাপ চালন করে না কিন্তু ঐ পাত্রের নীচ স্থান হইতে উপরে উঠে এবং জলের শীতল পরমাণু সকল নামিয়া ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয় ও পূর্ব্ববৎ উপরে উঠে। অতএব পাত্রের মধ্যে মুখামুখি দুই দুই স্রোতঃ এই প্রকারে হয়, এক স্রোতে উত্তপ্ত পরমাণু উপরি উঠে অন্য স্রোতে শীতল পরমাণু নীচে নামে এবং যে পর্য্যন্ত জল সমানরূপ উত্তপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ দুই স্রোতঃ উক্তরূপে চলে। এই সকল কারণ অনায়াসে জানা যায় আর ইহা সকলে অবগত আছেন যে কোন পাত্রের মধ্যে দ্রব বস্তু মিশ্রিত করিলে, যাহা গুরু তাহা নীচে পড়ে যাহা লঘু তাহা উপরে ভাসে, জল ও তৈল কাঁচপাত্রে এতদ্রূপ দৃষ্ট হয় কেননা ঐ উভয়ের মধ্যে জল গুরু অতএব তাহা সমস্ত নীচে থাকে। অগ্নির উপর পাত্রের মধ্যে জল উত্তপ্ত হইবাতে ঐ জল পরিসরে বৃদ্ধি পায় এবং বৃদ্ধি হইলে তাহা

লঘুও হয়। কেননা কোন নিশ্চিত পাত্র কোন বস্তুতে পূর্ণ করা গেলে ঐ বস্তু যদি পরিসরে বৃদ্ধি পায় তবে পূর্ব্ব পাত্রে তাহা যত ধরিতে পারে তাহার ওজন করিলে পূর্ব্বাবস্থ বস্তু অপেক্ষা ন্যূন হইবে, কারণ সে বস্তু লঘু হইয়াছে। অতএব উত্তপ্ত জল শীতল জল অপেক্ষা লঘু হইয়া উপরে থাকে, যেমন সামান্য তৈল ও জল, পাত্রে উপর্য্যধোভাবে থাকে এবং উত্তপ্ত জল যদি উপরি উঠে তবে অবশ্যই শীতল জল নামিবে, কেননা উত্তপ্ত জলের স্থান শূন্য থাকিতে পারে না ঐ স্থান শীতল জলে পূর্ণ হয়।

তাপ যেমন কঠিন বস্তুর মধ্য দিয়া চলে এবং দ্রব বস্তুর মধ্যে পরমাণুর চলন দ্বারা যায়, সেই উভয় প্রকারে আকাশীয় বস্তুর মধ্য দিয়া যায়, — ইহা প্রত্যয় করণের অনেক কারণ আছে।

বায়ু ও জলের দ্বারা পৃথিবীতে তাপ এমত ব্যাপ্ত হয় যে শীত ও গ্রীষ্ম সমানাংশ হইতে কিছুই অধিক বাড়ে না। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বায়ু থাকাতে প্রতি দেশে তাপ অতিশয় সমানরূপে থাকে না যেহেতুক মৃত্তিকা সূর্য্য তেজে উত্তপ্ত হইলে তন্নিকটস্থ বায়ুও উত্তপ্ত হয়, তাহাতেই বায়ু লঘু হওত ঊর্দ্ধে গমন করিয়া যে স্থানে যায় সেই স্থানে কিঞ্চিৎ গ্রীষ্ম জন্মায় এবং তত্রস্থ শীতল বায়ু নামিয়া মৃত্তিকার নিকট বর্ত্তী হওত কিঞ্চিৎ শীত জন্মায়, অতএব উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে শীতল বায়ু নিয়ত রেখাভূমি পর্য্যন্ত আইসে ও রেখাভূমি হইতে উত্তপ্ত বায়ু উভয় কেন্দ্রে যায়।

জল বায়ুসদৃশ পৃথিবীর তাপের অসমানত্ব নিবারণ করে। শীতল বায়ু বহু জলের অর্থাৎ সমুদ্রের উপর গমন করিলে তদবসানে সেই জল শীতল হওত গুরু হইয়া নীচে গত হয় এবং নীচস্থ জল ঊর্দ্ধে উঠিয়া ঐ বায়ুকে আরো কিঞ্চিৎ উত্তাপিত করে এবং জলের গাম্ভী-র্য্যানুসারে এতদ্রূপ কর্ম্ম চলে; সুতরাং বহু জল হইলে বহুকাল চলে. শেষে এই কর্ম্ম স্থগিত হইলে এবং জলের উপরিস্থ অংশ স্থির হইলে সেই জল সংহত অর্থাৎ জমাট হইতে পারে। সমুদ্রের জলে এমত শৈত্য জন্মে যে কেবল অতিশয় শীত প্রধানক দেশে কখন২ তাহা জমাট হয়। অতএব পৃথিবীর উপর এমত জল আছে যে তাহাতে লোক সকলের উপকারার্থ অত্যন্ত শীত নিবারণের নিমিত্তে অসীম তাপ থাকে। কিন্তু ইহাও আশ্চর্য্য, যে জল অতিশয় গ্রীষ্ম নিবারণার্থ অত্যুপকারক হয়। যেহেতুক অত্যুত্তপ্ত বায়ু জলের উপর গমন করিলে ঐ জল কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পভাব প্রাপ্ত হয় এবং সেই বাষ্পেতে অনেক তাপ লীন হইয়া নিকটস্থ বস্তু সকলের উত্তাপের হ্রাস করে অতএব ঐ উত্তপ্ত বায়ুও কিঞ্চিৎ শীতল হয়।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩২।]

উত্তমাশা অন্তরীপান্তঃপাতি দেশ নিবাসি বুসমান নামক বন্যমনুষ্যের বংশের আচার ব্যবহার।

বুসমান জাতীয় বন্য মনুষ্যেরা কিছুমাত্র আহার না করিয়া অধিক কাল যে থাকে সে অতি আশ্চর্য্য। তাহারা তিন

চারি দিবস মুখে কিছুই দেয় না এই প্রকার অনশনের পর যে ভূরি২ ভোজা ভোজন করে সেও তদ্রূপ আশ্চর্য্য, যেহেতুক তাহারদের এক জনকে এক রাত্রির মধ্যে পনর সের পরিমিত একটা মেষ সমুদায় ভক্ষণ করিতে দেখা গিয়াছে। তাহারদের খাদ্য দ্রব্য না মিলিলে যত ক্ষুধার আতিশয্য হয় তত একটা কোমবন্ধ দ্বারা কটি দেশ অতি-কষিয়া বাঁধে এবং যাহাতে অতিমত্ততা হয় এমত ডাকা নামক বস্তুকে গাঁজার ন্যায় ব্যবহার করে। ঐ মাদক দ্রব্যের গুণেতে তাহারদিগের বয়স্ কিঞ্চিদধিক হইলেই শরীর মুখ সকল ভুবড়িয়া যায়। ঐ মাদক দ্রব্য তাহারদের নিকটে অধিক থাকিলে কএক দিবা রাত্রি আহার না করিয়া তাহার মাদকতাতে স্বচ্ছন্দে নিদ্রিত হইয়া থাকে।

ঐ জাতীয়েরদের ধনাদি উপার্জ্জন বিষয়ে কিছুমাত্র চেষ্টা নাই, উত্তর কাল অর্থাৎ। পর দিন কি পর ২ দিন কি খাইবে কিসে চলিবে এমত বোধও নাই; এবং কোন শস্য বপন বা বৃক্ষ রোপণ কি দুগ্ধের বা মাংসের নিমিত্ত কোন পশু প্রতিপালন করে না, কেবল বন মধ্যে চলিতে ফিরিতে বা কোন মনুষ্যের স্থানে যাহা পায় তাহাই খায়।

অপর তাহারা পর্ব্বতীয় প্রদেশে উত্তম২ প্রস্তরের উপর পশ্বাদির প্রতিমূর্ত্তি অতি আশ্চর্য্যরূপ চিত্রিত করে, অর্থাৎ তাবৎ জন্তু সুন্দররূপ লেখে কিন্তু বর্ণের কিছু বিশেষ করে না, এবং তাহারা বাদ্য নৃত্যাদিতে সর্ব্বদা রত থাকে, কিন্তু তাহারদের বাদ্য যন্ত্রের নির্ম্মাণ কি তাহার ধ্বনির

উৎকৃষ্টতা বিষয়ক বাহুল্য কিছুমাত্র নাই ঐ যন্ত্র ছিলাযুক্ত ধনুকমাত্র ঐ ছিলাতে অতি আয়াসে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে এক প্রকার শব্দ জন্মে। পরমেশ্বর বিষয়ে তাহারা বোধ করিয়া থাকে যে তিনি অতিমন্দ এবং পরকালের বিষয়ে বোধ করে যে অশেষ কাল পর্যন্ত অন্ধকারে বাস করিয়া কেবল ঘাস খাইতে হইবে। তাহারা অনুমান করে যে সূর্য্য জল বর্ষণ করেন এবং সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলে তাহারা আপনারদের ক্রোধ দর্শানার্থ এক খান পোড়া কাঠ লইয়া উপরিভাগে উঁচায়। পরকালীয় অন্ধকার বিষয়ে তাহারা এমত জ্ঞান করে যে চন্দ্র সূর্য্য একেবারে গত হইবেন।

[সমাচার দর্পণ—সন ১৮৩২।]

তাজমহল।

আগরার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য অট্টালিকা তাজমহল নামে অতি বিখ্যাত কবর। তাহা শাজাহান বাদশাহ আপনার অতি প্রিয়া রাণীর পরলোক গমনোত্তর তাঁহার সম্ভ্রমার্থে গ্রথিত করেন। ঐ তাজমহল যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে কিল্লা হইতে দেড় ক্রোশ অন্তরে ছয় শত হস্ত চতুরস্র এক উদ্যানের মধ্যে ত্রিশত অশীতি হস্ত পরিমিত ও অতি চাক্‌চিক্য মর্ম্মর প্রস্তরেতে গ্রথিত আছে। তাহার মধ্য স্থান হইতে এক গুম্বেজ উত্থিত হয়, তাহা প্রায়ঃ পঞ্চাশ হস্ত প্রশস্ত। ঐ অট্টালিকা শ্বেত ও পীতবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে

নির্ম্মিত এক দালানের উপরিভাগে স্থিত; এবং তাহার চতুষ্কোণে তৎপ্রস্তরে গ্রথিত উচ্চ চূড়া আছে। ঐ তাজের মধ্যভাগে এক কোষ্ঠ আছে তন্মধ্যে শাজাহানের প্রিয়তমা ভার্য্যা বেগম নুর জাহানের কবর এবং তাহার অতি সন্নিহিত স্থানে উক্ত কবর হইতে কিঞ্চিদুচ্চ ঐ হতভাগ্য বাদশাহের কবর আছে। ঐ কবরাগারের চতুর্দ্দিগে ক্ষুদ্র ২ অনেক কোষ্ঠ আছে তাহার মেজে চতুষ্কোণ শ্বেতবর্ণ প্রস্তর দ্বারা রচিত সে প্রস্তর ইউরোপে শিয়না নামে খ্যাত। এবং দেয়াল ও পর্দা ও কবর, যামুনীয় ও সেপেসজ্বলি ও যাস্পিন মণিতে নির্ম্মিত ফুল এবং স্থানে ২ গ্রন্থের কথায় ক্ষোদিতাক্ষরেতে সুশোভিত আছে।

[সমাচার দর্পণ—সন ১৮৩১।]

এক হস্তির সহিষ্ণুতা।

হস্তির অধিক আহার হইলে পর তাহারা বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া তাহার গোড়ার পত্র সকল ফেলিয়া অগ্রের পত্র মাত্র রাখে, ইহার কারণ এই যে ঐ হস্তির বৃহৎ শরীরের মধ্যে যে সকল নিম্ন স্থান আছে তাহাতে ডাঁশ মশকাদি প্রবেশ করিয়া পীড়া দেয়, তাহা ঐ সকল শাখার অগ্রস্থিত পত্রের দ্বারা নিবারণ করে এবং মধ্যে ২ মশকাদি বারণার্থ শুণ্ড-দ্বারা ধূলা উঠাইয়া ঐ সকল নিম্ন স্থানেও ছড়িয়া দেয়, আর বৃক্ষের শাখা উঠাইয়া শরীরের পার্শ্বে অর্থাৎ যে স্থানে

মশকাদি বসে সেই স্থানে নাড়িতে থাকে, লেখক বলেন. এক হস্তী ডাঁশাদির দংশনেতে ত্যক্ত হইয়া পার্শ্বেতে শাখা নাড়িতেছিল, তাহা তিনি স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। এক দিবস হস্তির শরীর নাড়া দেখিয়া রক্ষক জানিতে পারিল ডাঁশ মশকাদিতে হস্তিকে ব্যস্ত করিয়াছে, তথাপি হস্তিপক এক কৃষ্ণবর্ণ বালক আনিয়া হস্তির নিকটে রাখিয়া হিন্দী ভাষাতে ঐ পশুকে কহিল শিশুকে সাবধানে রাখিস্ এই বলিয়া রক্ষক প্রস্থান করিল, পরে ঐ পশু শিশুর শরীরে মশকাদি বারণার্থ শাখা নাড়িয়া তাহার প্রতিই এক ধ্যানে থাকিল এবং প্রায়ঃ দুই ঘণ্টা হইবে আপন শরীরে যে মশকাদি দংশন করিতেছে তাহা না দেখিয়া রক্ষকের প্রত্যাগমন পর্য্যন্তই এইরূপ করিতে লাগিল। এবড় সুদর্শনীয় ব্যাপার বটে কেননা ঐ শিশু অপেক্ষা ঐ পশু দশ সহস্র গুণে প্রধান হইয়াও রক্ষকের ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি বোধে ঐ শিশুকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। পরমেশ্বর যে পশু জাতিকে মনুষ্যের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন তাহা ঐ পশুর ব্যবহারেতে সপ্রমাণ হইল আর ঐ পশু যে প্রকার সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছে, বোধ হয় সন্তানের প্রতি কোন২ মাতারা সেইরূপ করিতে পারে না।

[জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা—সন ১৮৩৫।]

সর জন পর্সল।

১৮১১ সালে ঐর্লণ্ড দেশে সর জন পর্সল সাহেবের গৃহ অসীম সাহস এক দল ডাকাইত কর্ত্তৃক আক্রান্ত

হয়, তিনি যে কুটরীতে শয়ন করিতে গিয়াছিলেন সেই কুটরীর নিকটস্থ কামরার খিড়কী তাহারা বল দ্বারা খুলিল। ঐ সাহেব তাহারদের চৌদ্দ জনকে আসিতে দেখিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথমতঃ তাহারদের আগমন নিবারণ করিতে নিশ্চয় করিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার স্থানে কিছু অস্ত্রশস্ত্র নাই, এবং তিনি নিতান্ত অনুপায়ী, তখন তাঁহার মনের মধ্যে কিঞ্চিদুদ্বেগ জন্মিল; অতিশয় সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার স্মরণ হইল যে পূর্ব্ব রাত্রিতে তিনি শয়নাগারে ভোজন করণান্তর দৈবাৎ সেই স্থানে এক ছুরী রাখিয়া আসিয়াছিলেন, এবং তিনি অতিশীঘ্র অন্ধকারে সেই অস্ত্রের অনুসন্ধানে গমন পূর্ব্বক হাতড়িয়া২ অতিশয় শুভাদৃষ্টক্রমে সেই ছুরী পাইলেন। ইতিমধ্যে ডাকাইতেরা তাঁহার শয়নাগারে অতিশীঘ্র আসিল, ইহার অপেক্ষায় তিনি অতিশয় ধৈর্য্যাবলম্বী অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকিলেন, তাঁহার কামরার এক দ্বারের বাহিরে যে সকল লওয়াজিমা দ্রব্য ছিল তাহা তাহারা ক্রমে২ সরাইতেছে ইহা শুনিলেন, এবং কিছু কাল পরে সেই দ্বার ডাকাইতেরা খুলিল। সেই সময়ে জ্যোৎস্না ছিল যেমন কপাট মুক্ত হইল তেমনি বাহিরের কুটরীর তিনটা খিড়কী হইতে যে আলো প্রবিষ্ট হইল, তাহাতে তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে কে না ভীত হয়। তাঁহার নিজ শয়নের কুটরীর খিড়কী বন্ধ থাকা প্রযুক্ত সেই কুটরী অন্ধকারময় ছিল, অতএব তিনি স্বয়ং অন্ধকারে থাকিয়া আপনার সম্মুখে

উত্তম অস্ত্রধারী এক দল ডাকাইত জোৎস্নার আলোতে দেখিলেন। অনন্তর তিনি কেবল সেই ছুরিকা এবং নির্ভয় প্রাণে সুসজ্জ হইয়া দ্বারের আড়ালে দণ্ডায়মান থাকিলেন এবং এক লহমার পরে দস্যুরদের এক জন বাহিরের কামরা হইতে অন্ধকার কামরায় প্রবেশ করিল। ঐ দস্যু আগমন করিবামাত্র সাহেব তাহার শরীরে ছুরী বিদ্ধ করিলেন এবং সেই ব্যক্তি আঘাতী হইয়া পশ্চাৎস্থ কামরায় হঠিতে২ কহিল যে, আমি হত হইলাম।

কিছুকাল পরে অন্য এক জন দস্যু আগত হইলে তদ্রূপে আঘাতী হইয়া টল্‌মল্‌ করিয়া বাহিরের কুটরীতে ফিরিয়া গেল এবং সেই রূপ শব্দ করিতে লাগিল। তাহাতে বাহির হইতে ডাকাইতেরা অন্ধকার কামরায় গুলি মারিতে কহিল, তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি এক ক্ষুদ্র বন্দুক হস্তে করিয়া অগ্রসর হইল। সেই ব্যক্তি যেমন বন্দুক ছুড়িতে প্রস্তুত হইল তেমনি সাহেব নির্ভয়ে তাহার মুখের দিগে তাগ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যে স্থানে দণ্ডয়মান ছিলেন তাহা প্রকাশ না হয় এতন্নিমিত্তে শব্দ না করিয়া অতিস্থিরমনে স্থির করিয়া দেখিলেন যে তাহার বন্দুকের গুলি তাঁহার পার্শ্ব দিয়া যাইবে তাঁহার শরীরে আঘাত লাগিবে না। এই স্থিরমনস্কাবস্থায় তিনি কিছু না হঠিয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। ডাকাইত বন্দুক ছুড়িল এবং তাহার গুলি সাহেবের গাত্রে না লাগিয়া দেওয়ালে বিদ্ধ হইল।

গুলি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র পর্সল সাহেব ছুরী দ্বারা

তাহার বাহুতে* আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ বারম্বার আঘাত করিলে সেই ডাকাইত আঘাতী হইয়া পূর্ব্ববৎ পশ্চাৎ হঠিয়া কহিতে লাগিল যে, আমি মরিলাম ২। ইহা শুনিয়া ডাকাইতেরা সকলেই ঐক্য হইয়া বাহিরের কুটরী হইতে অন্ধকার কুটরীর প্রতি ধাবমান হইল এবং তখন পার্সল সাহেব আপনাকে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন জ্ঞান করিয়া ভাবিলেন যে এই ক্ষণে আমার প্রাণ রক্ষা হওনের আর কোন উপায় নাই কিন্তু দস্যুদের কতিপয় ব্যক্তিকে প্রাণে নষ্ট না করিয়া যে মরিবেন না ইহা নিশ্চয় করিলেন। দস্যুরা কুটরী মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি অগ্রগ ব্যক্তিকে ছুরীর দ্বারা আঘাতী করিলেন তৎক্ষণাৎ সাহেবের মস্তকে আর এক জন একটা ঘা মারিয়া তাঁহার সঙ্গে কুস্তাকুস্তি করিতে লাগিল। যাহার সঙ্গে এমত হাতাহাতি হইতেছিল তাহার প্রতিও তিনি আঘাত করিলেন। তৎকালে ঘরের মেজিয়া রক্তধারা পাতে পিচ্ছিল হওয়াতে সর জন পার্সল সাহেব ও তাঁহার শত্রু উভয়েই পা পিছলিয়া পড়িয়া গেলেন, এবং তাঁহারা যে সময়ে মৃত্তিকাতে* পতিত ছিলেন তৎসময়ে সর জন সাহেবের বোধ হইল যে তাবৎ বলপূর্ব্বক ছুরিকা দ্বারা আঘাত করিতেছি বটে কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ সময়ে তাহাতে যাদৃশ ফল দর্শিয়াছিল এই ক্ষণে তাদৃশ ফল দৃষ্ট হইতেছে না। তাহাতে তিনি ঐ ছুরীর অগ্রভাগ অঙ্গুলির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে কিঞ্চিৎ নত হইয়াছে। অপর মৃত্তিকাতে পড়িয়া কুস্তাকুস্তি করণ সময়েই ঐ ছুরীর অগ্রভাগ সোজা করিতে চেষ্টা পাইলেন কিন্তু

পারিলেন না, এমত উদ্যোগ করত দেখিলেন যে তাঁহার শরীরের প্রতি শত্রুর হস্তের গ্রাস কিঞ্চিৎ শৈথিল্য হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কাল পরেই তাহা হইতে একেবারে মুক্ত হইলেন কারণ ঐ দস্যু মৃত্যুর গ্রাসেই পড়িয়া ছিল। পরিশেষে দস্যুরা আপনারদের অনেককে হত ও আঘাতী দেখিয়া শব সকল বাহির করিতে লাগিল। সর জন পর্সল সাহেব এই সুসময় বুঝিয়া ঘর হইতে কিঞ্চিদন্তরে একটা নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আশ্রয় লইলেন। দস্যুরা গমন করিলে তিনি আসিয়া আপনার পুত্রবধূ ও পৌত্রকে একটা নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, তাহারা পুনরাক্রমণ করিতে না পারে এমত উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার পরে দস্যুরদের মধ্যে এক জন ধরা পড়িয়া মোকদ্দমার সময়ে স্বীকার করিল যে আমাদেব দলের মধ্যে চৌদ্দ জন ছিল, একাকী সর জন সাহেবের সাহসেতে তন্মধ্যে দুই জন হত এবং তিন জন দারুণ আঘাতী হয়।

[সদ্গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ ১৮২৯।]

আমেরিকীয় সম্পাদকের উপায়।

কিয়ৎকাল হইল এক জন সংবাদ পত্র গ্রাহকের স্থানে অনেক টাকা বাকী পড়াতে, ঐ গ্রাহক মুদ্রাযন্ত্রালয়ে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, যে আমি অমুক দিবসে আপনকার তাবৎ টাকা অবশ্য দিব। পরে ঐ নিরূপিত সময়ে টাকা দাখিল না হওয়াতে, পত্র সম্পাদক অনেক খেদোক্তি

পূর্ব্বক কহিলেন, যে আমাদের অমুক ব্যক্তির লোকান্তর গমন হইয়াছে। কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ গ্রাহক যন্ত্রালয়ে আসিয়া কহিলেন, যে তোমার কি সাহস, আমার মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু তুমি সংবাদপত্রের দ্বারা আমাকে হত করিয়াছ। সম্পাদক উত্তর করিলেন, যে তুমি সত্যবাদী, অতএব যদি তুমি জীবিত থাকিতা, তবে অবশ্যই নিরূপিত সময়ে টাকা প্রেরণ করিতা, তাহা না হওয়াতে, আমার বোধ হইল যে তোমার লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে। তাহাতে গ্রাহক তৎক্ষণাৎ সম্পাদককে বাকী টাকা দিয়া স্বীয় মৃত্যু সংবাদ অসত্য করিতে প্রার্থনা করিলেন।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩২]

ইতিহাস।

লিয়ো নগরের অতিধনাঢ্য এক ব্যক্তি স্বীয় জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল যে তাঁহার আয়ুঃ সংখ্যা অল্প কাল, অতএব ঐ কোষ্ঠীতে লিখিত আয়ুঃ সংখ্যানুসারে তাঁহার যত ধন ছিল তাহা সমুদায় ব্যয় করিলেন, কিন্তু দৈবজ্ঞের ঐ কথিত আয়ুর অতিরিক্ত কাল জীবদ্দশায় থাকাতে, শেষে তিনি ভিক্ষা করত কহিতেন, যে যাহার যত কাল আয়ুঃ নির্দ্দিষ্ট ছিল তদতিরিক্ত কাল জীবী এমত ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ দান করুন।

এক ব্যক্তি অন্ধ পাঁচ শত টাকা আপনার উদ্যানের এক কোণে পুতে রাখিয়াছিল, এক জন প্রতিবাসী অনুসন্ধান পাইয়া ঐ টাকা তুলিয়া লইয়া যায়, পরে অন্ধব্যক্তি ঐ স্থানে টাকা না পওয়াতে প্রতিবাসির প্রতি সন্দেহ করিয়া পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে কি উপায় করি ভাবিয়া তাহার নিকটে গিয়া কহিল, যে আমি আপনার নিকট পরামর্শ লইতে আসিয়াছি, আমার সহস্র মুদ্রা আছে, তাহার অর্দ্ধেক আমি একটা নিঃশঙ্ক স্থানে পুতিয়া রাখিয়াছি, এবং অবশিষ্ট টাকা সেই স্থানে রাখিব কি না, তাহা বুঝিতে পারি না; প্রতিবাসী কহিলেন যে অবশ্যই সেই স্থানে রাখিবা পরে সমুদয় টাকা প্রাপ্তির আশায় যে পাঁচ শত টাকা ঐ প্রতিবাসী হরণ করিয়াছিল তাহা পুনর্ব্বার সেই স্থানে রাখিয়া আইল; শেষে অন্ধ ঐ টাকা পাইয়া অপহারি প্রতিবাসিকে কহিল, যে হে মিত্র তুমি দেখিতেছ যে ব্যক্তি অন্ধ সে দুই চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি হইতেও অধিক দেখিতে পায়।

অতিনিবিড় অন্ধকার রাত্রিতে এক ব্যক্তি অন্ধ কলস স্কন্ধে করত হস্তে মসাল লইয়া যাইতেছিল। পরে এক ব্যক্তি দৌড়িতে ২ তাহার নিকটস্থ হইয়া মসাল দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধে কহিল যে, হে অন্ধ মসালেতে তোমার কি উপকার হইতেছে, তোমার নিকটে দিবারাত্রি তুল্য; অন্ধ কহিল, যে আমি আপনার নিমিত্তে মসাল ধরি

নাই, তোমার মত উন্মত্ত ব্যক্তিরা আমাকে ধাক্কা মারিয়া কলসীটা না ভাঙ্গে; এনিমিত্তে ধরিয়াছি।

এক জন সেনাপতি অতিতুমূল যুদ্ধ সময়ে আপনার মুসাহেবের নিকটে এক টিপ নস্য প্রার্থনা করাতে মুসাহেব যে ক্ষণে তাঁহাকে নাসদানি দিতেছেন সেই ক্ষণেই একটা গোলার বেগেতে তিনি কোথায় উড়িয়া গেলেন, তাহাতে সেনাপতি কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়া অন্য দিগে ফিরিয়া আর এক জন মুসাহেবকে কহিলেন, যে আপনার এক টিপ নস্য আমাকে দিতে হইবে নাসদানিটা ইহাঁর সঙ্গে গিয়াছে।

এক ব্যক্তি চিকিৎসক আপনার গৃহের মধ্যে কোন বিষয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে একটি বালিকা আসিয়া তাঁহার নিকটে অগ্নি চাহিল, অগ্নি লইবার পাত্র কোথায় বলিয়া ঐ চিকিৎসক আপনিই পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে বালিকা চুল্লীর নিকটে গিয়া কতক ছাই হাতে করিয়া তদুপরি অগ্নি লইল। চিকিৎসক তাহাতে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন যে এত কাল পর্য্যন্ত আমি পড়া শুনা করিতেছি তথাপি এই উপায় আমার বুদ্ধিতে আইসে নাই।

এক অতি দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে চোর প্রবেশ করাতে, গৃহপতি কিছু উদ্বিগ্ন না হইয়া চোরদিগকে কহিলেন, যে তোমরা রাত্রিতে আমার ঘরে কি খুজিতেছ, আমি আপনিই

দিবাভাগে ঘর পাতি ২ করিয়া অন্বেষণ করিয়াও কিছুই পাই না।

কএক জন অমাত্য সিজিস্মন্ নৃপতিকে তিরস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, যে আপনি পরাজিত শত্রুগণকে বধ না করিয়া কি নিমিত্ত তাহারদের প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে আমি যদি শত্রুকে মিত্র করি তাহাতেই শত্রু বিনাশ করা হয়।

তিন জন রোমাণ নৃপতি রোম নগরাধ্যক্ষের নিকটে এই পত্র লিখিয়াছিলেন, যে আমারদের বিষয়ে কি আমারদের রাজ্য শাসনের বিষয়ে কেহ অখ্যাতি করিলে তাহাকে কোন দণ্ড করিবেন না, যদি সেই ব্যক্তি অনবধানতা প্রযুক্ত করিয়া থাকে, তবে তাহা তুচ্ছ করিবেন, যদি পাগলামিতে করিয়া থাকে, তবে তাহার প্রতি বরং দয়া করিতে হইবে, যদি শত্রুতা প্রযুক্ত করিয়া থাকে তবে তাহাকে ক্ষমা করিতে হইবে।

মুস্তাদি কালেফের মালেক নামক উজীর গ্রীকীয়েরদের সঙ্গে মহাযুদ্ধেতে জয়ী হইয়া তাহারদের রাজাকে ধৃত করিয়া আনয়ন করিলেন। পরে আপনার তাম্বুতে তাঁহাকে রাখিয়া কহিলেন, যে আমি তোমাকে জয় করিলাম; এইক্ষণে আমার নিকটে তোমার কিরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে আপনি

যদি রাজার ন্যায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন তবে আমাকে স্বদেশে প্রেরণ করুন, যদ্যপি ব্যবসায়ির ন্যায় হন তবে আমাকে বিক্রয় করুন, যদ্যপি কসাইয়ের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে আমাকে বধ করুন, তাহাতে তুরুকীয় সেনাপতি তৎক্ষণাৎ কিছু অর্থ না লইয়াই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩২]

বেগম শমরুর সংক্ষেপ উপাখ্যান।

বেগম শমরু প্রথমে এক কাশ্মীরীয় নর্ত্তকী ছিলেন, সর্দ্ধানার জায়গীরদার সম্ভ্রান্ত সম্বর সাহেব তাঁহার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ঐ সম্বর সাহেব প্রথমে কোম্পানীর এক জন গোরা সৈন্য ছিলেন, পরে বৃটিস সেনাহইতে পলায়ন করিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনে সংগ্রাম কার্য্যে যশস্বী হইয়া সর্দ্ধানার জায়গীরদারী প্রাপ্ত হয়েন, ইহাঁর পূর্ব্ব নাম রেনহার্ড, নিরানন্দ মুখ ভঙ্গী জন্য সম্বর খ্যাতি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি জর্ম্মাণি দেশে দরিদ্র কৃষক কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া এক খানা ফরাসীস জাহাজে ছুতারের কর্ম্ম লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন।

রেনহার্ড সাহেব শৃগালবৎ চাতুর্য্যে ঐশ্বর্য্য লাভ করত লোকান্তর গমন কালে তাঁহার বিলাপবতী যুবতী স্ত্রীকে স্বীয় জায়গীরের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান, পরন্তু বেগম সাহেব অসভ্য অবস্থার বহুতর পাতকে কলঙ্কিনী হইয়া

ও প্রতারণা এবং সমূহ আপদ্ পূর্ণ ভারতবর্ষীয় রাজ-কার্য্যের ভার এরূপ অসাধারণ বীরত্ব এবং ধীরত্ব সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন, যে তদ্রূপ ক্ষমতা সুসভ্য নিয়মে সুশিক্ষিত সদাচারশালি ব্যক্তিদিগেরও সাধ্যাধীন হয় না, উক্তা লাম্পট্য রস রসিকা নর্ত্তকীর সাহায্যেই তৈমুরের কুল কলঙ্ক কারী বংশধর দিল্লীশ্বর সাহা আলম অতি দুষ্ট গোলাম কাদরের ভয়ানক ষড়জালহইতে বহুকাল পর্য্যন্ত নিস্তার পাইয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারাই জর্জ্জ্ টমাস মহো-দয় মহা পরাক্রান্ত হয়েন, এবং হিন্দুস্থানের রাজগণের মধ্যে তিনিই প্রথমে বৃটিস সংগ্রাম শক্তির অসহ্য তেজের অধীন হয়েন।

বৃটিস গবর্ণমেণ্টের সেই সাময়িক প্রধান সেনাপতি লার্ড লেক সাহেবের শিবিরের দ্বারে বেহারা গণ বেগম সাহেবের পাল্‌কি নামাইবা মাত্র মহারথী সাহেব ভোজ-নান্তে কিঞ্চিৎ মদমত্ত হওয়াতে দ্বারের নিকট দৌড়িয়া গিয়া বেগমকে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়া তদীয় মধুরাধারে মনের সহিত একটি ইংরাজী রকম চুম্বন করিলেন। ইহাতে তাঁহার পারিষদগণ চমৎকৃত হইলে বেগম অতি স্থৈর্য্য পূর্ব্বক মুখ ফিরাইয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখ, পাদ্রি সাহেব তাঁহার অনুতাপিত কন্যাকে কেমন আশীর্ব্বাদ করিতেছেন"।

[সংবাদ রসসাগর—ইং সন ১৮৫১]

বেগম শমরুর সংক্ষেপ উপাখ্যান।

গত সপ্তাহে আমরা লিখিয়াছি যে বেগম শমরু ৮৭ বর্ষ বয়ঃক্রমে লোকান্তর্গতা হইয়াছেন। অতএব এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরদের জ্ঞাপনার্থ তাঁহার জীবদ্দশার বিষয়ক কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলে বোধ হয় অসন্তোষ জন্মিবে না। সকলই এমত বোধ করেন যে বেগম শমরু কাশ্মীর দেশীয় নর্ত্তকী ছিলেন। তিনি যৌবনাবস্থায় সম্পূর্ণ লাবন্য হইলে জর্ম্মণি দেশস্থ শমরু নামক ভারতবর্ষের কোন পদাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তির সহচরী হইয়াছিলেন। অনুমান ৭০ বৎসর হইল মুরশিদাবাদের নবাব জাফর আলী ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে যে কাশিম আলী খাঁ ঐ সিংহাসন প্রাপ্ত হন তাঁহারি ভৃত্য ঐ শমরু ছিলেন। ঐ দস্যু শমরু স্বীয় প্রভুর আজ্ঞানুসারে ৪৮ জন ইঙ্গলণ্ডীয় সাহেবকে হত্যা করিয়াছিলেন। সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া নিঃসন্দেহে আমোদ প্রমোদ করত যেমন ভোজন করিতেছিলেন তেমনি তাঁহারদিগকে হত করেন পরিশেষে কাশিম আলী খাঁ পলায়ন করিলেন এবং শমরুর সর্ব্বনাশ হইল, তৎসম কালে মোগলের রাজ্য বিনাশোন্মুখ এবং সাহসিক ব্যক্তিরদের সদুপায় হইতে লাগিল। অনন্তর শমরু পশ্চিমপ্রদেশস্থ এক জন সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে মিলিয়া স্বীয় কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ দিল্লীহইতে কিঞ্চিদন্তরিত স্থানে সর্দ্দানা জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৭৬ সালে লোকান্তর্গমন কালে স্বীয় ভাবৎ স্থাবর ধন পত্নীকে দিয়া যান। ঐ বিধবাকে দিল্লীর

শ্রীযুক্ত বাদশাহ বেগম উপাধি প্রদান করিলেন। কিঞ্চিৎ কালানন্তর ঐ বেগম ফ্রান্সদেশীয় এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিলেন কিন্তু অতি শীঘ্রই তাঁহার প্রতি বিরক্তা হইয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করণের অত্যাশ্চর্য্য উপায় স্থির করিলেন শহরের মধ্যে দাঙ্গা করণের উদ্যোগ জন্মাইয়া ঐ স্বামিকে কহিলেন যে আপনি সাবধান থাকুন নতুবা অবশ্য কোন্ দিন্ মারা পড়িবেন। অপর এক দিবস ঐ বেগমের প্রবোধে শহর ব্যাপিয়া গণ্ড গোল উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারদের পলায়ন করিতে হইল এবং তাঁহারা পরস্পর এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে আমারদের এক জন মারা পড়িলে কেহ জীবদ্দশায় থাকিব না। পরে তাঁহারা অত্যল্প চৈনাতি সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজ বাটীহইতে প্রস্থান করিলেন ইতিমধ্যে ঐ বেগমের সাজান আক্রামক লোকেরা পথে তাঁহারদের প্রতি আক্রমণ করিল এবং কাপটারূপে ঐ যোগে বেগম পাল্কিতে থাকিয়া স্বামিকে আপনার মৃত্যু জ্ঞাপনার্থ দুই তিন পিস্তলের আওয়াজ করিলেন পরে ভৃত্যেরা আসিয়া একখান রক্তাক্ত চাদরেতে তাঁহার শরীর আচ্ছাদন করিল। তাহাতে ঐ স্বামী বোধ করিলেন যে বেগম পূর্ব্বকার অঙ্গীকার মতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন শেষে তিনিও পিস্তলের দ্বারা আত্মঘাতী হইলেন। অনন্তর স্বামী মরিয়াছেন জানিয়া কপট মৃতা ঐ বেগম পাল্কি হইতে গাত্রোত্থানে সৈন্যেদের কর্তৃত্ব পদ ধারণ করিয়া অতি শীঘ্র স্বীয় জায়গীর হস্তগত করত মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত ভোগ করেন।

তিনি অতি সাহসিক স্ত্রী ছিলেন আপনার সৈন্যের সঙ্গে ২ থাকিয়াই অতি ঘোরতর যুদ্ধ স্থলে প্রবেশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেন। তাঁহার এই অখ্যাতি হইয়াছিল যে তিনি অনেক অযথার্থ ও নির্দ্দয় ব্যাপার করিয়াছিলেন। পরে স্বীয় অপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বহুসংখ্যক টাকা দান করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ ছিল না তথাপি প্রায় রোমাণ কাতোলিক মতাবলম্বিনী ছিলেন। এবং কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সর্দ্দানাতে এক গ্রিজা ঘর স্থাপন করিয়া অতি সুন্দর রূপে সাজাইয়াছিলেন। যখন ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ঐ প্রদেশীয় তাবৎ অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন তখন এই নিয়মেতে জায়গীর সকল তাঁহার হস্তে রাখেন যে আপনার মৃত্যুর পরে এই জায়গীর ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইবে। নগদ টাকা স্বেচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকে দান করিতে পারিবে, অতএব তদনুসারেই তাঁহার পৌত্র শ্রীযুত ডাইস শমরুকে তাবদ্ধন দিয়া যান। কথিত আছে ঐ ধন ৫০ লক্ষ টাকার ন্যূন নহে। তাঁহার জমীদারী সকল ইঙ্গলণ্ডীয় রাজাভুক্ত হইয়াছে। এবং এক জন সংবাদ পত্র সম্পাদকের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ঐ অধিকার যদি উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তবে খরচবাদে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইবে কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে এত টাকা উৎপন্ন না হইতে পারে।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩৬।]

ওলাউঠার অশুভ যাত্রা।

মনুষ্যবর্গের প্রহারক ওলাউঠা রোগ প্রথমতঃ ১৮১৭ সালে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয় এবং অনিবার্য্য রূপে অতিপ্রবল হইয়া চলিতেছে। পরে ১৮১৯ সালে মরীচ ও মাদাগসকর উপদ্বীপে উপস্থিত হয়। অনন্তর ১৮২১ সালে বছরা নগরে দৃষ্ট হয় এবং তথা হইতে ফ্রাৎ নদী পার হইয়া সুরিয়া দেশে উপস্থিত হয়। তৎপরে আফ্রিকা দেশের উত্তর তটস্থ হইলে তাহার প্রাদুর্ভাবের কিঞ্চিল্লাঘব হইল। ১৮২৩ সালে কস্পিয়ান সমুদ্রের তীরবর্ত্তী হইয়া আস্ত্রাখান দেশে অত্যন্ত সঙ্ঘাতক হয়। এবং তথা হইতে বাণিজ্য দ্রব্য বাহকদিগের সমভিব্যাহারে মধ্যম আসিয়াতে প্রবিষ্ট হয়। পরে ১৮২৯ সালে রুসীয়ার সাম্রাজ্যে ফারসী দেশের সীমাতে প্রবিষ্ট হয় এবং তদ্দেশ হইতে জার্জিয়া প্রদেশে প্রবেশ করিল। অপর তৎপ্রদেশের এক নগরে ত্রিশ হাজার লোকের মধ্যে কেবল আট হাজার লোক রক্ষা পায়। অনন্তর গত বৎসরের ৩১ জুলাইতে আস্ত্রাখানে দৃষ্ট হয় এবং তথা হইতে ডন কশাকেরদের দেশের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তদনন্তর মস্কো নগরে উপস্থিত হইলে তন্নগরে যত লোক তদাক্রান্ত হয় তাহার তৃতীয়াংশ মারা পড়ে। গত ৮ অক্তোবরে ঐ রোগ ওদেসা নগরে প্রবেশ করে এবং ঐ রোগ, পাছে গ্রীষ্ম কাল পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলে ঐ স্থান হইতে গ্রীক ও ইটালি ও ইউরোপের দক্ষিণাংশে পঁহুছে!।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩৬।]

আবাস বেগ।

দয়াশীল পথিকদিগের সাবধান হওনার্থে নীচে লিখিত বিষয় প্রস্তাব করি। আবাস বেগ নামক এক জন অতি দয়ালু অশ্বারূঢ় পথিক পথি পার্শ্বে পতিত এক জন অতিখিন্ন মুমূর্ষু যাত্রিকে দেখিয়া আর্দ্রচিত্ততা প্রযুক্ত তাহাকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে; সে কহিল আপনি যে অশ্বে আরূঢ় আছেন ঐ অশ্ব আমাকে আরোহণ করিতে দেউন, মুমূর্ষু ব্যক্তির এই প্রার্থনাতে তিনি সম্মত হইয়া তাহা দিলেন। কিন্তু ঐ কপটী আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তি, অশ্বারোহণ পূর্ব্বক তদুপরি যে সকল উপকরণ ছিল, তাহা লইয়া অতিবেগে পলায়ন করিয়া গেল। অপর অযোধ্যাতে অদ্যাপি প্রচলিত এক ব্যবস্থা ক্রমে তৎস্থানের আমলদারের প্রতি আজ্ঞা হইয়াছে যে তিনি ঐ প্রতারিত পরম দয়ালু ব্যক্তির ক্ষতি পূর্ণ করিয়া দেন।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩১]

সূর্য্যের দূরতা।

অনুমান কর, যদ্যপি পৃথিবীহইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মিত হয়, তবে আমারদিগের নিকট, হইতে সূর্য্য কত ঘণ্টার পথে স্থিত হইবেন? কেননা, আমরা যদ্যপি একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে শীঘ্রতর রেলওয়ের ডাকে তাঁহার নিকট পাঠাই, এবং ঐ বাষ্পীয় যান যদ্যপি কোন স্থানে

স্থাপিত না হইয়া অনবরত প্রতি ঘণ্টায় ৫০ ক্রোশ করিয়া চলে, তবে ঐ বালক ক্রমে যুবকত্ব প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্দ্ধক্যাবস্থা তথা পরলোক প্রাপ্ত হইলেও সূর্য্যের নিকট পঁহুছিতে পারিবেক না, যেহেতু সূর্য্য রেলওয়ের হিসাবে আমারদিগের নিকট হইতে একশত বর্ষের অধিক ঊর্দ্ধ পথে অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু এই দূরতার সহিত নেপ্চুন নামক নক্ষত্রের দূরতা তুলনা করিলে অতিনৈকট্য বোধ হইবেক, মনুষ্যদিগের আদিপুরুষ যদ্যপি সৃষ্টির আরম্ভে সস্ত্রীক হইয়া আমারদিগের রেলওয়ের দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ২৫ ক্রোশ করিয়া নেপ্চুন হইতে সূর্য্য লোকে গমন করিতেন, তবে তাঁহারা এ কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে অদ্যাপিও পঁহুছিতে পারিতেন না, যেহেতু উক্ত নক্ষত্র সূর্য্য লোকের মধ্য স্থান হইতে ৬ সহস্র বৎসরের ও অধিক দূর পথে স্থাপিত আছে।

[সংবাদ রসসাগর—ইং সন ১৮৫১।]

কুলীনেরদের বহু বিবাহ।

আমরা পূর্ব্বে অনেকবার কহিয়াছি যে এই ব্যবহার রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক এতদ্দেশে প্রচার হয়। যে সময়ে এতদ্দেশ যবনাধিকৃত হইতে লাগিল প্রায়ঃ তৎসময়েই বল্লাল সেন রাজ্যাভিষিক্ত ছিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষের রাজশাসন এমত বিশৃঙ্খল ছিল যে, যে কোন ব্যক্তি এক দল প্রবল যোদ্ধা সংগ্রহ করিতে পারিলেই সিংহাসন

হইত। এমত বিপন্ন সময়ে বল্লাল সেন সিংহাসনস্থ হইয়া তৎকালীন ব্রাহ্মণেরদের মন্দ মানস সফল করণাভিপ্রায়ে কুলীনেরদের বহুতর দার পরিগ্রহ রূপ ঘৃণ্য ব্যবহার ও স্ত্রীরদের দাসীত্ব ব্যবহার চালাইলেন। এই সকল ব্যবহার শাস্ত্র বিরুদ্ধ যেহেতুক শাস্ত্রে কথিত আছে আমারদের যে২ দেশে মনুষ্য শরীরের ক্রয় বিক্রয় হয় সেই দেশ পতিত। বিবাহের বিষয়ে মনু কহেন যে অর্থদান ঘটিত বিবাহ সে অত্যন্ত অপকৃষ্ট এবং যে বিবাহ স্ত্রীপুরুষের পরস্পর মৈত্রতাতে সম্পন্ন হয় সে অতি ভদ্র। কেবল এক পত্নীর শারীরিক অস্বাস্থ্য বা বন্ধ্যাত্ব দোষ ঘটিলেই পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ করণের অনুমতি আছে। যখন এই সকল কারণের বিলক্ষণ প্রমাণ হয় তখনই হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহার প্রতি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে অনুমতি আছে। যদি কোন ব্যক্তি এই সকল কারণ অসত্ত্বেও অন্য বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে স্বীয় সম্পত্তির তিন অংশের একাংশ ঐ স্ত্রীকে দিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারে। এই সকল ব্যবস্থার তাৎপর্য্য এই যে কদাচ এক পুরুষ অনেক দার পরিগ্রহ না করে।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩৬]

বিক্টোরিয়া রাণী নাম্নী নলিনীর বিবরণ।

কৃষি এবং উদ্যান সমাজের গত বৈঠকে উক্ত অতুল্য সরোজ কুসুমের বিষয়ে যে এক মনোজ্ঞ প্রস্তাব পঠিত

হয়, তাহা হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণাবলী গ্রহণ করিলাম।

দক্ষিণ আমেরিকা খণ্ডে গাইয়েনা দেশে বার্বিস নাম্নী ক্ষুদ্র তটিনীতে উক্ত রাজীবরাজ বাহুল্য পরিমাণে জন্মে; তথা হইতে মূল লইয়াই শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর চাটওয়ার্থ নামক স্থানীয় উদ্যানে বহু যত্নে রোপিত ও পালিত হইলে, তাহা অঙ্কুরিত ও শাখা পল্লবিত তথা পুষ্পিত হয়, অতএব উদ্ভিদ্বিদ্যা দর্শী বিজ্ঞ সমূহ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নামে তাহার নামকরণ করিয়াছেন, তৎপরে চাটওয়ার্থ হইতে তাহার বীজ উপঢৌকন রূপে অত্রত্য কৃষি ও উদ্যান সমাজে প্রেরিত হইলে কোম্পানির বাগানে তাহা রোপিত হয়, তাহাতে ইহার পত্র ৪ ফীট ২ ইঞ্চ প্রশস্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার আদি স্থানে অর্থাৎ বার্বিস নদীতে ইহার পত্রের পরিসর ৬ ফীট ৫ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এখানে আরো যত্ন করিলে তাহাও হইতে পারে; পত্র প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত হইলে তাহার চারি ধার কুঞ্চিত হইয়া অঙ্গুলি প্রমাণ ঊর্দ্ধে উঠে, সে সময়ে ইহা এতদ্দেশে অর্চ্চনা কালীন ব্যবহৃত পুষ্পপাত্রের ন্যায় শোভা ধারণ করে, ইহার পত্র ১৭ দিবস পরে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। অন্যান্য পঙ্কজ লতার ন্যায় ইহা শীত কালে সঙ্কুচিত হয়, যেহেতু গত ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি মাসে ইহার চারটী মাত্র পত্র প্রকটিত হইয়াছিল, গত ৩০ ডিসেম্বরে একটি পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তাহার পরিসর ১৬ ইঞ্চ হইয়াছিল। কলিকা সকল জল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দুই তিন

দিবস পরে প্রদোষ সময়ে তাহাদিগের কিয়দংশ শরীর বিকশিত হইতে থাকে, পরে তৎপর দিবস দিবাবসানে প্রস্ফুটিত হয়। প্রথমে যখন তাহার কিয়দঙ্গ বিকচ হয়, তখন তাহা এরূপ শীঘ্র২ প্রফুল্ল হইতে থাকে, যে তাহা নয়ন প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ঐ সময়ে তাহার বর্ণ প্রায়ঃ শুভ্র দৃষ্ট হয়, তৎপরে ক্রমে২ ঈষদারক্ত হইয়া অবশেষে সুচারু অরুণভাতি বিভাস করে, এবং সেই কালে তাহার সুসৌরভ অতিশয় মধুর এবং দূরগামী হয়, যেহেতু অনেক দূর হইতে তাহা বিলক্ষণ রূপে ঘ্রাণ পথের আমোদ জন্মায়। এক সময়ে একটী মাত্র কোরক প্রফুল্ল হয়, অন্য সকল কলী মুদ্রিত থাকে।

বিক্টোরিয়া রিজিয়া পদ্মের তুল্য এতদ্দেশীয় কমল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অতএব যাঁহারা স্বভাবের শোভা প্রিয় ভাবুক, ও কবিতা রসে রসিতচিত্ত হয়েন, তাঁহারা কোম্পানির বাগানে যাইয়া এই অপূর্ব্ব সরোরুহ সন্দর্শনে ও তদীয় সুগন্ধে আমোদিত হউন। আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহা সকলেই কহিয়া থাকেন, স্রোতোজলে নলিনী জন্মে না, এবং বসন্ত প্রভাতে সূর্য্য করে পদ্ম কলিকা সকল প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু বিক্টোরিয়া রিজিয়া পদ্মলতায় তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দৃষ্ট হইতেছে, যেহেতু ইহা নদীতে জাত এবং হেমন্তে প্রদোষ কালে প্রফুল্লিত পুষ্পবতী হইয়া থাকে।

[সংবাদ রসসাগর—ইং সন ১৮৫২]

ত্রিপুরার রাজবংশ।

আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম, যে বাঙ্গালা দেশের সীমা মধ্যে পুরাণাদি পুরাণ পুস্তকে বর্ণিত কোন স্বাধীন রাজবংশ বিরাজমান আছেন কি না; পরন্তু আসিয়াটিক্ সোসাইটির ১৮৫০ সালের ৭ সংখ্যক বিবরণ পুস্তকে দৃষ্টি করিলাম, অস্মদ্বন্ধু সুধীবর রেবরেণ্ড লং সাহেব রাজমালা কাব্যের এক সুন্দর তত্ত্ব প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তৎপাঠে আমারদিগের ইহাই উপলব্ধি হইল যে, অস্মদ্দেশে এপর্য্যন্ত এক অতি প্রাচীন স্বাধীন রাজবংশ বর্ত্তমান আছেন, অতএব ত্রিপুরার রাজা বাহাদুরকে অবশ্যই আমরা এক জন অগ্রগণ্য মান্য রাজা বলিয়া স্বীকার করি।

পূর্ব্বে অনেক মহাশয় বিবেচনা করিতেন, চৈতন্য চরিতামৃত, কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডী, এই সকল গ্রন্থের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য পদ্যে কোন প্রকার পুস্তক রচিত হয় নাই, কিন্তু রাজমালা গ্রন্থ উক্ত গ্রন্থাবলী অপেক্ষা প্রাচীন, অনুমান বাঙ্গলা ৯৬৪ সালে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ প্রস্তুত হয়, তাহার অনেক পূর্ব্বে রাজমালা রচনা হইয়াছে, লং সাহেব নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা ইংরাজী ১৫ শতাব্দীর প্রথমে বিরচিত হয়, সুতরাং এইক্ষণে তাহার বয়ঃক্রম প্রায়ঃ ৪৫০ সার্দ্ধ চারি শত বৎসর হইয়াছে। আমরা ঐ গ্রন্থের মর্ম্মোদ্ধার পূর্ব্বক ত্রিপুরার রাজবংশের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য রাজা বাহাদুরদিগের বংশ বিবরণ প্রাপ্ত হইলেও আহ্লাদ

পূর্ব্বক পত্রস্থ করিব, যেহেতু তাহা হইলে অত্রত্য জন মণ্ডলী বুঝিতে পারিবেন, আমারদিগের রাজা বাহাদুরদিগের মধ্যে কে কেমন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। রাজমালা কাব্যের প্রথম ভাগে এইরূপ বর্ণন আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্ব নাম কিরাত ছিল, এই নামের নিদান কারণ এই যে আর্য্যাবর্ত্তের সুবিখ্যাত সম্রাট যযাতি রাজা কতিপয় সন্তানকে ভ্রষ্টাচার দোষে পরিবর্জ্জিত করেন, তাহারাই দূর দেশে যাইয়া কেহ যবন, কেহ ম্লেচ্ছ, কেহ পহ্লব, কেহ শাক, কেহ কিরাত নামে খ্যাত হইয়া বিবিধ রাজ্য সংস্থাপন করেন, পরন্তু কিরাত নামধারী যযাতিনন্দন ব্রহ্মপুত্র নদ তটে ত্রিবেগ নামক রাজধানী স্থাপন করিয়া বহু কাল রাজ্য করত রাজ্যাস্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানপ্রস্থ হইয়া যোগ বলে লোকান্তর প্রাপ্ত হয়েন। অনন্তর তৎপুত্র ত্রিপুর পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দারুণ দৌরাত্ম্য ও দুরাচার প্রচার করাতে প্রজাকুল হিড়ম্ব দেশে পলায়ন করে, কিন্তু তত্রত্য রাজা তাহারদিগের প্রতি আনুকূল্য প্রদান না করাতে ৫ বৎসর পরে তাহারা পুনর্ব্বার কিরাতরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়, পরে ত্রিপুরের বিয়োগান্তে তদীয় মহিষী গর্ব্ভে ত্রিপুরারি মহাদেবের ঔরসে ত্রিলোচন নামক এক মহা ধার্ম্মিক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা জন্মেন, এবং হিড়ম্ব দেশাধিপতি স্বীয় কন্যার সহিত উক্ত মহীপালের বিবাহ দেন, ঐ রাজা, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন।

ত্রিলোচন পুত্র দক্ষিণ নামক রাজা প্রথমতঃ রাজ্যা-

ভিষিক্ত হয়েন, কিন্তু তদগ্রজ ইহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হওনানন্তর সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন, তৎপরে ৫৬ জন রাজার নাম মাত্র লিখিত আছে, তাহারদিগের কর্ত্তৃক কোন কীর্ত্তি স্থাপিত হয় নাই।

পরে কুমার নামক রাজা সামান্য নগরাভিধেয় শিবপুরে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে মহাদেব এক কুকী রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইবাতে মহাদেবী পদাঘাত দ্বারা ঐ কামিনীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেন। ৬০ গণিত রাজেশ্বর নামক রাজা পুত্র কামনায় মহেশ্বরের উদ্দেশে বিস্তর যজ্ঞ করাতেও সন্তানোৎপত্তি না হওয়াতে শিবলিঙ্গের প্রতি এক বাণাঘাত করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত মহাদেব ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগ করেন, কিন্তু এই বর দেন, যে তাঁহার পদ চিহ্ন সকল মন্দির মধ্যে রক্ষিত থাকিবেক, এবং রাজাকে কহিলেন: যদ্যপি তুমি নরবলি দেহ, তবে তোমার পুত্র সন্তান হইবেক, তদনুসারে রাজা বহু কষ্টে উক্ত ভয়ানক বলি প্রদান দ্বারা পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

প্রণীত নামক ৬৯ গণিত রাজা কাছাড় অধিপতির সহিত সন্ধি স্থাপন করাতে নিকটবর্ত্তি রাজা সকল ভীতচিত্ত হইলেন, যেহেতু উভয় পরাক্রান্ত রাজার সহিত পরস্পর মিলন হইবাতে তাহারদিগেরই সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা. অতএব তাঁহারদিগের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ সংঘটন করণার্থ ত্রিপুরাধিপতিকে এক পরমা রূপবতী কন্যা উপঢৌকন প্রদান

করেন, হিড়ম্ব রাজ ইহাতে সাতিশয় হিংসাযুক্ত হইয়া এই শাসন বাক্য কহিয়াছিলেন, যে তিনি উক্তা মনোমোহিনী রমণীর নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদ করিবেন।

ডঙ্গার্ফা নামক ৭৪ পংক্তির রাজা রাঙ্গামাটী অথবা উদয়পুর রাজ্য আক্রমণ করেন। উদয়পুরের রাজা ১০ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য ও কুকীসেনা সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্রিপুরাধীশ্বর কর্তৃক পরাজিত হইবাতে উদয়পুর নগর ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী হইল। এই যুদ্ধ জয়ে রাজা অত্যন্ত উৎসাহ মদে মত্ত হইয়া গৌড় রাজ্য পর্য্যন্ত আক্রমণ করণের মানস করিয়াছিলেন, ইহাঁর রাজ্য সময়ে ত্রিপুরা রাজ্য ব্রহ্ম দেশে অমরপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহাঁর পুত্র পৌত্রাদি অত্যন্ত পাতকী ছিলেন।

৯৭ পংক্তির রাজা সঙ্গথাপার রাজ্য সময়ে এক জন মহাজন কতক গুলিন মুদ্রা স্বর্ণ এবং হীরকাদি খচিত অলঙ্কার গৌড় রাজ্যাধিপতিকে উপঢৌকন প্রদান নিমিত্ত প্রেরণ করেন, পথি মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে ঐ সকল রত্নাভরণ লুণ্ঠিত হয়, ঐ ব্যক্তি গৌড়াধিপতির নিকট আসিয়া ঐ কথা উপস্থিত করিলে তেঁহ ত্রিপুরাধিপতির বিরুদ্ধে পরাক্রান্ত সেনাবলী প্রেরণ করেন, তাহাতে ত্রিপুরেশ্বর ভয়াকুল হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন। ইহাতে তদীয় মহিলা ক্রোধোন্মত্তা হইয়া তাঁহাকে ভীরু স্বভাব জন্য ভৎর্সনা করিয়া স্বয়ং সমরে প্রবৃত্তা হয়েন। রাণী সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন, " তোমারদিগের রাজা শৃগালবৎ কার্য্য করিতে চাহেন, অতএব যাহারদিগের যুদ্ধ করিতে বাসনা হয়,

তাহারা আমার পশ্চাতে আস্থক” তাহাতে সৈন্যেরা এই বাক্যে তাঁহার মতে সম্মত হইলে তিঁহ তাহারদিগের স্ত্রীদিগকে অনুমতি করিলেন, “তোমরা মহিষ ও ছাগ মাংস রন্ধন করিয়া তোমারদিগের স্বামিদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাও” পরে দুই দিবস তাহারা উল্লেখিত উপাহারাহারে প্রফুল্ল হইয়া বিপক্ষদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করে, তাহাতে গৌড়াধিপতির সৈন্য সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

৯৮ গণিত খাইসসফা নামক রাজার পত্নী বস্ত্র নির্ম্মাণে বিশেষ নিপুণা ছিলেন, তাহাতে ঐ ব্যবসায়ের বহুলা উন্নতি হয়, তাঁহার অষ্টাদশ পুত্র ছিল, তাহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি রাজা হইবেক, ইহা অবগত হওনার্থ রাজা এক দিবস স্বয়ং পুত্রদিগের সহিত উপবাস করিয়া ক্রীড়ার্থে পালিত কুক্কুট রক্ষকের প্রতি আজ্ঞা দিলেন- কুক্কুটগণকে অনশন রাখ৩. পর দিন পুত্র গণ সহ ভোজনে বসিয়া কুক্কুটদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিতে কহিলেন, তাহাতে ঐ টা উক্ত অস্পৃশ্য বিহঙ্গ আসিয়া ভোজন পাত্র স্পর্শ করাতে সকলই হস্তোত্তোলন করিলেন, কিন্তু রত্নফা নামক সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র স্বীয় পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া দূরে নিঃক্ষেপ করাতে কুক্কুটেরা তাঁহার নিকট আগমন করিলেক না. তাহাতে রাজা বুঝিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা রত্নফা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি জীবী, অতএব তাহারই রাজ্যাস্পদ হইবেক। ঐ সুচতুর রাজপুত্র পিতৃবিয়োগান্তে গৌড়রাজ্যে গমন করত তথায় মহা সম্ভ্রমে বসতি করেন, কিয়ৎকালানন্তর মুসলমান সৈন্য

সাহায্যে স্বদেশে পুনরাগমন করিয়া ভ্রাতার মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক রাজ সিংহাসনে উপবেশন করেন। এতদ্ব্যাপার বোধ হয় ইংরাজী ১২৭৯ সালে সংঘটিত হইয়াছিল, যেহেতু ঐ সময়ে আঙ্গিন তোগরেল নামক গৌড়ের মুসলমান রাজা ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করেন, তদনন্তর রত্নফা স্বীয় রাজ্য রক্ষার্থ গৌড়াধিপতির স্থানে ৪ সহস্র সৈন্য এবং "মাণিক্য" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, এই সম্ভ্রান্ত পদবী ত্রিপুরার রাজারা তদবধি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

১০৪ গণিত ধর্ম্ম মাণিক্য নামক রাজা রাজ্যাস্পদ প্রাপণের পূর্ব্বে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া বারাণসী তীর্থে কাল যাপন করিতেন, পরে একদা একটা ভুজঙ্গ তাঁহার শরীর বেষ্টন করিয়া মস্তকোপরে চক্র ধরিয়াছিল, তাহাতেই সকল লোকে বলিতে লাগিল, ইনি রাজা হইবেন, এই ঘটনার কিয়ৎকালানন্তর ত্রিপুরা হইতে রাজদূত বর্গ আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া রাজা করিল, পরে বসন্ত রোগে তিনি স্বর্গারোহণ করিলে তৎপুত্র ইং ১৪০৭ সালে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েন, ঐ নৃপতি ব্রাহ্মণদিগকে বিস্তর ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া পরলোক গমন করেন, তাঁহার আজ্ঞানুসারে রাজমালা গ্রন্থের প্রথমাধ্যায় লিখিত হয়। ইং ১৪৩৯ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন, কিন্তু বিদ্রোহ বিশেষে তেঁহ হত হইলে তদগ্রজ রাজা হইলেন, পরন্তু পুরোহিতের পরামর্শানুসারে তিনি কৌশল ক্রমে পরাক্রান্ত সৈনাধ্যক্ষদিগকে নিহত করেন, অপর ঐ রাজা গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, গৌড়াধিপতি তাঁহার কতক গুলিন

সৈন্যকে ধৃত করিয়া হস্তি পদতলে দলিত করত হনন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর থাঙ্গাল নামক দেশ আক্রমণ করিয়া এরূপ লুঠ করিয়াছিলেন, যে তত্রত্য লোকদের পরিধেয় বস্ত্রমাত্রও ছিল না, সুতরাং তাহাদিগকে বৃক্ষের বল্কল পরিধান করিতে হইয়াছিল, পরন্তু তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বিস্তর বিভব দান করেন, এবং কমিলা নগরে ধর্ম্মসাগর নামক এরূপ এক সুদীর্ঘ সরোবর কাটাইয়াছেন, যে তাহা খননে ২ বৎসর কাল বিগত হইয়াছিল।

থানাসিঁ নামক নগরে এক শ্বেত হস্তী ধৃত হয়, ত্রিপুরাধিপতি তাহা গ্রহণেচ্ছা করাতে উক্ত স্থানীয় রাজার সহিত ৬ মাস পর্য্যন্ত এক যুদ্ধ হয়। ত্রিপুরার সেনাপতি রায় চাচং নামক ব্যক্তি এইরূপ কৌশলে দুর্গাধিকার করিয়াছিলেন, তিনি একটা নকুল ধরিয়া তাহার কণ্ঠে ডোরি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিলেন, তাহাতে ঐ পশু অনেক অনুসন্ধানে পথ প্রকাশ করত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলে সৈন্যেরা তৎপশ্চাৎ ২ গমন করিয়া দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক তদধিকার করিল, ইং ১৫১২ সালে চাচং চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন।

হোসেন সাহা নামক যবন রাজা বাঙ্গালা দেশ হইতে গড়মালিক নামা সেনাপতির অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য মহরকল নামক ত্রিপুরার দুর্গ আক্রমণ করণার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করে, ত্রিপুরার রাজা সৈন্য সংক্রান্ত এক জন খোজার পরামর্শানুসারে বাঁধ বন্ধন পূর্ব্বক এক নদীর স্রোতঃ পরিবর্ত্তন

করিয়া তদ্দ্বারা মোগল সৈন্যদিগকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। রাজা শ্রীধান গোমতী নদী তীরে বিপক্ষ বিনাশ হেতু ভবতারিণী দেবীর উদ্দেশে এক চাণ্ডাল বালককে বলিদান দিয়া তাহার মস্তক লইয়া শত্রু মণ্ডলী মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন এই বলি প্রাপ্তে ভগবতী এরূপ সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন, যে সেই দিন রজনীযোগে মোগল সৈন্যের মধ্যে ভীষণ চীৎকার ধ্বনি হইয়াছিল, যে তদ্দ্বারা বিপক্ষেরা ভীতচিত্ত হইয়া চণ্ডীগড় নামক স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, রাজা তাহারদিগের পশ্চাৎ২ গমন করিয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, পরন্তু তেঁহ ঐ স্থানে ডাইস দিগের আনুকূল্যে শত্রুকুলকে নদীজলে মগ্ন করিয়া নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। তদনন্তর হাতিন খাঁ নামক এক জন যবন সেনাপতি নবাবের আজ্ঞানুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে উপস্থিত হইয়া মস্তকে হস্ত দিয়া ভাবিলেন, যে আমি যে সৈন্য আনিয়াছি, তাহার দ্বিগুণ সৈন্য না আনিলে ত্রিপুরার রাজ্য আক্রমণ করা যায় না, ইহা ভাবিয়া ক্ষুব্ধমনে ফিরিয়া যাইলে স্বীয় প্রভু কর্ত্তৃক ঘৃণিত হইয়াছিলেন।

বহুতর যুদ্ধের পর শ্রীধর্ম্মরাজ রাঙ্গামাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া মহাড়ম্বরে নানা প্রকার যাগ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন, পূর্ব্বে প্রতি বৎসর এক সহস্র করিয়া নরবলি হইত, কিন্তু তিনি নিয়ম করিলেন, বৎসরে বারত্রয় উক্ত প্রকার বলি প্রদত্ত হইবেক। এই রাজা এক মোন পরিমিত স্বর্ণ নির্ম্মিত ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা

কালে তাঁহার নাসারন্ধ্রে তুলা দিয়াছিলেন, তাহাতে দেবীর নিশ্বাসে তুলা উড়িয়া যাইবাতে ভাবল্লোকে অত্যাশ্চর্য্য মানিয়াছিল, ফলতঃ এরূপ ব্যাপার চাতুর্য্যদ্বারাও সংঘটিত হইতে পারে, তিনি পরম শৈব ছিলেন, বসন্ত রোগে লোকান্তরিত হইলে তদীয় পাটরাণী সহমৃতা হয়েন।

তৎপুত্র সেব মাণিক্য রাজ্যাস্পদে অভিষিক্ত হইয়া চট্টগ্রামে যুদ্ধযাত্রা করত তথা হইতে পুনরাগত হইয়া নরবলি প্রদান করেন. তাঁহার পুরোহিত এক ব্যক্তিকে শিব সাজাইয়া তাঁহার নিকট এই কথা কহিতে শিক্ষাইয়া দিয়াছিল, যে রাজা তাহার অষ্ট সংখ্যক প্রধান সেনাপতি বলি প্রদান করুন, রাজা ঐ ছদ্মবেশিকে যথার্থ শিবরূপে মানিয়া তদাজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে পুরোহিতের ধূর্ত্ততা অবগত হইয়া তাহাকেও বলি দিতে উদ্যত হইলে ঐ দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বধ করিয়া এইরূপ ঘোষণা করিল, যে রাজা যথাভক্তি দেবার্চ্চনা না করাতে দেবতারা তাঁহাকে নিপাত করিয়াছেন, এই দ্বিজবরের সহিত মৃত রাজার কনিষ্ঠা পত্নীর প্রসক্তি ছিল, সুতরাং তাহারা উভয়ে মহাদল পরাক্রান্ত হইয়া ঐ রাণীর কুক্ষিজ সন্তানকে সিংহাসনোপবিষ্ট করত আপনারাই যথেচ্ছাক্রমে রাজ্য কার্য্য ধার্য্য করিতে লাগিল, কিন্তু অনতিবিলম্বে প্রজা দল একবাক্য হইয়া ঐ দুষ্ট দ্বিজাতি এবং তদুপপত্নী রাণী ও তৎপুত্র রাজাকে বিনাশ করিয়া এক সমাধি মধ্যে সকলকে গাড়িয়াছিল।

ব্রজ মাণিক্য নামক রাজা মন্ত্রি কর্ত্তৃক তুচ্ছরূপে ব্যবহৃত

হইবাতে তিনি তাহাকে একদা মদ্যপানে উন্মত্ত করিয়া নিপাত করেন, এই তরুণ বয়স্ক ভূপতি যুদ্ধ দ্বারা অনেক রাজ্য বিস্তার করেন, এবং কাশ্যা ও শ্রীহট্টের রাজারা তাঁহার অধীন ছিলেন, পরন্তু কাশ্যা দেশের রাজা কোন কার্য্য বশতঃ গর্ব্ব প্রকাশ করাতে ত্রিপুরাধিপতি তদ্বিরুদ্ধে ১২০০ শত কুদ্দাল হস্ত হাড়ী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, বিদ্রোহী রাজা অপমান ভয়ে হিড়ম্ব রাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তেঁহ তাঁহার নিমিত্তে ত্রিপুরাধিপতির নিকট উপরোধানুরোধ করেন, সুতরাং ঐ হড়ুডক সেনা জয়ন্তী হইতে স্বদেশে গমন করিলে অপর এক সহস্র পাঠান সৈন্য বেতন প্রাপ্ত্যাভাবে বিদ্রোহ উপস্থিত করত চট্টগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিয়া রাজাকে বধ করণানন্তর রাঙ্গামাটী অধিকার করণের ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু রাজা তাহারদিগকে সমরে ধৃত করিয়া চতুর্দ্দশ দেবতার সম্মুখে বলি প্রদান করিয়াছিলেন, গৌড় দেশাধিপতি তাঁহার প্রতিকূলে ৩ সহস্র অশ্বারোহী এবং ১০ সহস্র পদাতিক সৈন্য চট্টগ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ৮ মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ হয়, পরে গৌড়াধিপের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ খাঁ শত্রু হস্তে পতিত হইবাতে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া ত্রিপুরায় প্রেরিত হইলে রাজা তাহাকে দেবোদ্দেশে বলিদান করিয়াছিলেন।

এই কালে বিজয় নামক ত্রিপুরার রাজা বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করণার্থ ২৬ হাজার পদাতী এবং ৫ হাজার অশ্বারোহী ও বহুতর কামানাদি অস্ত্র শস্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঐ সেনানিচয় ৫ হাজার নৌকারোহণে ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্মী

নদী হইয়া পদ্মপ্রবাহে উপনীত হয়। রাজা সোনার গাঁ নগরে অনেক দিবস পর্য্যন্ত অনঙ্গ তরঙ্গে দেহ ঢালিয়াছিলেন সেই সূত্রে উক্ত স্থান হইতে বহুবিধ বামলোচনা নব বালিকা লইয়া ভোগার্থে নিয়োজিত করেন. পরন্তু তরণীশ্রেণী যোগে এক সেতু বন্ধন করাইয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া শ্রীহট্ট নগর আক্রমণ করেন, এবং সেই স্থানে বহু সংখ্যক সরোবর খনন করান. অপর তদীয় সৈন্যরা শ্রীহট্ট নগরে অত্যন্ত লুঠ আরম্ভ করিলে ও এক গ্রাম দগ্ধ করিলে তত্রত্য লোকেরা স্থানান্তরে পলায়ন করে, কেবল একাকিনী এক কামিনী পলাইতে না পারিয়া জনেক সৈন্যের চরণ ধরিয়া রোদন করিলেও ঐ পাষাণহৃদয় যোদ্ধা তাহাকে ধরিয়া একটা স্তম্ভে কেশ বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহাতে উক্তা দুর্ভগার স্বামী অতিশয় অপমান বোধে ঐ প্রিয়তমার মুক্তি নিমিত্ত উক্ত সৈন্যকে এরূপ প্রহার করে, যে তদ্দ্বারা তাহার প্রাণাবশেষ হয়, এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজা উক্ত স্থানীয় সমুদয় লোককে অশেষ বিশেষ শাস্তি প্রদানে আজ্ঞা করেন। তদনন্তর স্বীয় রাজধানী রাঙ্গামাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ দান দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, ও যে যাহা চাহিবেক তাহাকে তাহাই দিব, একদা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কল্পতরু হয়েন, কিন্তু সে দিবস কতিপয় নির্দ্দিষ্ট লোকমাত্র রাজার সহিত সাক্ষাৎ করণে আজ্ঞাত হইয়াছিল। এই কালে অনন্ত নামক জ্যোতির্বিদেরা গণনা দ্বারা নিশ্চয় করেন যে কনিষ্ঠ রাজপুত্র অনন্ত, রাজা হইবেন, অতএব রাজা

তদীয় জ্যেষ্ঠ তনয়কে জগন্নাথ ক্ষেত্রে তীর্থ দর্শনার্থ প্রেরণ করেন, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ গোপীপ্রসাদের দুহিতাকে অনন্ত বিবাহ করত সর্ব্ব বিষয়ে প্রাবল্য প্রাপ্ত হয়েন, মহারাজ বিজয় মাণিক্য ৪৭ বৎসর বয়ঃক্রমে বসন্ত রোগে লোকান্তরগত হয়েন, তাঁহার সহিত বহু সংখ্যক রাণী জ্বলচ্চিতারোহণ করেন।

অনন্ত মাণিক্য স্বীয় শ্বশুরের সাহায্যে সিংহাসনোপবিষ্ট হয়েন, গোপীপ্রসাদ পূর্ব্বে রাজ সরকারে এক জন পাচক ছিল, পরে চৌকীদারী প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে শালগ্রাম শিলা স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করত প্রধান সেনানী পদে নিযুক্ত হয়, এবং রাজকুমারকে কন্যা সম্প্রদান করে। অনন্ত মাণিক্য দেড় বৎসর রাজ্য করিলে পর তাঁহার কৃতঘ্ন শ্বশুর লোক দ্বারা তাঁহাকে হত করিয়া উদয় মাণিক্য নাম ধারণ পূর্ব্বক রাজ্যাস্পদে অভিষিক্ত হয়।

[সংবাদ রসসাগর—ইং সন ১৮৫১]

সর উইলেম জুন্স সাহেবের উপাখ্যান।

সর উইলেম জুন্স সাহেব, বালক কালাবধি অদ্ভুত পরিশ্রমী ছিলেন, তাঁহার শিশুকালাবধি জ্ঞান বিষয়ে অন্তঃকরণের যেরূপ আশ্চর্য্য প্রফুল্লতা ছিল, তাহা উত্তম রূপে ব্যক্ত আছে, তিনি যদি তাঁহার বুদ্ধিমতী ও পাণ্ডিত্যা মাতাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে তাঁহার

মাতা সর্বদাই এই উত্তর করিতেন, যে তুমি অধ্যয়ন করিলেই সমুদয় জানিতে পারিবা, তাহাতেই ক্রমশঃ পুস্তকের উপর তাঁহার মনের অতিশয় প্রীতি জন্মিতে লাগিল, এবং বয়োবৃদ্ধ্যানুসারে ক্রমেতে ঐ প্রীতির দৃঢ়তা হইতে লাগিল, আর পাঠশালায় নিয়মিত পাঠে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা অপেক্ষা তিনি আপন ইচ্ছামতে অধিক পরিশ্রম করিতেন। তিনি নিদ্রা নিবারণের নিমিত্ত চা ও কাওয়া পান করিয়া তাহা নিবারণ পূর্ব্বক প্রত্যহই সমুদয় রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন, আর অবকাশ পাইলে মনের সন্তোষার্থে কখন ২ তদ্দেশীয় বিধি নিষেধ শাস্ত্র অর্থাৎ ব্যবস্থা শিক্ষা করিতেন। পরে এই নিয়ম করিলেন যে যখন ২ বিদ্যাভ্যাস করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, তখন সে অবকাশে অবহেলা করা যাইবেক না। তিনি ঐ নিয়মানুসারে আক্সফোর্ড নামক নগরে থাকিয়া যখন গ্রীক লাটিন এবং পূর্ব্ব দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, তৎকালে কখন ২ অবকাশ পাইলে অশ্বারোহণ ও শস্ত্রবিদ্যাও অভ্যাস করিতেন এবং ফ্রান্স পূর্ত্তগাস ইস্পানিস্ ও ইটালিয়ান ভাষার উত্তম ২ গ্রন্থ পাঠ করিতেন। তাঁহার স্বীয় লিখিত বাক্য এই যে কৃষকের অবস্থাতেও তিনি যুবরাজ যোগ্য উপদেশ গ্রহণ করিতেন। তৎপরে যখন টেম্পল্ নামক বিদ্যালয়ে থাকিতেন তখন তিনি ব্যবস্থা শাস্ত্র ও পূর্ব্ব দেশীয় ভাষা অভ্যাস করিয়াও এত অবকাশ পাইতেন, যে তাহাতে আপনার কৃত এক কবিতার গ্রন্থ এবং গ্রীক দেশীয়

ইসিয়স্ নামক এক সদ্বক্তার কৃত বক্তৃতা গ্রন্থের ভাষান্তর করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে অবসর পাইয়াছিলেন, এবং ঐ সময়ের মধ্যে একাল ব্যবস্থা এরূপ লিখিয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন, যে তদ্দ্বারা অতি অল্প কাল পরেই ব্যবস্থা বিষয়ে আপনার উত্তম ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এক ব্যবস্থার গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং ঐ সময়ের মধ্যেই স্বীয় ব্যবসায় ও অন্য ২ সাধারণ লেখা পড়া করিয়াও, ডাক্তর হন্টর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিষয়ে যে সকল উপদেশ করিতেন, তাহাও মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন এবং অঙ্ক ও রেখা গণিত শাস্ত্রে এরূপ পণ্ডিত হইয়াছিলেন, যে নিউটন সাহেবের কৃত প্রিন্সিপিয়া নামক অতি কঠিন গ্রন্থ অনায়াসেই ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন।

যখন তিনি ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি বঙ্গ দেশের প্রধান বিচারস্থানের অর্থাৎ কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারকর্ত্তা হইয়াছিলেন, তখন ঐ অত্যন্ত কঠিন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও, নানা প্রকার জ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, এবং লণ্ডন নগরহইতে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই লণ্ডন নগরের রাজকীয় সভার ন্যায় এই কলিকাতা মহানগরে এক মহতী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, ও যাবৎ কাল তিনি জীবদ্দশায় ছিলেন তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ঐ সভার এক জন প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন, আর ঐ সভাতে এতদ্দেশীয় শব্দ শাস্ত্র দ্বারা প্রাচীন বিষয় সকল লিখিয়া ঐ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন।

১৭৮৫ সালে বিচার স্থানের যে দীর্ঘ অবকাশ পাওয়ন, তাহাতে তিনি কি রূপে কাল যাপন করিতেন তাহার বিবরণ তাঁহার স্বীয় লিপিদ্বারা এই রূপ অবগত হওয়া-গিয়াছে, যে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ, এক খান পত্র লিখিতেন, পরে ধর্ম্মপুস্তকের দশ অধ্যায় পাঠ করিতেন, তদনন্তর সংস্কৃত ব্যাকরণ ও হিন্দুদিগের ব্যবস্থা শাস্ত্র অর্থাৎ দায়ভাগ পাঠ করিয়া উক্ত কালের অবসান হইলেই মধ্যাহ্ন সময়ে ভারতবর্ষীয় ভূগোল বৃত্তান্ত, এবং তৃতীয় প্রহর সময়ে অর্থাৎ বিকালে রুমদেশীয় ইতিহাস, আর দিবাবসানে শতরঞ্চ খেলা ও এরিএন্ট নামক এক গ্রন্থ পাঠ করিয়া দিন যাপন করিতেন। তদুত্তর এ প্রদেশের দোষ বশতঃ ক্রমে২ তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতে লাগিল, এবং চক্ষুঃসত্তাও এরূপ অল্প হইল, যে তাহাতে বাতির আলোয় তাঁহার লেখা ক্ষান্ত হইতে হইল, কিন্তু তাঁহার অতি প্রিয় যে বিদ্যাভ্যাস তাহা তিনি যে পর্য্যন্ত বলাধান ছিলেন, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই নিবৃত্ত হন নাই, পরে যখন পীড়াদ্বারা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া একেবারে শয্যাগত হইলেন তখন উদ্ভিজ্জবিদ্যা অর্থাৎ বৃক্ষাদি বিষয়ক শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। অনন্তর যৎকালে শারীরিক পীড়ার শান্তির নিমিত্তে নানা প্রকার দেশ ভ্রমণ করেন, তৎকালেও গ্রীক ইটালি ও ভারতবর্ষের দেব ও দেবীদিগের বিষয়ে এক পুস্তক প্রস্তুত করেন, তিনি তাঁহার মনকে এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, যে আলস্য ত্যাগ করিবার অবকাশেতেও পরিশ্রম করিতে মনের প্রবৃত্তি

হইত। পরে কিছু কাল বিলম্বে শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তাঁহার আপন ব্যবসায়ে ও পাঠে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার কর্ম্মের নিমিত্তে প্রত্যহ কলিকাতায় আসিতে হইত, তখন তিনি কলিকাতা হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ অন্তরে গঙ্গা তীরস্থ এক বাটীতে থাকিতেন। কর্ম্মস্থানহইতে প্রত্যহ সায়ং সময়ে উক্ত বাস স্থানে গমন করিতেন, এবং দুই তিন ঘণ্টা রাত্রি সত্ত্বে গাত্রোত্থান করিতেন পরে অতি প্রত্যুষে পদব্রজে কলিকাতার বাটীতে আসিয়া বিচার গৃহে যাই-বার নিয়মিত কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আপন পাঠ্য গ্রন্থ পাঠ করিতেন, এবং বিচার স্থানের অবকাশসময়ে উক্ত রীতি-তেই নিযুক্ত থাকিতেন। ১৭৮৭ সালে একবার অবকাশ পাইলে যে স্থানে বাস করিতেন সেই স্থানে থাকিয়া লিখিয়া-ছিলেন, যে আমি এই গৃহে পরম সুখে কাল ক্ষেপ করিতেছি. যদ্যপি এই তিন মাস আমার অবকাশ আছে, তথাপি আমি এক ঘণ্টাও ব্যর্থ ব্যয় করি নাই। ব্যবসায় কর্ম্মের সঙ্গে আপনার প্রিয় পাঠের সম্পর্ক থাকা অর্থাৎ এক কালে বিষয় কর্ম্ম ও বিদ্যাভ্যাস হওয়া যাহা আমার ঘটিয়াছে ইহা অত্যল্প স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, আমি এই গ্রাম্য গৃহে থাকিয়া আরবি ও সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিচার স্থানের অনেক সাহায্য পাইতেছি. যেহেতু মোসলমান ও হিন্দু উকীলেরা তাহাদের নষ্টতা বুদ্ধিতে আমাকে প্রতারণা করিতে পারে না। বাস্তবিক এইরূপ সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতেই তাঁহার অন্তঃকরণের অতিশয় সন্তোষ হইত; আর তিনি

ঐ পত্রেতেই লিখিয়াছিলেন, যে তিনি ভারতবর্ষের পদে যে পর্য্যন্ত পদান্বিত না হইয়াছিলেন সে পর্য্যন্ত কোন মতে সুখী ছিলেন না।

[বিজ্ঞান সারসংগ্রহ—ইং সন ১৮৩৩।

ভিন্ন ২ জাতীয় লোকদিগের পরস্পর সারল্য রূপে সহজ কথোপকথনের যে লাভ তাহার বিষয়।

মনুষ্যদিগের বিবরণ পুনঃ ২ বিবেচনা করিয়া আমরা এই দেখিলাম যে, মনুষ্যের সভ্যতার ক্রমে ২ আশ্চর্য্য রূপ উন্নতি হইয়াছে। ভিন্ন ২ জাতীয় লোকের সহিত কথোপকথনের যে ২ স্থানে সেই রূপই উক্ত উন্নতির বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে. অতএব প্রথমতঃ বৃহৎ বৃহৎনদীর তীরস্থ লোকদের সভ্যতা হয়; যেমন নাইল্ নদী ও ইউফ্রেটিস এবং গঙ্গা। অথবা ক্ষুদ্র ২ সমুদ্রের কূল এবং অনেক ২ উপদ্বীপে যেমন মধ্যস্থ নামক সমুদ্র কূল ও গ্রিশ দেশীয় নানা উপদ্বীপ এবং উর্ব্বরা ও বিস্তৃত মাঠ যেরূপ ভারতবর্ষের অনেকানেক স্থানে আছে। তাহার কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেননা এক স্থানে অনেক লোক একত্রিত হইলে, তাহার মধ্যে যদি অসাধারণরূপে এক ব্যক্তি প্রয়োজনোপযোগি চিন্তা কিম্বা কার্য্যে নিবিষ্ট থাকে, তাহা অপ্রকাশিত থাকে না সুতরাং সেস্থানে ঐ চিন্তা বা

কর্ম্ম সকলের মধ্যে এক কালে ব্যাপ্ত হয় তাহাতে সকলেরি ঐ রূপ কর্ম্ম ও চিন্তা হইতে থাকে, আর ঐ লোকদিগের শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় জ্ঞানের উন্নতি হইবার কারণও ইহাকে কহা যাইতে পারে; এই প্রকার চিন্তা ও কর্ম্ম কোন ২ মহতী সভাতে সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, সেই সভার উন্নতির নিমিত্তে কোন উপায় চেষ্টা করিবার কালে পরস্পর সকলেরি ঈর্ষা জন্মে, কেননা সকলেই এই রূপ জ্ঞান করেন যে তাহার উপর সকলেরি দৃষ্টি আছে এবং যেরূপ উত্তম কর্ম্ম করিবেন তিনি সেইরূপই উত্তম পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন; মনুষ্যেরা এই রূপে পরস্পর কথোপকথনের লভ্য স্থির করিতে পারেন, এবং স্বাভাবিক বাসোপযুক্ত কোন রম্য স্থান দর্শন করিলে অত্যন্ত বাঞ্ছা পূর্ব্বক ঐ স্থান গ্রহণ করিয়া নূতন বসতি করেন, এবং তত্রস্থ প্রাচীন বিষয় সকল বৃদ্ধি করিতে থাকেন আর সেই স্থানে নদী ও তাহার কূল এবং মাঠ নির্ম্মিত করেন, অর্থাৎ খাত ও পুষ্করিণী খনন করেন, ও পথ প্রস্তুত করেন, এই মতে যে সকল দেশ পরস্পর অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হয়, তাহাদিগকেও উত্তমরূপে একত্র যোগ করে। ব্রীটীয়ান উপদ্বীপস্থ লোকেরা পাণ্ডিত্য বুদ্ধিদ্বারা যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার হইতে পারে তাহা প্রথম অহঙ্কার পূর্ব্বক দর্শাইয়াছিল অর্থাৎ খাত ও পথ প্রস্তুত করিয়া যে লাভ হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তাহাদের ঐ রূপ অসংখ্য অদ্ভুত প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল, এবং পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে ঐ রাজ্যের

সমুদয় স্থানে উক্ত বিষয় ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু ইহাতে এমন বোধ হইতেছে যে, ইহার পর যে সকল মহতী কীর্ত্তি হইবে তাহা ঐ সকল কীর্ত্তিকেও জয় করিবে অর্থাৎ সাধারণ যে সকল পথ ও ঘাট আছে তাহার পরিবর্ত্তে লোহা পথ হইবে।

রেলরোড্ শব্দের অর্থ এই যে, এক প্রকার লৌহ পথ যাহার সমুদয় স্থান এক সমান অর্থাৎ কোন স্থানে উচ্চ নীচতা নাই এবং যাহাতে অতিশয় দৃঢ়তর লৌহদণ্ড আছে ও তাহার উপর দিয়া অনায়াসে শকট যাতায়াত করিতে পারে ও তাহাতে ঘর্ষণও অতি অল্প হয়, এবং উচ্চ নীচতা যাহা সাধারণ পথে থাকে, তাহা তাহাতে থাকে না, সুতরাং তাহাতে অতিবেগপূর্ব্বক চক্রের গতি হইতে পারে; এই রূপ পথ অনেক স্থানে অতিশয় প্রশংসা পূর্ব্বক নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত পথ ও নবীন শকট সকল শাস্ত্র সম্মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই বটে, তথাপি তাহাকে অত্যন্ত আহ্লাদ জনক বলিয়া অবশ্য নিশ্চয় করা যাইতেছে, যদ্যপি আমরা এরূপ অনুমান করি যে কোন দ্রব্য বা মনুষ্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে সাধারণ ব্যয় অপেক্ষা চতুর্থ অংশেরও ন্যূন ব্যয় হয় এবং যদি ইহা অপেক্ষাও ন্যূন হয়, এবং নিরাপদে গমন করিলে সাধারণ সমাজের অন্যান্য বক্তব্য বিষয় হইতে অনেক উন্নতি হইতে পারে ইহাতে এত গুণ দর্শান যায় যে, স্থানের পরস্পর দূরবর্ত্তিত্ব থাকিলে তাহার দূরবর্ত্তিতা বাস্তবিক নষ্ট না করিয়া পরস্পর নিকটস্থের কার্য্য

করা যাইতে পারে, এবং ইহা দ্বারা তাবৎ দেশস্থ লোকেরা নগরসম্বন্ধীয় ও গ্রাম্য এ উভয় সুখই অনুভব করিতে পারে, আর কোন মনুষ্যের কোন স্থানে যাইতে হইলে তিনি এরূপ স্থান করিতে পারেন যে, সে স্থান তাঁহার অতি নিকটবর্ত্তি হয়; কারণ অতি নিকটে গমন করিতে যেরূপ ধন ও সময় ব্যয় হয়, সেই রূপ ব্যয় করিলেই অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারা যায়। যে স্থানে অতিশয় জনতা থাকে এবং যে স্থানে সর্ব্বদা অসুখী হইতে হয়, তত্রস্থ লোকেরা অতি সহজেতেই অন্য কোন গ্রামে যাইয়া বসতি করিতে পারে, কারণ উক্ত রূপ সুলভ শকট প্রাপ্ত হইলে অনেক দূরবর্ত্তি লোকেরাও কর্ম্ম স্থানের নিকটস্থের ন্যায় হইয়া থাকিতে পারেন, অর্থাৎ যেন, তিনি কর্ম্ম স্থানের নিকটবর্ত্তি পথি মধ্যে কোন স্থানে আছেন। কোন মনুষ্য যদি দূরস্থ কোন পর্ব্বতের উপর থাকেন তবে তাঁহার বোধ হয় যে, সমুদ্র যেন একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বতের পার্শ্বেতেই রহিয়াছেন, কারণ তাঁহার মনন হইলেই সে স্থানে যাইতে পারেন এই রূপ রাজধানীস্থ লোকেরাও অত্যল্প ব্যয়েতে কোন পল্লীগ্রাম মধ্যে যাইতে পারেন এবং কোন উৎপন্ন দ্রব্য অনেক দূর হইতে পণ্য স্থানে অত্যল্প ব্যয়েতেই আনিতে পারেন; সেই হেতু ক্রেতা ব্যক্তিদেরও সর্ব্বত্র ক্রয়ের সুলভ হয় এবং কৃষকদেরও তাহাতে পুরস্কারের ন্যূনতা হয় না, সংক্ষেপে কহিতেছি যে, এরূপ অবস্থা হইলে সমুদয় ব্রীটীয়ান দেশ অত্যল্প ক্রোশের মধ্যে একটী চাকের মত

হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেশের সৌন্দর্য্য বা প্রা- শস্ত্যের যৎকিঞ্চিৎও ন্যূনতা হয় না, এবং সমুদ্র যেন রাজধানীর নিজ দক্ষিণাংশে হয় আর এডিনবর নামক নগর যেন কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে হয় আর ওয়েল্‌স দেশের পর্ব্বত যেন অত্যল্প পশ্চিমে হয়' অর্থাৎ বোধ হয় যেন এরূপ এক প্রকার অসম্ভাবনীয় বিষয়। লণ্ডন নগর হইতে এডিনবর নামক নগরে ২৪ ঘণ্টায় উপস্থিত হওয়া যায় এরূপ ভাবনা ৭০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ অসম্ভাবনীয় ছিল তাহা অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ন্যূন হইয়াছে।

[বিজ্ঞান সারসংগ্রহ—ইং ১৮৩৪ সাল]

কুক্কুরের আশ্চর্য্য বুদ্ধি।

পূর্ব্বে ফ্রান্স রাজ্যের এক প্রদেশ মাসুল গ্রাহক লো- কেতে পরিপূর্ণ ছিল, প্রজাগণেরা মাসুল না দিয়া জিনিস আমদানী কি রপ্তানী করণে আপনাদের লাভ দেখিয়া তৎকর্ম্মে এমত প্রবৃত্ত হইল যে তাহা কোন প্রকারে নিবারণ করিতে গবর্ণমেণ্ট অক্ষম হইলেন সেই অনুচিত কর্ম্ম কুক্কুরের দ্বারা সম্পন্ন হয়। কুক্কুরের ঘাড়ে তাহারদের শক্ত্যনুসারে জিনিসের বস্তা বোঝাই হইত কেবল পথ- দর্শক এক কুক্কুর বোঝাই রহিত থাকিত। চাবুকের এক শব্দ হইলে ঐ কুক্কুর সকল যাত্রা করিত। পথ দর্শক কুক্কুর সকলের কিছু অগ্রে গমন করিত যদি কোন অপরিচিত

লোকের আগমন বোধ করিত তবে সে তৎক্ষণাৎ অন্য কুক্কুরের নিকটে ফিরিয়া আসিত তাহারা তৎক্ষণাৎ অন্য পথ দিয়া গমন করিত সঙ্কট সন্নিহিত হইল এমন যদি জানিতে পারিত তবে তাহারা নিকটস্থ ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অপরিচিত লোকেরদের না যাওয়া পর্য্যন্ত সেখানে লুক্কাইয়া থাকিত। আপনার প্রভুর সহকারির সমীপে পঁহুছিলে বোঝাই করা কুক্করগণ নিকটবর্ত্তি ঝোপে না বনে লুক্কাইয়া থাকিত এবং তাহারদের পথদর্শক সেই সহকারির গৃহে গিয়া হয় কবাটে আঁচড়াইত নতুবা রব করিত। কবাট মুক্ত হইলে ঐ কুক্কুর স্বচ্ছন্দে কুটরীর মধ্যে গমন করিত তাহাতে ঐ সহকারি ব্যক্তি জানিতেন যে সকল দ্রব্য পঁহুছিয়াছে এবং কোন দিগে কেহ না থাকিলে তিনি বাহিরে গমন করিয়া শিস দিতেন তাহাতে ঐ সকল কুক্কুর লুক্কায়িত স্থান হইতে আসিয়া আপন ২ দ্রব্য নামাইয়া দিত।

[বঙ্গদূত—ইং ১৮২৯ সাল]

ব্রাহ্মণ ভোজন।

মহারাজ্ঞীর সুপ্রেমকোর্ট তাঁহাদিগের মাষ্টর ডবলু পি গ্রান্ট সাহেবকে ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করণে কত ব্যয় হইবেক তাহা নিশ্চয় করণার্থ অনুমতি করিয়াছেন, এবং মাষ্টর সাহেব এক জন ব্রাহ্মণ কত আহার করিতে পারেন তাহা নিশ্চয় করিতেছেন; পশ্চাৎ লিখিত বিষয়

সম্পাদনার্থ এই আজ্ঞা হইয়াছে। এক ব্যক্তি প্রাচীন মনুষ্য যাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রতাবস্থায় পতিত করিয়াছিলেন, তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাওনের নিমিত্ত ধন জমা রাখিয়া গিয়াছেন, যেহেতুক হিন্দুরা এই রূপ কার্য্য প্রশংসনীয় এবং অনেক ২ পাপনাশক বোধ করেন। রামবিহারি শর্ম্মা নামক এক ব্যক্তি, কাশিম বাজারস্থ কোম্পানির রেসিডেণ্ট এবং কলিকাতার বিখ্যাত প্রাচীন সদাগর পেট্রিক্ মেট্লণ্ড এই দুই সাহেবকে তাঁহার ধনের অধিপতি করিয়া গিয়াছেন, তৎপরে এতদ্বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের ডিক্রির অনুসারে তৎসময়ের মাষ্টরের প্রতি সভাপতির আজ্ঞা হইয়াছিল যে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে কত ব্যয় হইবেক এবং কোন্ ব্যক্তির উপর এতদ্বিষয়ের ভারার্পণ করা যাইবেক। মাষ্টর ৪৩০৩০ মুদ্রা ব্যয় এবং দেব-নাথ সাণ্ডেল ভারার্পণের উপযুক্ত পাত্র রিপোর্ট করাতে ১৮২৩ সালে মঞ্জুর হইল। সভাপতি দুই ব্যক্তি ইংলণ্ডীয়ের হস্ত হইতে উক্ত মুদ্রা সাণ্ডেলের হস্তে দিয়া অবশিষ্ট ধন আদালতে জমা রাখিলেন, কিন্তু এই ধন দেবনাথের প্রাপ্ত হওনের ৭ বৎসর পূর্ব্বে সুদ সমেত ৬৩০০০ মুদ্রা হইয়াছিল অতএব তিনি সাহসপূর্ব্বক এতদ্বিষয় সম্পন্নার্থ আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু ষষ্ঠী সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুনর্ব্বার আদালতে আবেদন করিলেন যে তিনি চতুর্দ্দশ সহস্র ভোজন করাইতে অক্ষম হইলেন এবং অবশিষ্ট ২৭০০০ মুদ্রা কোর্টে ফিরাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইংলণ্ডীয়দিগের ভারতবর্ষ

অধিকার হওনের সপ্তদশ বৎসর পরে ষষ্ঠী সহস্র ব্রাহ্মণের অধিক প্রাপ্ত হওয়া গেল না. কিন্তু ইহার পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে ওয়ারেন হেষ্টিং সাহেবের দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ এতদপেক্ষা দশগুণ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধ কালীন একে বারে ৬০০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণবংশের দরিদ্রতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে বরং ক্রমে তাঁহাদিগের ধন ও স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়াছে।

যৎকালীন দেবনাথের পরলোক প্রাপ্ত হইল তাঁহার পুত্র এবং ধনাধিপতি সীতানাথ অপর ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু ব্রজনাথের পুত্র আপত্তি করিলেন অতএব কাহাকে ভারার্পণ হইবে তাহা কোর্টের বিচারাধীনে আছে। ৪০ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন হইবেক কিন্তু দেবনাথ ৬০ সহস্র ব্রাহ্মণ খাওয়াইয়াছিলেন কি না তাহা কোর্ট জানিতে ইচ্ছা করেন, এবং মাষ্টরের প্রতি এই সকল বিষয় অনুসন্ধানার্থ অনুমতি করিয়াছেন. অতএব মাষ্টর, পূর্ব্বে কত ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়াছে অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত কত ধন আছে এবং এক্ষণে এক জন ব্রাহ্মণের আহারের নিমিত্ত কত ব্যয় হয় এই সকল রিপোর্ট করিবেন। আমরা ঐ রিপোর্ট শুনিতে ব্যগ্র হইয়া রহিলাম, যেহেতু যাঁহারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া থাকেন তাঁহারা খেদ করেন যে মুসলমানদিগের অধিকার কালীন এক ব্যক্তির আহারের নিমিত্ত দুই আনা লাগিত কিন্তু ইংরাজদিগের অধিকার হওন পর্য্যন্ত এমত

ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে যে আট আনার স্থানে এক ব্যক্তির আহার চলে না। যদ্যপি এক ব্যক্তির আহার দুই আনা কিম্বা চারি আনাতে হইতে পারে তথাচ আমরা শুনিয়াছি উক্ত ভোজের বিষয়ে আট আনার ন্যূন নির্দ্ধার্য্য হইবেক।

[জ্ঞানান্বেষণ—ইং ১৮৩০ সাল]

দেশীয় প্রাচীন বংশ।

লার্ড ক্লাইব সাহেব যখন বাদশাহের স্থানে তিন সুবার দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত্যর্থ পশ্চিম দেশে গমন করেন, তখন তিনি এতদ্দেশীয় কোন মহাশয়কে ধন ও সম্ভ্রমোপাধি প্রদান করেন নাই। তৎসময়ে লার্ড ক্লাইবের কোন প্রকার সম্ভ্রম প্রদান করণের ক্ষমতা ছিল না, তিনি কেবল এই মাত্র করেন, যে দিল্লীর রাজকোষে বার্ষিক কর দান করণের অঙ্গীকার করত তিন সুবাদারীর ভার কোম্পানি বাহাদুরের পক্ষে প্রাপ্ত হন। সাম্রাজ্যের মধ্যে তাবৎ সম্ভ্রমোপাধি প্রদান করণের ক্ষমতা যদ্রূপ পূর্ব্বে বাদশাহের ছিল, তদ্রূপ কেবল বাদশাহেরই রহিল। মহারাজ নবকৃষ্ণ, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পিতামহ, তিনি ঐ যাত্রা সময়ে কোন প্রকার সম্ভ্রম প্রাপ্ত হন নাই।

বঙ্গদেশে মুসলমানদিগের রাজ্যাবসান সময়ে সুবাদারেরা বিশেষতঃ আলিবর্দ্দি খাঁ সরকারী কার্য্য নির্ব্বাহার্থ হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করণের ব্যবহার আরম্ভ করেন।

তাহার এক কারণ এই যে হিন্দুরা হিসাবকিতাবে অতি নিপুণ; দ্বিতীয় কারণ, তাঁহারা অতি বাধ্যতাগুণশালী; কিন্তু তাহার মুখ্য কারণ, মুসলমান রাজবংশীয় কোন যুবা ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ডীয় এক জন সাহেবকে এইরূপ কহিয়াছিলেন, যে মুসলমানেরা চালনীর ন্যায় অর্থাৎ যাহা তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করা যায়, তাহার পুনঃপ্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু হিন্দুরা শোষক বস্তুর ন্যায় অর্থাৎ তাঁহাদিগকে যাহা দেওয়া যায় তাহাই থাকে পরে টিপিলেও পুনর্ব্বার নির্গত হয়, অতএব পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে পূর্ব্ব কালাপেক্ষা এতদ্দেশীয় অধিক হিন্দুদিগকে রাজকীয় প্রধান ২ কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যাইতেছে।

লার্ড ক্লাইব সাহেবের বঙ্গদেশে আগমনের পূর্ব্বেই মহারাজ দুর্লভরাম রায় সেরাজউদ্দৌলার দরবারে অত্যন্ত মান্য ও পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি দেশের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং আপনার সম্ভ্রম পুষ্ট করণার্থ ও আপনি নির্ভয়ে থাকনার্থ নিয়ত ৫। ৬ হাজার সৈন্য নিজ ব্যয়ে রাখিয়াছিলেন, পলাশির যুদ্ধে নবাবের যে সৈন্য প্রেরিত হয় তিনি তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধকালে উপস্থিত ছিলেন এমত বোধ হয় না। মীরজাফরের আমলে তিনি রাজকোষাধ্যক্ষতা কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকেন, এবং তাঁহার এমত প্রচুর ধন ছিল যে মীরজাফর ও তাঁহার অতি জঘন্য পুত্র মিরন্ তাঁহার ঐ ধন লুঠ করত তাঁহাকে নষ্ট করণার্থ সংবৎসর ব্যাপিয়া কোন উপায়ের ক্রটি করেন নাই। যদ্যপি লার্ড ক্লাইব সাহেব তৎসময়ে তাঁহাকে

আশ্রয় দিয়া রক্ষা না করিতেন, তবে অবশ্যই নবাবের মন্ত্রণাতে মারা পড়িতেন।

মহারাজ সেতাব রায় মুরশিদাবাদের দরবারে এক জন মন্ত্রী ছিলেন। সেই মহাড়ম্বর সময়ে বঙ্গদেশজাত সৈন্যের অধ্যক্ষ হিন্দুদিগের মধ্যে কেবল মহারাজ সেতাব রায়েরই বিলক্ষণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ হয়। ইতিহাসে লিখিত আছে যে ১৭৫৯ সালে পাটনা নগরের প্রাচীরের নিম্ন-ভাগে নখ সাহেব যে মহাযুদ্ধ করেন, তাহাতে ঐ রায় মহাশয়ই এক দল সেনার অধিপতি হইয়া যুদ্ধ করেন, এবং ইঙ্গলণ্ডীয় সেনাপতি সাহেব তাঁহার সাহস, শৌর্য্য ও নৈপুণ্য দেখিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করেন। সীরমুতাখরিন গ্রন্থ রচক গোলামহোসেন পাটনার প্রাচীরোপরি উপা-বিষ্ট হইয়া ঐ যুদ্ধ ব্যাপার দেখিয়াছিলেন, তিনি ঐ গ্রন্থে লেখেন যে যুদ্ধের পর অপরাহ্ন সময়ে নখ সাহেব রাজা সেতাব রায়কে সঙ্গে করিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তৎসময়ে উভয়েই ধূলি সংপৃক্ত ও ঘর্ম্মাক্ত ছিলেন; নখ সাহেব সেতাব রায়ের উৎসাহ ও সাহসের বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বারম্বার কহিলেন, যে ইনিই প্রকৃত নবাব বটেন এমত নবাব আমি কখন দেখি নাই, পরে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইলে পর মহম্মদ রেজা খাঁর সহযোগে তাঁহাকে ভারতবর্ষস্থ তাবৎ প্রদেশীয় রাজস্বের কোষাধ্যক্ষকতার ভার অর্পণ করিলেন।

মুরশিদাবাদস্থ সেট্‌বংশীয়দিগকে কে না জানেন। এই সুবার কার্য্যে তাঁহারা শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের বণিক্

ছিলেন, অতএব সুবাদারদিগের পরেই তাঁহারা সম্ভ্রান্ত। মুসলমানদিগের রাজ্য ভ্রষ্ট হওনের পূর্ব্বে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তাহাদিগের যে কোন ব্যাপার হয়, তাহাতেই তাঁহারা লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারদের বিষয়ে বর্ক্ সাহেব ইঙ্গলণ্ডদেশস্থ পার্লিমেণ্টের মধ্যে কহিয়াছিলেন, যে ইহাঁরদের অর্থ ব্যবসায় ইঙ্গলণ্ডের রাজকীয় বেঙ্কের তুল্যই। নানা স্থানে মহা২ বাণিজ্য কার্য্যের দ্বারা ঐ বংশের যে মহা পরাক্রম হইয়াছিল তজ্জন্য শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহ তাঁহারদিগকে জগৎ-সেট অর্থাৎ পৃথিবীর বণিক্ এই উপাধি প্রদান করেন; কিন্তু এইক্ষণে তদ্বংশ্যেরা ক্ষীণ হইয়াছেন। কাসিম আলি খাঁ যখন মুঙ্গেরে পলায়ন করেন, তখন তাঁহারদের দুই ভ্রাতাকে নষ্ট করেন পরে রাজকোষ মুরশিদাবাদ হইতে উঠিয়া কলিকাতা নগরে স্থাপিত হইলে তাঁহারদের সম্পূর্ণ রূপেই ক্ষয় হইল।

রাজা রাজবল্লভ রায়ের সম্ভ্রম ও ধন প্রাপ্ত হওনেরকারণ সুবাদার আলিবর্দি খাঁ; তিনি রাজবল্লভকে নিপুণ দেখিয়া ঢাকা অঞ্চলের নায়েবী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আলিবর্দির মরণের কএক মাস পূর্ব্বে ঢাকার অধ্যক্ষের অর্থাৎ রাজা রাজবল্লভের উপরিস্থ ব্যক্তির লোকান্তর হয়; তৎসময়ে আলিবর্দি অশীতি বর্ষবয়স্ক হইয়া মৃত্যু শয্যাগত প্রায় ছিলেন। তাঁহার লম্পট পৌত্র সেরাজউদ্দৌলা পিতামহের আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া তৎসময়েই রাজ পরাক্রম ধারণ করিলেন। তখন রাজা রাজবল্লভ মুরশিদাবাদে থাকাতে সেরাজউদ্দৌলা তাঁহাকে কয়েদ করিলেন এবং

তিনি ঐ অতি সমৃদ্ধ প্রদেশের অনেক বৎসরাবধি রাজ কার্য্য করত যে প্রচুর ধনোপার্জন করিয়াছিলেন তাহা টিপে বাহির করিতে মানস করিলেন। রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস তৎসময়ে ঢাকায় ছিলেন পিতার কারাবদ্ধ হওন সংবাদ শুনিয়া স্বীয় পরিবার ও পৈতৃক বহুতর সঞ্চিত ধন লইয়া নৌকারোহণে শ্রীক্ষেত্র যাত্রাচ্ছলে কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন। অতএব এত ধন হাতছাড়া হইল দেখিয়া সেরাজউদ্দৌলা সিংহাসন আরোহণ করিবামাত্রেই ১৭৫৬ সালে সসৈন্যে আসিয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু অনিবার্য্য পরাক্রমের এমত বিপরীত বুদ্ধি যে কলিকাতা শহর অধিকার করিয়া কিল্লার মধ্যে প্রবেশ করত আপনার পালকি নামাইতে আজ্ঞা দিলেন এবং ঐ কৃষ্ণদাসকে ডাকাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এক খেলাৎ প্রদান করিলেন। তাহার তিন ঘণ্টা পরে তাবৎ ইঙ্গরাজেরা কয়েদ হইলেন। এতদ্রূপে জানা যাইতেছে যে এই সকল ব্যক্তি লার্ড ক্লাইব সাহেবের পশ্চিম দিকে যাত্রার পূর্ব্বেই ধন ও সম্ভ্রমোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যে সময়ে কলিকাতায় ইঙ্গরাজদের কেবল বাণিজ্যের কুটীমাত্র ছিল তৎসময়ে উক্ত ব্যক্তিরা সকলই রাজকীয় কর্ম্মে লিপ্ত ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর আপনার সম্ভ্রম আপনিই স্থাপন করেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও পারস্যবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। ঐ প্রাচীনকালে যে বাঙ্গালিদের অল্প ইঙ্গরাজী জ্ঞান ছিল, তন্মধ্যে ঐ রাজা এক জন। তিনি

ক্লাইব্ সাহেবের মুন্সীর কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ক্লাইব্ সাহেব এতদ্দেশীয় কোন ভাষাই জানিতেন না। যদ্যপি নবকৃষ্ণ তৎসময়ে ঝ্যাপা পদে নিযুক্ত ছিলেন তথাপি ইঙ্গরাজেরা যখন মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধিকরণের উদ্যোগী হইলেন তৎসময়ে তিনি অনেক উপকার করেন এবং তৎসময়েই মুনসী খ্যাতি প্রাপ্ত হয়েন। পরে যখন মীর কাসিমের সঙ্গে ইঙ্গরাজদের যুদ্ধ উপস্থিত হয় তখন তিনি ধন যোজকতা বণিক্‌ভার পাইয়া মেজর আদম সাহেবের সঙ্গে গমন করেন। পরে লার্ড ক্লাইব সাহেব তাঁহাকে চতুর ও নিপুণ দেখিয়া কলিকাতাস্থ প্রধান কমিটির বণিক্‌ভার অর্থাৎ ধনযোজকতা কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন। তৎসময়ে ঐ পদ কলিকাতা নগরে সর্ব্বাপেক্ষা ধনসঞ্চায়ক ছিল। কিন্তু লার্ড ক্লাইব্ সাহেবের ভারতবর্ষ হইতে শেষ গমনের পরে ১৭৬৭ সালে যখন গোকুল সোণার ঐ নবকৃষ্ণের নামে নালিশ করে তখন ঐ নালিশীপত্রে তাঁহার নাম নবকৃষ্ণ মুনসী বলিয়া লিখে, তাহাতে আমারদের বোধ হয় যে ঐ সনের পরে তিনি রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু সেই সময়ে রাজা নবকৃষ্ণের বংশ তাদৃশ গণনীয় ছিলেন না, তথাপি এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অতিসম্ভ্রান্ত হইয়াছেন এবং অন্য যে চারি বংশ তৎসময়ে রাজকীয় প্রধান ২ পদস্থ ছিলেন, তদ্বংশ্যেরা এইক্ষণে প্রায় অগণ্য ও দৈন্যভাবাপন্ন হইয়াছেন।

[সমাচার দর্পণ—ইং সন ১৮৩৮]

